দি ব্ল্যাক অ্যারো

রবার্ট লুই স্টিভেনসন

ভাষান্তর। সৈয়দ হালিম

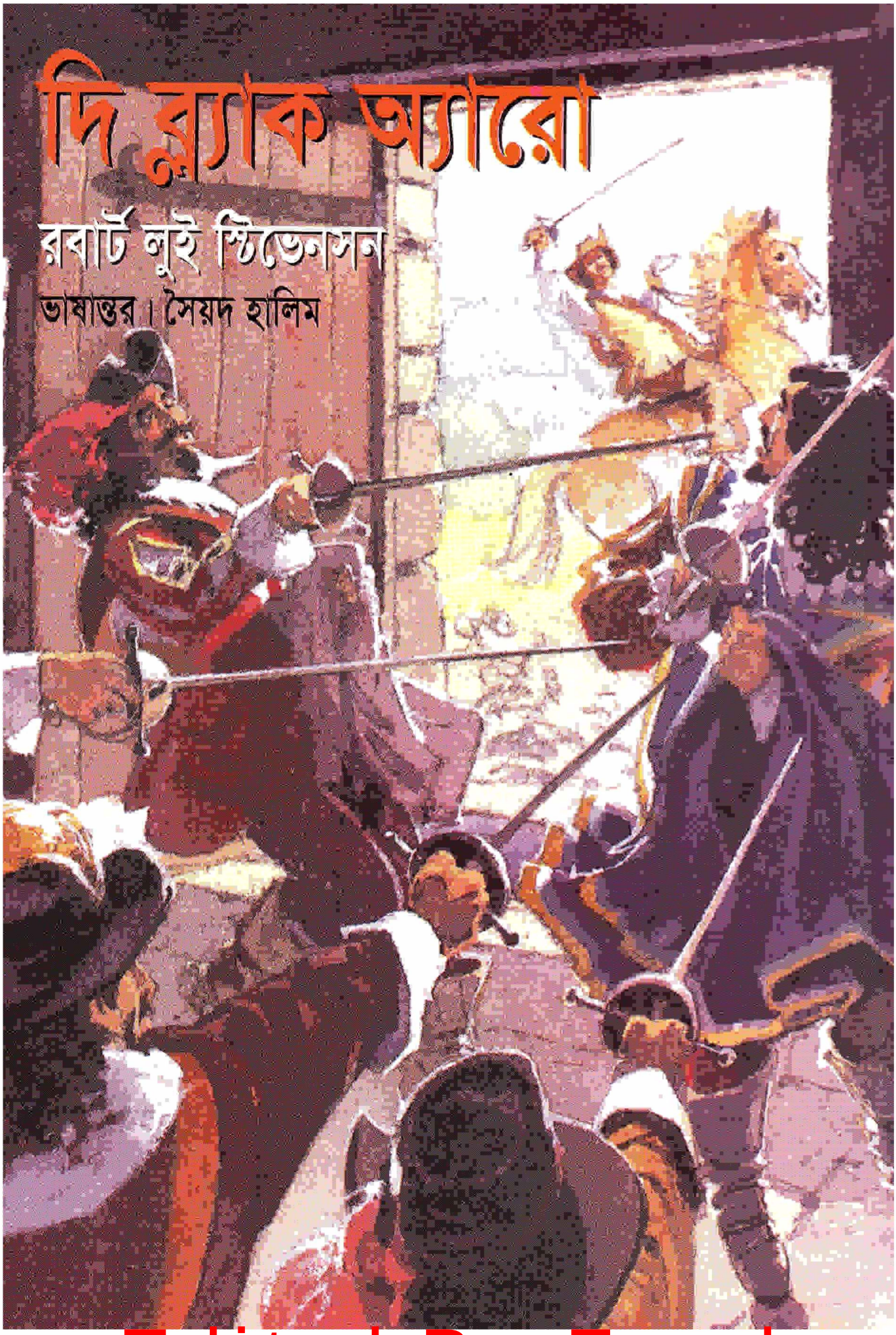

Edited By Fuad

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!

Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!

Don't Remove This Page!

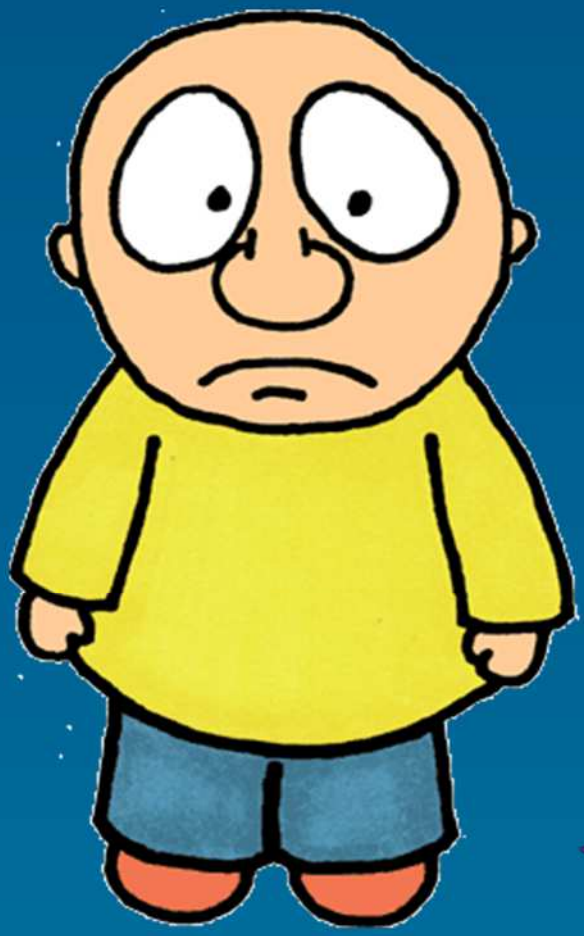

Visit Us at Banglapdf.net

If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এক

কিছুক্ষণ আগে সূর্য ডুবেছে। সন্ধ্যার আঁধার পৃথিবীর বুককে তখনও সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে ফেলেনি। অস্ত-সূর্য্যের লাল আভা তখনও মিলিয়ে যায়নি আকাশের গা থেকে। ইংল্যান্ডের কাছে একটি পল্লী অঞ্চলের লোকেরা হঠাৎ এমনি সময়ে চঞ্চল হয়ে উঠল অপ্রত্যাশিত ঘণ্টার আওয়াজ শুনে। ঘণ্টা বাজছে বিলের কাছে দুর্গের মত বাড়িটাতে। এত বড় বাড়ি এই অঞ্চলে আর নেই। বিলের কাছে বলে এর নাম হচ্ছে মোট-হাউস।

এমন অসময়ে ঘণ্টা বাজে কেন—দলে দলে লোক তা জানবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে ছুটে এলো কাজকর্ম ফেলে। ছুটে এলো মানুষ বন, মাঠ আর নদীতীরের ক্ষেত খামার থেকে।

লম্বা রাস্তাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে ছিল একটা সাঁকো—তার কাছেই ছিল একটা বড় টিলা। সেখানে এসে সবাই জড় হল। এখান থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ওই ঘণ্টার শব্দ।

মোট-হাউস থেকে কিছুটা দূরেই শুরু হয়েছে ঘন বন। তাই ও-বাড়ির কাছে কেউ গেল না সাহস করে। তাছাড়া, বড় বড় জাঁদরেল-জমিদারের ব্যাপারে মাথা গলাতে সাধারণ মানুষ বেশ ভয় পায়।

ওই মোট-হাউসের মালিক হচ্ছেন জমিদার স্যার ডানিয়েল। তিনি যখন সেখানে থাকেন না, তখন সেটার ভার থাকে গির্জার পাদরী স্যার অলিভারের ওপর। জমিদারের সঙ্গে পাদরীর খুবই বন্ধুত্ব ছিল।

ঘণ্টা সমানে বেজে চলেছে আর বেড়ে চলেছে লোকের ভীড়। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে গ্রামের মাতব্বর গোছের এক প্রৌঢ় বললো, 'জমিদার তো এখন মোট-হাউসে নেই—তিনি গেছেন কেট্‌লের জমিদারীতে।'

জনতার ভেতর থেকে প্রশ্ন হল, 'তাই নাকি! কিন্তু সেখানে কেন?'

মাতব্বর লোকটি বললো, 'শোননি কেট্‌লের জমিদারী যে তাঁর হাতে এসেছে—কিন্তু প্রজারা বাগ মানছে না, তাই তাদের শায়েস্তা করতে গেছেন। হয়ত সেখানে হাঙ্গামা বেধেছে।'

সেই মুহূর্তেই ঘোড়ার পায়ের শব্দ শোনা গেল। তার একটু পরেই বন থেকে বেরিয়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে আসতে দেখা গেল, রিচার্ড ডিক শেলটন নামে একটি কিশোরকে। এই ছেলেটির অভিভাবক জমিদার ডানিয়েল। ছেলেটিও জানে সে তাঁর আশ্রিত ও স্নেহের পাত্র। তাকে দেখেই মাতব্বর লোকটির মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল এবং তার কাছে ব্যাপারটি জানবার জন্যে সে তাকে ইশারায় ডাকল।

ছেলেটি তাদের কাছে এসে ঘোড়া থামাল। যদিও কৈশোর অতিক্রম করেছে, কিন্তু দেখলে তা মনে হয় না। সুন্দর, সুশ্রী, কমনীয় মুখ। চোখ দুটি ধূসর। গায়ে হরিণের চামড়ার কোট। গলায় কালো ভেলভেটের কলার, মাথায় সবুজ রঙের টুপি, পিঠে ইস্পাতের ক্রশ-ধনুক! দেহটিও যেন ইস্পাতের মত দৃঢ় মজবুত, আর বেশ বলিষ্ঠ ও ঋজু।

মাতব্বর লোকটি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেন, 'এই যে ডিক, তুমি নিশ্চয়ই মোট-হাউস থেকে এসেছ? হঠাৎ এভাবে ঘণ্টা বাজে কেন, বলতে পার?'

ঘোড়ার পিঠে বসেই ডিক বলতে লাগল, 'জানি বৈকি। এইমাত্র একজন লোক আসন্ন যুদ্ধের খবর এনেছে। জমিদার সাহেব বলে পাঠিয়েছেন, যারা যারা তীর ছুঁড়তে পারে তাদের সবাইকে যেতে হবে কেট্‌লিতে। যে যাবে না স্যার ডানিয়েলের হাতে তার দুর্গতির আর শেষ থাকবে না। খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া চাই। যুদ্ধটা নাকি আসন্ন। তবে তা কোথায় বা কার বিরুদ্ধে হবে, তা জানি না। পাদরী অলিভার এখনই আসবেন; তীরন্দাজ বেনেট মোট-হাউসে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে তৈরি হচ্ছে। সে-ই দলের নেতা হয়ে সবাইকে নিয়ে যাবে।'

একটি স্ত্রীলোক বলে উঠল, 'আবার যুদ্ধ বাঁধছে! তাহলে দেশের সর্বনাশ হবে। জমিদারেরা যদি পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে মেতে থাকে, তাহলে চাষীরা খাবে কি?'

ডিক বললো, 'জমিদার একথাও জানিয়েছেন—যারা দল বেঁধে সঙ্গে যাবে তারা প্রত্যেকে পাবে দিন ছ'আনা করে আর তীরন্দাজেরা পাবে বারো আনা।'

স্ত্রীলোকটি বললো, 'তারা যদি বাঁচে তবেই তো! তা নাহলে, পাওয়া না-পাওয়া একই কথা।'

প্রচ্ছন্ন পরিহাসের সুরে ডিক বললো, 'জমিদারের জন্যে মরেও তারা ভাল আদর্শ দেখিয়ে যাবে—এটাই তাদের পাওয়া।'

ঠিক তখনই সাঁকোর ওপর আবার ঘোড়ার পায়ের শব্দ হল।

সবাই তাকিয়ে দেখল, তীরন্দাজ বেনেট ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। লোকটা যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। তার গম্ভীর, কঠোর মুখটি দাড়ি-গোঁফে ভরা। কোমরে তলোয়ার, পাশে সড়কি, গায়ে চামড়ার কোট, মাথায় লোহার টুপি। এ অঞ্চলে তাকে না চেনে কে! সে হচ্ছে, জমিদার স্যার ডানিয়েলের ডান-হাত তীরন্দাজ বেনেট। যুদ্ধে বা শান্তিতে তাকে না হলে তাঁর চলে না। তাই প্রজারাও সবাই একে ভয় করে চলে।

সাঁকো থেকেই সে চিৎকার করে বললো, 'সবাই এখনই মোট-হাউসে যাও। যারা এখনও যায়নি, তাদের সবাইকে ওই পথে যেতে বল। সেখানেই তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র দেয়া হবে। সন্ধ্যার আগেই আমাদের কেট্‌লেতে গিয়ে পৌঁছতে হবে। আর দেরি নয়—বেরিয়ে পড়। হ্যাঁ, ভাল কথা, আমাদের সেই সেরা তীরন্দাজ—বুড়ো অ্যাপল-ইয়ার্ড কোথায়? তাকে তো দেখছি না!'

সেই মহিলাটি বললো, 'তাকে যদি দেখতে চান, তার কপির ক্ষেতে যান হুজুর! কাজ নিয়েই সে পাগল!'

মাতব্বর লোকটি চলল সাঁকোর ওপর দিয়ে মোট-হাউসের দিকে। জনতার কিছু লোক তার সঙ্গে চলল। তারা তীর ছুঁড়তে জানে, কিন্তু তাদের চলার মধ্যে এতটুকু ব্যস্ততা নেই। বাকি সবাই যে যার বাড়ি চলে গেল। তীর চালাতে না জানলেও সঙ্গে যাবার আগ্রহও তাদের নেই। তীরন্দাজ বেনেট আর ডিক চলল ঘোড়ায় চেপে গ্রামের সেরা যোদ্ধা অ্যাপল-ইয়ার্ডের কাছে।

ছোট গ্রাম। বিশ-পঁচিশটার বেশি কুঁড়েঘর নেই। সেখানে গির্জাটা ছাড়িয়ে গেলো দু'জনে। প্রকাণ্ড গির্জা—কেল্লার মতো। দরিদ্র গ্রামবাসীদের বাসস্থানগুলোর তুলনায় জমিদারের মোট-হাউস, আর পাদরীর গির্জার বিরাট আয়তন খুবই বেখাপ্পা মনে হয়।

যে বাড়িটার দিকে তারা দু'জনে যাচ্ছিল, সেটা গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। তার চারদিকে শ্যামল গাছের ঝোপ-ঝাড়। কাছাকাছি বা দূরে কোন ঘরবাড়ি নেই। সবুজ বনের পর তিন দিকে খোলা মাঠ। মাঠটা বনের কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে।

তীরন্দাজ বেনেট ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটাকে বেড়ার সঙ্গে বাঁধে, তারপর ক্ষেতের বড় বড় বাঁধাকপির চারাগুলোকে ঠেলে চলতে থাকে। তার পেছন-পেছন যেতে থাকে ডিক। খানিকটা যেতেই তারা দেখে বুড়ো অ্যাপল-ইয়ার্ড ক্ষেতের শেষ প্রান্তে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছে।

এর আগে যেখানে যত যুদ্ধ হয়েছে, এই লোকটি প্রত্যেকটিতেই মহা উৎসাহে যোগ দিয়েছে। তীর ছুঁড়তে তার মত দক্ষ লোক এ অঞ্চলে আর দুটি নেই। সে সময় তীরই ছিল যুদ্ধের সেরা অস্ত্র। এখন যদিও সে বৃদ্ধ, তবুও তার চোখের দৃষ্টি পরিষ্কার।

সে ভাঙা-গলায় গান গাইতে গাইতে মাটি কোপাচ্ছিল। ওদিকে যে ঘণ্টা বাজছে এবং জমিদারের লোকেরা তার সঙ্গে দেখা করতে আসছে, সে দিকে তার মোটেই খেয়াল নেই।

তীরন্দাজ বেনেট বললো, 'শোন অ্যাপেল-ইয়ার্ড, মনিব বলে পাঠিয়েছেন, তোমাকে এখনই মোট-হাউসে গিয়ে সৈন্যদলের ভার নিতে হবে।'

বৃদ্ধ চোখ তুলে তাকাল। তারপর একগাল হেসে জিজ্ঞেস করলো, 'সেজেগুজে কোথায় চলেছ বেনেট?'

সে উত্তর দিলো, 'আমি মনিবের জমিদারীতে যাচ্ছি, ঘোড়সওয়ারদের নিয়ে। যারাই ঘোড়ায় চড়তে পারে, তাদের কারুরই রেহাই নেই—সঙ্গে যেতে হবে। মনে হচ্ছে, লড়াই হবে। জমিদার সাহেব লোক চেয়ে পাঠিয়েছেন। এখন তোমার ওপর তাঁর হুকুম শোন—মোট-হাউস তোমাকে রক্ষা করতে হবে। তোমার সঙ্গে থাকবে মাত্র ছ'জন তীরন্দাজ, আর পাদরী অলিভার। সেজন্যেই তো তোমার কাছে আমরা এসেছি। তাঁর ধারণা, তুমি ছাড়া ওই ক'টি লোক নিয়ে মোট-হাউসকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না।'

বৃদ্ধের বুকটা গর্বে ফুলে উঠলেও মুখটা বিকৃত করে ব্যঙ্গের সুরে বললো, 'হ্যাঁ, পায়ে ব্যাথা লাগলেই পুরোনো জুতো জোড়ার কথা তোমাদের মনে পড়ে!' কথাটা শেষ করে সে পাহাড়টার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। সেখানে

তখনো অস্তমিত সূর্যের আভা দেখা যাচ্ছে। কয়েকটা সাদা ভেড়া ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না। দূরে ঘণ্টাধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দও নেই।

ডিক জিজ্ঞেস করে, 'অ্যাপল-ইয়ার্ড, কি দেখছ?'

উদাসভাবে সে বললো, 'এক ঝাঁক পাখি।'

সত্যিই তীরের ঝাঁকের মতো মাথায় উপর দিয়ে এক ঝাঁক পাখি এদিকে-ওদিকে উড়ছিল।

তীরন্দাজ বেনেট জিজ্ঞেস করেন, 'তাতে কি হল?'

বৃদ্ধ বললো, 'তোমরা বুদ্ধিমান, লড়াই করতে থাকো লড়াইয়ের আগে। ধর, আমরা যদি এখানে ছাউনি করি, তাহলে আমাদের উপরে শত্রুপক্ষের তীরন্দাজরা নিশ্চয়ই নজর রাখবে।'

বেনেট হেসে বলে, 'পাগল! একমাত্র নতুন জমিদারীর অবাধ্য প্রজারা ছাড়া আমাদের কোন দুশমন নেই। এখানে তুমি নিরাপদ। কতকগুলো দোয়েল আর চড়াই দেখে মনে করছ মানুষ!'

মুখে শক্ত ভাব এনে বৃদ্ধ বললো, 'তাহলে বলি শোন। তোমাকে আর আমাকে মারবার জন্যে অনেকেই মরিয়া হয়ে উঠেছে; কারণ লোকে আমাদের ঘৃণা করে। কেন জান? মনিবের জন্যে আমরা এমন সব কাজ করেছি, যা কেউ পছন্দ করে না।'

একটু নিরুৎসাহ হয়ে বেনেট উত্তর দেয়, 'কথাটা ঠিক না, লোকে আসলে ঘৃণা করে জমিদার ডানিয়েলকে। তাতে আমাদের কি?'

জোর গলায় বৃদ্ধ বলে উঠলো, 'হ্যাঁ আমাদেরও ভাববার আছে বৈকি! যারাই জমিদারের চাকরি করে, তাদেরই তারা ঘৃণা করে থাকে। তাদের প্রথম লক্ষ্য বেনেট হ্যাচ আর এই বুড়ো অ্যাপল-ইয়ার্ড। সত্যিই ওই বনের ধারে যদি কোন তীরন্দাজ লুকিয়ে থাকে, তাহলে এই যে আমরা দু'জন এখানে দাঁড়িয়ে আছি, সে আমাদের মধ্যে কাকে বেছে নেবে বল তো?'

বেনেট উত্তর দিলো, 'তোমাকে।'

বৃদ্ধ বলে উঠল, 'তোমাকে। তুমিই জমিদারের হুকুমে জিমস্টোন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিয়েছিলে—তার জন্যে ওরা তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করবে না। আর আমার কথা? আমি শীগ্‌গিরই সবার নাগালের বাইরে যাব। তীর সড়কি আমার কিছুই করতে পারবে না।'

'তোমর বকবকানি রেখে এখন অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে চল দেখি! নাহলে স্যার অলিভার এসে পড়বেন, বুঝলে?'

ঠিক এই সময় ক্রুদ্ধ ভীমরুলের মত ভোঁ করে একটা তীর এসে অ্যাপল-ইয়ার্ডের কাঁধে বিঁধে অনেকখানি ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে উপুড় হয়ে কপি-ক্ষেতের মধ্যে লুটিয়ে পড়ল।

বেনেট চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠল। তারপর নিচু হয়ে ছুটল বুড়োর বাড়ির দিকে। ততক্ষণে ডিক একটা ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে তার ক্রশ-ধনুকটা বাগিয়ে ধরে বনের দিকে তাক করছিল।

সেখানে কিন্তু একটি পাতাও নড়তে দেখা গেল না। ভেড়াগুলো শান্ত হয়ে দিব্যি সেখানে চরে বেড়াচ্ছে। পাখিগুলো গাছের ডালে বসেছে। কিন্তু বুড়ো পড়ে আছে কপি-ক্ষেতের মধ্যে। তার পিঠে বিঁধে আছে দুই হাত লম্বা একটা তীর। ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে আছে বেনেট; ঝোপের আড়ালে গুঁড়ি মেরে রয়েছে—ডিক।

বেনেট উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

ডিক বললো, 'একটা গাছের ডালও নড়ছে না। কিন্তু বুড়োকে এভাবে ওখানে ফেলে রাখা ঠিক হচ্ছে না। শীগ্‌গির এগিয়ে এস।'

বেনেট বিবর্ণ ফ্যাকাশে মুখে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে বললো, 'বনের দিকে কড়া নজর রাখ। বুড়োকে যে মেরেছে সে খুব বাহাদুর।'

ডিক বললো, 'আমি নজর রাখছি—তুমি ওকে দেখ।'

বেনেট তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে বৃদ্ধকে তার হাঁটুর ওপর তুলে নিল। তখনও সে মরেনি। তার মুখ নড়ছে; চোখ দুটো একবার বন্ধ হচ্ছে আবার খুলছে। তার কুৎসিত মুখটা যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে।

বেনেট জিজ্ঞেস করলো, 'শুনতে পাচ্ছো অ্যাপল-ইয়ার্ড? কিছু বলছো?'

বৃদ্ধ হাঁপাতে-হাঁপাতে বললো 'তীরটা তুলে ফেল ভাই!'

বেনেট বললো, 'ডিক, এদিকে এস; তীরটা টেনে তুলতে হবে।'

ডিক ক্রশ-ধনুকটা রেখে তার কাছে গিয়ে খুব জোর টান দিয়ে তীরটা খুলে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে বেরিয়ে এলো রক্তের স্রোত। বৃদ্ধ একবার ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করেই পড়ে গেল। সঙ্গে-সঙ্গে তার মৃত্যু হল।

বেনেট তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনা করেই উঠে দাঁড়াল। তারপর হাতে লোহার দস্তানাটা খুলে পাংশু মুখটা মুছে ফেলে বললো, 'এবার আমার পালা।'

ডিক জিজ্ঞেস করলো, 'এ কাজ কে করলো?'

বেনেট বললো, 'ঈশ্বর জানেন।'

ডিক তীরটা হাতে নিয়ে বললো, 'এটা দেখছি অদ্ভুত!'

তীরের দিকে তাকিয়ে বেনেট বললো, 'তাই তো! আগাগোড়া সব কালো রঙের, পালকগুলো পর্যন্ত কালো, মানে—মৃত্যু। এই যে তীরটার গায়ে কি যেন লেখা! রক্তটা মুছে ফেলে পড় ত।'

ডিক পড়লো, 'প্রতিশোধ-প্রয়াসী দলের পক্ষ থেকে অ্যাপেল-ইয়ার্ডকে।' ...পড়েই বলে উঠল, 'এর মানে কি বেনেট?'

বেনেট মাথা নেড়ে বললো, 'না, ব্যাপারটা আমার কাছে ভাল ঠেকছে না। প্রতিশোধ-প্রয়াসী দল! খুব সম্ভব, ওই বনের মধ্যে যে-সব বদমায়েশ আছে তাদের দলের নাম। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের জীবন বিপন্ন করি কেন? তুমি ওর হাঁটু দুটো ধর, আমি ধরি কাঁধ। চল, ওকে ওর বাড়িতে নিয়ে যাই। পাদরী অলিভার ব্যাপারটা শুনলে হতভম্ব হয়ে যাবে।'

দু'জনে ধরাধরি করে বৃদ্ধের মৃতদেহটা বাড়িতে নিয়ে গেলো।

বাড়ি বলতে একটা ঘর। ঘরটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তাতে আসবাবপত্র বেশি কিছু নেই। আছে কেবল নীল চাদর ঢাকা বিছানা, একটা বাসন রাখার

আলমারী, একটা বড় সিন্দুক, একটা টুল, একটা টেবিল। দেয়ালে টাঙানো তীর-ধনুক, তূণ আর বর্ম।

বেনেট ঘরের চারদিকে কৌতূহল নিয়ে তাকাতে লাগল।

সে বললো, 'বুড়োর অনেক টাকা আছে নিশ্চয়ই! দেখ ডিক, যদি তোমার কোন পুরোনো বন্ধু মারা যায় তাহলে সান্ত্বনা পাবার সবচেয়ে ভাল উপায় কি জান? তার সবকিছু হাতানো। এই সিন্দুকটা দেখছ? আমি বাজি রাখছি, ওর মধ্যে এক সের সোনা, আর অন্তত শ পাঁচেক টাকা আছে। ও আশী বছর বেঁচেছিল অথচ এর মধ্যে কিছুই জমায়নি বলতে চাও?'

ডিক বললো, 'বেনেট, ওর স্থির চোখ দু'টির প্রতি সম্মান দেখাও। ওর দেহটার সামনেই ওর সিন্দুকের সম্পত্তি সব লুট করতে চাও? তাহলে ঘৃণায় ও নড়ে উঠবে!'

বেনেট ভয়ে মনে মনে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করলো। তবুও সে নিরস্ত হল না। তার মাথায় একবার যা ঢোকে তা সহজে যায় না। সিন্দুকটা আর আস্ত থাকত না, যদি তখন ফটকে শব্দ না হতো।

একটু পরেই দরজা খুলে ঘরে ঢুকলেন এক দীর্ঘদেহী পুরুষ। তাঁর মুখটা লাল, গায়ে পাদরীর কালো পোশাক।

তিনি ঢুকতে-ঢুকতে ডাকলেন, 'অ্যাপল-ইয়ার্ড!' কিন্তু ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর ভয়ার্ত মুখ থেকে বের হল, 'হে ঈশ্বর একি!'

বেনেট হৃষ্টচিত্তে বললো, 'একেবারে হিম হয়ে গেছে, জনাব। ওর বাড়ির দরজার কাছেই ওকে কে তীর দিয়ে মেরেছে, এতক্ষণে হয়তো ও নরকের দরজায় পৌঁছে গেছে। সেখানে আগুনের আর অভাব হবে না।'

পাদরী অলিভার টুলটার ওপর বসে পড়লেন। তাঁর মুখটা হঠাৎ কাগজের মতো সাদা হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপার কি? কে এ-কাজ করলো?'

ডিক বললো, 'এই দেখুন, সেই তীর। এর গায়ে কয়েকটা কথা লেখা আছে।'

অলিভার লেখাগুলো পড়ে বলে উঠলেন, 'কথাগুলো তো বড় খারাপ শোনাচ্ছে! 'প্রতিশোধ-প্রয়াসী দল।' তীরটার রঙও কালো। বড় অলক্ষুণে দেখছি। তীরটা আমার ভালো লাগছে না। কিন্তু লোকটা কে? তোমার কি মনে হয় বেনেট? কোন্ শয়তানের কাজ এটা?'

বেনেট বললো, 'এলিস ডাকওয়ার্থ হতে পারে না কি?'

'না, সে নয়। সাধারণ লোকে বিদ্রোহ করে না, করে সমাজের ওপরে যারা থাকে তারা। যখন দেখবে সাধারণ লোক বিদ্রোহ করছে, বুঝবে তার পেছনে আছে কোন বড়লোক। আমার মনে হচ্ছে, জমিদার ডানিয়েল আবার মহারাণীর দলে যোগ দিয়েছিল বলে, এটা ইয়র্কের ডিউকের দলের কোন লোকের কাজ হতে পারে। ওখান থেকেই এসেছে লোকটা!'

তিনি টুল থেকে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর গলায় ঝুলছিল কাপড়ের থলি। তার ভেতর থেকে বার করলেন শীলমোহর, একটা মোমবাতি, চকমকি পাথর ও

ইস্পাত। তাই দিয়ে তিনি আলমারী ও সিন্দুকটাতে জমিদার ডানিয়েলের মোহর এঁকে দিলেন। বেনেট চেয়ে চেয়ে দেখল—কিন্তু এতে খুশি হল না মোটেই।

তারপর সবাই কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বার হয়ে ঘোড়ায় উঠতে গেল।

অলিভারের জিনের রেকাবটা ধরে বেনেট বললো, 'এখন আমাদের রওনা হওয়াই দরকার, পাদরী সাহেব!'

ঘোড়ায় উঠতে-উঠতে অলিভার বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু এখন অ্যাপল-ইয়ার্ড নেই; কে মোট-হাউস রক্ষার ভার নেবে? আমি তোমাকেই ওখানে নিযুক্ত করতে চাই বেনেট! এই কালো তীরের হুমকী রুখতে তোমার মতো লোকের ওপরই আমি সব ভার দেবো।'

তারপর তিনজনে চলতে লাগলেন।

কিছুদূর গিয়েই তাঁদের চোখের সামনে ভেসে উঠল গির্জাটির চূড়া। আর একটু যেতেই তাঁরা গির্জার সামনে এসে পড়লেন। গির্জার ফটকের কাছে তখন জনা-বিশেক সশস্ত্র লোক জটলা করছিল। তাদের মধ্যে কেউ আছে ঘোড়ার পিঠে বসে, কেউ আছে মাটিতে দাঁড়িয়ে।

পাদরী অলিভার দলের লোকগুলোকে মনে মনে গুণতে-গুণতে বলে উঠলেন, 'আমাদের হাঁক-ডাক তাহলে বৃথা হয়নি দেখছি! জমিদার ডানিয়েল খুশি হবেন।'

হঠাৎ তীরন্দাজ বেনেট চিৎকার করে উঠল, 'কে যায়? দাঁড়াও!'

একটা লোককে এই সময় গির্জার উইলো গাছগুলোর মাঝ দিয়ে গুঁড়ি মেরে চুপি চুপি পালাতে দেখা গেলো। হাঁক শুনে সে একবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই আবার বনের দিকে দৌড় দিলো। যারা ফটকে জটলা করছিল তারা সচেতন হয়ে উঠে চারদিকে ছুটল লোকটাকে ধরবার জন্য। যারা ঘোড়া থেকে নেমেছিল, তারা আবার চেপে বসল। যারা নিচে ছিল, তারাও ছুটল। লোকটা ছুটছিল পেছন দিকে। সবাই বুঝলো, ধাওয়া করা বৃথা। তবুও তারা ছুটল।

বেনেট হুঙ্কার দিয়ে তার ঘোড়াটাকে বেড়ার দিকে ছুটিয়ে দিলো কিন্তু ঘোড়াটা না এগিয়ে, পেছনের পায়ে ভর করে দাঁড়াতেই তার পিঠ থেকে সে পড়ে গেলো। সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে লাগাম ধরে আবার ঘোড়াটার পিঠে সে লাফিয়ে উঠল ঠিকই কিন্তু ততক্ষণে লোকটা অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। আর তখনো ছুটছে যেন ঝড়ের বেগে। তাকে ধরবার আর আশা নেই।

সবার চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ করলো এই সময় ডিক। সে লোকটার পিছনে বৃথা না ছুটে, পিঠ থেকে তার ক্রশ-ধনুকটা নিয়ে তীর পরিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'লোকটাকে মারব?'

উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে বেনেট বললো, 'মার, মার ডিক; পাকা আপেলের মতো ও মাটিতে পড়ে যাক, আমরা দেখি।'

লোকটা ততক্ষণে বনের কাছে পৌঁছেছে, আর একটু গেলেই সে একেবারে নিরাপদ। কিন্তু মাঠের সেই অংশটা ছিল উঁচু। লোকটা তার ওপর দিয়ে ছুটলে তার গতি আগের চেয়ে ধীর হয়ে এল। এদিকে রাত হয়ে আসায় অন্ধকার ঘনিয়ে

এসেছে—কাজেই নিশানা করাও সহজ নয় কিন্তু বয়সে কাঁচা হলেও ডিকের নিশানা ছিল অব্যর্থ। তবুও পলাতক মানুষটিকে এভাবে তীর মারতে ডিকের মনে কেমন দয়া হল। বেচারী তার হাতে মরে—এ যেন ডিকের ইচ্ছা নয়; তবুও তার ধনুক থেকে শোঁ করে তীরটা ছুটে চলল।

লোকটাও এই সময় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। বেনেট ও আর যারা লোকটার পেছনে ছুটছিল, তারা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু লোকটা ব্যথা পায়নি; তখনই সে উঠে দাঁড়াল। তারপর এদিকে ফিরে মাথার টুপিটা খুলে বেপরোয়ার মতো বার দুই নেড়ে পর-মুহূর্তেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বেনেট বলে উঠল, 'লোকটা চোরের মতো ছোটে। কিন্তু ডিক, তুমি ওকে যে তীরটা মেরেছ ও সেটা নিয়ে পালাল।'

পাদরী অলিভার জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু ও গির্জায় এসেছিল কেন? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই ওখানে কিছু করে গেছে। ঘোড়া থেকে নেমে গাছগুলোর ভেতরে বেশ ভাল করে খুঁজে দেখতো।'

একজন এগিয়ে গিয়ে একটু পরেই এক টুকরো কাগজ হাতে নিয়ে ফিরে এলো। তারপর সেই কাগজটা পাদরী অলিভারের হাতে দিয়ে বললো, 'এটা গির্জার দরজায় আঁটা ছিল।'

পাদরী অলিভার বলে উঠলেন, 'এ যে মস্ত অপরাধ! গির্জার দরজায় কাগজ লটকে দেওয়া! ডিক, তুমি ছেলেমানুষ, তোমার চোখের জ্যোতি বেশি। পড় তো শুনি, কি লিখেছে।'

ডিক কাগজটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে জোরে পড়তে লাগল।

কাগজটাতে লেখা ছিল একটা ছড়া। হাতের লেখাটা যতদূর খারাপ হওয়া সম্ভব তাই ছিলো। প্রতিটি শব্দের বানান ভুল। ছড়াটিতে তেমন মিলও নেই; তবুও সে সেটা পড়তে লাগল।

ছড়াটা আসলে ড্যানিয়েল, অলিভার, বেনেট আর অ্যাপেল বুড়োর প্রতি কটুক্তি করে লেখা। লেখক মোট চারটি কালো তীর চারজনের জন্য তৈরি রেখেছে। প্রথমটি দিয়ে অ্যাপেলকে হত্যা করেছে—অন্য তিনটি বাকি তিনজনের জন্য অপেক্ষা করছে।

লেখাটিতে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে—যারা এই অত্যাচারি জমিদারকে সাহায্য করবে তাদের জন্য ফাঁসির দড়ি আর তীর অপেক্ষা করছে।

ছড়াটি পড়তে-পড়তে স্যার শেলটনের গুপ্তহত্যার কথাটা ডিকের মুখ দিয়ে দারুণ একটা বিস্ময়ের সঙ্গেই বেরিয়ে এলো। ডিক যখন শিশু, সেই সময় তার বাবাকে গুপ্তহত্যা করে আততায়ীরা তাঁর যথাসর্বস্ব আত্মসাৎ করেছিল। বড় হয়ে জমিদার ডানিয়েলের কাছেই ডিক সে খবর শুনেছে। কিন্তু এখনও সে জানতে পারেনি—তার বাবার হত্যাকারী কে বা কারা। জমিদার ডানিয়েল জানান যে, অসহায় শিশু ডিককে তিনিই দয়া করে নিজের মোট-হাউসে এনে আশ্রয় দেন। কিন্তু এতদিন পরে একটা বাজে কাগজে লেখা একটা ছড়ার মধ্যে এ খবরটা এভাবে

পড়ে কিশোর ডিক যদি চমকে ওঠে, তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। ছড়াটাতে উল্লেখ আছে তার বাবা স্যার শেলটনকে হত্যা করেছেন পাদরি অলিভার।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে এবং নিজের সম্বন্ধে এত বড় একটা অপবাদ শুনে পাদরী অলিভার কাতরকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'পৃথিবী দিন-দিন রসাতলে যাচ্ছে! একবারে শয়তানের রাজ্য হয়ে উঠছে। নইলে আমার নামে এত বড় কথা লেখে! কিন্তু আমি বলছি—লোকটা আমার সম্বন্ধে যা লিখেছে, তা ডাহা মিথ্যে কথা। আমি ও-সবের কিছুই জানি না। স্যার শেলটনকে গুপ্তহত্যা করেছি আমি। কি সর্বনেশে কথা!'

বেনেট বললো, 'জনাব, আপনি ওই ডাহা মিথ্যে কথার আবার সাফাই দিচ্ছেন কি বলে? বাজে কাগজে যা তা লিখে কেউ চোরের মতো সটকে দিয়ে গেছে ভয় দেখাবার জন্যে; তাই মানতে হবে সত্যি বলে?'

অলিভার তবুও সাফাই গাইতে থাকেন, 'না—বেনেট, তা নয়। তুমি আমাকে বলতে দাও। আমি যে নির্দোষ তা বলবই। খামাখা আমি মরতে যাব কেন? এ ব্যাপারে আমার যে কোন দোষ নেই, সে কথা জানাবই। আমি তখন মোট-হাউসেই ছিলাম না। রাত ন'টার আগে আমাকে একটা কাজে পাঠানো হয়েছিল।'

বেনেট বললো, 'আপনি যখন চুপ করবেন না, তখন আমাকে অন্য পথ ধরতে হবে। গফ, তোমার শিঙা বাজাও।'

শিঙা হাতে করে যে লোকটা দাঁড়িয়েছিল তার নাম গফ। সে হুকুম পেয়েই ঘন ঘন শিঙা বাজাতে লাগল। বেনেট সেই ফাঁকে অলিভারের কাছে সরে গিয়ে তাঁর কানে-কানে কি যেন বললো।

ডিক এতক্ষণ পাদরী অলিভারের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছিল। হঠাৎ সে দেখলো, তিনি তার দিকে সভয়ে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। ডিকও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। তার মনে চিন্তা দেখা দিল। শৈশব থেকেই সে মনে-মনে সঙ্কল্প করেছিল, তার পিতৃহন্তাদের একদিন সে খুঁজে বের করবেই। গুপ্তহত্যার প্রতিশোধ সে নেবেই। কিন্তু একটি কথাও এ অবস্থায় না বলে সে শান্ত রইল। পাদরী অলিভার তাড়াতাড়ি গির্জার মধ্যে চলে গেলেন। বললেন, 'একটা চিঠি লিখে আনছি, জমিদারের কাছে পাঠাব। একটু অপেক্ষা কর।'

অ্যাপল-ইয়ার্ড মারা যাওয়াতে মোট-হাউস রক্ষার ভার পড়ল বেনেটের ওপর আর ডিক যাবে লোকজনদের নিয়ে জমিদার ডানিয়েলের কাছে কেট্‌লেতে। বেনেট দক্ষ যোদ্ধা, ডিক তার শিষ্য। বেনেট তাকে অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়েছে। ডিক বয়সে তরুণ হলেও তার সাহস দুর্বার—অস্ত্র চালাতে, ঘোড়ায় চড়তে আর লক্ষ্যভেদে ওস্তাদ সে। তাছাড়া, প্রকৃত যোদ্ধার মনোবৃত্তিগুলোও তার মধ্যে প্রশংসনীয়ভাবে বিদ্যমান; অন্যদিকে বেনেটের সে গুণগুলোর একান্ত অভাব। তাই বেনেটের শক্তির ওপর ডিকের শ্রদ্ধা থাকলেও তার নীচ প্রবৃত্তিগুলোকে সে ঘৃণা করে।

বেনেট বললো, 'ডিক, তোমাকে ঘুরে যেতে হবে। তোমার কাছ থেকে কিছু দূরে সর্বদা একটা লোককে রেখ। সে যেন অস্ত্র নিয়ে সব সময় তৈরি থাকে। বনটা পার না হওয়া পর্যন্ত চুপি-চুপি যেও। যদি শয়তানগুলো তোমার ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া ছুটিও, দাঁড়িও না। প্রাণ বাঁচাতে চাও তো ফির না। মনে রেখ, টানস্টালে সাহায্য পাবার আশা নেই। আর...আর জমিদার ডানিয়েলের ওপরেও দৃষ্টি রেখ। লোকটার মনের অবস্থা ঠিক নেই। আর ওই পাদরীটাকে বিশ্বাস করো না। ওর মতলব খারাপ নয়, কিন্তু ও অন্যের কথায় চলে। ও হচ্ছে জমিদারের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবহ। সাবধানে থেকো। একটা কথা মনে রেখো, আমার চেয়েও শয়তান লোক আছে। আর ছড়ার এ লেখক যদি আমাকে সত্যিই তীর দিয়ে মারে, তাহলে আমার জন্যে ঈশ্বরের কাছে একটু প্রার্থনা করো।'

'তুমি এসব কথা বলছো কেন ? আবার আমাদের নিশ্চয়ই দেখা হবে। ঈশ্বরের কাছে তোমার জন্য প্রার্থনা করবার দরকার হবে না।'

'যেন তাই-ই হয়। ওই যে পাদরী সাহেব ফিরে আসছেন। হাতে চিঠি।'

পাদরী অলিভার এসে ডিকের হাতে একটা শীলমোহর করা চিঠি দিয়ে বললেন, 'এটা তুমি সেখানে পৌঁছেই জমিদার সাহেবের হাতে দেবে।'

চিঠিটার ওপরে ঠিকানা লেখা—

'আমার প্রভু জমিদার স্যার ডানিয়েল ব্রাক্‌লে।'

ডিক চিঠিটা তাঁর হাত থেকে নিয়ে বুক পকেটে পুরে গ্রামের ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলল।

দুই

যেহেতু ঘটনাটা ইংল্যান্ডের মধ্যযুগের; তাই সভ্যতার আলো তখনও সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েনি। তখনকার অস্ত্রশস্ত্র বলতে ছিল শুধু তীর, ধুনক আর তলোয়ার। কামান বন্দুকের কথা তখন কেউ কল্পনাও করতে পারতো না। দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে কেবলই লেগে থাকতো যুদ্ধবিগ্রহ। তাই বীরের সম্মান ছিল দেশ জুড়ে।

দেশের রাজা ছিলেন ষষ্ঠ হেনরী। এই নম্র প্রকৃতির শান্ত রাজাকে কেউ মেনে চলত না; কারণ জমিদারেরা ছিলেন দেশের সর্বেসর্বা। তাঁদের দাবিয়ে রেখে শান্তি রক্ষা করবার যোগ্যতা রাজার নেই। এ অবস্থায় রাণী মার্গারেট তাঁর সাহস ও বুদ্ধির জোরে রাজ্য শাসন করতে লাগলেন।

কিন্তু রাণীও একটা মস্ত বড় ভুল করে বসলেন। দেশের উন্নতির দিকে নজর না দিয়ে তিনি আত্মীয়-স্বজনের স্বার্থসিদ্ধির দিকেই লক্ষ্য দিলেন। রাণী ও তাঁর লোকজনের ওপর তাই দেশের লোকের কোনও বিশ্বাস রইল না।

এমনি সময়ে রাজত্ব নিয়ে যুদ্ধ বেধে গেল দুই দলে—রাজপরিবারের দু'টি শাখা, ল্যাঙ্কেষ্টার আর ইয়ার্ক বংশে। দুই দলই চাইল জমিদারদের দলে টানতে। জমিদারদের তখন খুব প্রতিপত্তি। নিজের তালুকের মধ্যে জমিদাররাই রাজা। এই দলাদলির মাঝে জমিদারের ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল। সুযোগমত তারা এক একজন এক এক পক্ষে যোগ দিতে লাগলেন। প্রত্যেকেই শুধু দেখেন নিজের স্বার্থ।

ইয়ার্ক দলের সর্বেসর্বা লর্ড ডিউক এক অদ্ভুত মানুষ! তিনি চান, লোকে তাঁকে খুব বিশ্রী, কুৎসিত ও ভীষণ প্রকৃতির বলে জানুক। এর জন্যে তিনি মুখটা সব সময়েই বিকৃত করে কথা বলতেন। তাঁর অঙ্গভঙ্গিও ছিল কুৎসিত। তার ওপর কুঁজো হয়ে চলতেন ইচ্ছে করেই। ফলে 'কুঁজো রিচার্ড' বলে তাঁর নাম রটে যায়। কিন্তু মনের সাহস, দেহের শক্তি আর সহজাত বুদ্ধিকৌশলে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়।

অন্যদিকে ল্যাঙ্কেষ্টার দলের লর্ড রাইজিংহ্যাম লোকটি যেমন সুপুরুষ তেমনি ভদ্র ও অমায়িক। তাই অনেক ভেবে চিন্তে মোট-হাউস ও কেট্‌লে জমিদার ডানিয়েল লর্ড রাইজিংহ্যামের ল্যাঙ্কেষ্টার দলে যোগ দিলেন। স্যার ডানিয়েলের বিরোধী পক্ষ জমিদার লর্ড ফক্সহাম কিন্তু কুঁজো রিচার্ডের পক্ষ সমর্থন করলেন।

দুই পক্ষে যখন রেষারেষি, লোক ভাঙাভাঙি ও যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজন চলছে, সেই সময় কিভাবে জন এলিস্ ডাকওয়ার্থ চালিত প্রতিশোধ পিয়াসি 'ব্ল্যাক অ্যারো' বা কালো তীর চিহ্নিত এক নতুন দল অকস্মাৎ আত্মপ্রকাশ করে, সে কথা এর আগেই বলা হয়েছে। এই 'ব্ল্যাক অ্যারো' দল প্রথমেই ডানিয়েলের জমিদারির সেরা তীরন্দাজ অ্যাপল-ইয়ার্ডকে কালো তীর মেরে হত্যা করে তাঁর ও তাঁর সহকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

জমিদার ডানিয়েল সে রাতে তাঁর লোকজন নিয়ে কেট্‌লে ও তার চারদিকে ওৎ পেতে বসে আছেন।

যুদ্ধ আসন্ন। তাতে তাঁর মৃত্যু বা সর্বনাশও হতে পারে। তবুও তাঁর স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটেনি। তিনি লোকের কাছ থেকে জুলুম করে টাকা আদায় করেছেন। তিনি একেবারে অর্থপিশাচ! যেখানে টাকার গন্ধ, সেখানেই তিনি। কোন সম্পত্তি নিয়ে গোলমাল হলেই তিনি একপক্ষে যোগ দিয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে বিবাদ করবেন এবং ছলে, বলে, কৌশলে, এক কথায়—যেমন করেই হোক, সম্পত্তিটা গ্রাস করবেন। তাঁর কবল থেকে সেটা উদ্ধারের সাধ্য কারো নেই। আর এসব কাজে পাদরী অলিভারের বুদ্ধি হল তাঁর একমাত্র সহায়।

এই কেট্‌লেটা হলো ওই ধরনের একটা সম্পত্তি। সম্প্রতি তাঁর কবলে এসেছে। প্রজারা এখনও তাঁকে স্বেচ্ছায় খাজনা দেয় না। সেজন্যে তাদের শায়েস্তা করবার উদ্দেশ্যেই তিনি লোক-লস্কর নিয়ে এখানে এসেছেন।

রাত তখন দু'টো। সরাইখানার একটা ঘরে আগুনের কাছে বসে আছেন জমিদার ডানিয়েল। কেট্‌লের জলার মধ্যে তখন খুব ঠাণ্ডা। তাঁর পাশে রয়েছে মদ। ঘরটার শেষদিকে দরজার কাছে পাহারা দিচ্ছে জনা বারো সশস্ত্র প্রহরী। তাদের মধ্যে কেউ-কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ-কেউ বা বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। তাঁর পাশে একটা কম্বলের ওপর শুয়ে আছে একটি কিশোর।

এই গভীর রাতে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় সরাইয়ের এই কক্ষেই চলেছে তাঁর প্রজাশাসন। তিনি সরাইওয়ালাকে ধমক দিচ্ছিলেন; কারণ সে খাজনা দিয়েছিল তাঁর প্রতিপক্ষকে। তারপর ধরে নিয়ে আসা হলো একটি বুড়োকে। জমিদার ডানিয়েল তাকে দিয়ে দুশো টাকার একটা দলিল লিখিয়ে নিতে চান। বুড়োও দেবে না, তিনিও ছাড়বেন না।

সে বলে 'হুজুর, আমি বুড়ো মানুষ; আমি এসবের কিছুই জানি না।'

'তুই সব জানিস্। তুই বদমায়েস। অনেক লোককে ক্ষেপিয়েছিস। কয়েকজনকে খুন করেছিস। আমাকে টাকা দিতেই হবে। না দিস তো তোর ঘাড় ভাঙব। সোজাভাবে না দিলে পরে দিতে হবে দ্বিগুণ। এই এটাকে নিয়ে গিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে ওপর থেকে ঝুলিয়ে দে।'

বৃদ্ধ বলে, 'হুজুর, আমার নাম কনডাল। আপনি যার কথা শুনেছেন, তার নাম টিনডাল।'

হুজুরের সেই এক কথা; বললেন, 'টিনডালই হোক আর কন্‌ডালই হোক, তোকেই টাকা দিতে হবে। দিতেই হবে। লেখ—লিখে দে বলছি। নাহলে তোর আর নিস্তার নেই।'

বৃদ্ধ আর কি করে; প্রাণের ভয়ে সে দলিল লিখে দিল।

ইতিমধ্যে মেঝেয় কম্বলের ওপর যে-ছেলেটি শুয়েছিল, সে একটু নড়ে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি উঠে বসে চারদিকে বিস্ফারিত চোখে তাকাতে লাগল।

জমিদার ডানিয়েল তাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এখানে এসো।'

ছেলেটি তাঁর দিকে আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেলো।

স্যার ডানিয়েল পিছনে হেলান দিয়ে বসে হেসে বললেন, 'খুব জোয়ান হয়েছে ছোকরা।'

ছেলেটির মুখটা রাগে লাল হয়ে উঠল। ঘৃণাভরে সে তাঁর দিকে একবার তাকালো। দাঁড়িয়েছিল বলে ছেলেটির বয়সটা যে কত, তা ঠিক করে বলা আরও কঠিন। তার মুখের ভাবটুকু একটু ভারিক্কী ধরনের হলেও শিশুর মতো কোমল। তার দেহটাও ক্ষীণ; চলাফেরা আর ভাবভঙ্গিও বেশ অদ্ভুত।

ছেলেটি বললো, 'আপনি আমাকে কাছে ডাকলেন, আমার দুর্দশাকে উপহাস করবার জন্যে না কি?'

সহাস্যে জমিদার ডানিয়েল বললেন, 'এখন আমাকে হাসতে দাও, বুঝলে বাপু, হাসতে দাও।'

ছেলেটি বলে উঠল, 'আচ্ছা হাসুন। কিন্তু এ হাসির জবাবদিহি পরে আপনাকে করতেই হবে।'

তাঁর গলার স্বর এবার কিছুটা নরম হয়ে এল; তিনি বললেন, 'দেখ, তুমি আমার কুটুম। আমি যদি ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি, তাহলে সেটা হাসির ছলে। তোমার বিয়ে দেব বলেই আমি তোমাকে জোর করে ধরে আনতে বাধ্য হয়েছি। মনে রেখ, এখন থেকে তোমার ভরণ পোষণের সব ভার নেব আমি। তোমার সঙ্গে ডিকের বিয়ে দেব, ও ছোকরাটাও ভাল। আমি ঠাট্টা করছি না। এখন কিছু খাও। ওহে, আমার কুটুমটিকে তোমরা কিছু খেতে দাও। বোস মাণিক, খাও।'

ছেলেটি বললো, 'আমি খাব না। আপনি আমাকে জোর করে এখানে এনেছেন, সেজন্যে এর প্রতিবাদে আমি উপোস করব। তাতে আমার আত্মার কল্যাণ হবে। আপনি আমাকে দয়া করে শুধু এক পেয়ালা পানি দিন। তাহলেই আমি বাধিত হব।'

ব্যাঙের সুরে জমিদার বললেন, 'আরে না; সে কি হয় ? পানি ওরা দিবে, সেই সঙ্গে কিছু খাবারও খাও।'

কিন্তু ছেলেটি তার জেদ ছাড়লো না; সে কেবল এক পেয়ালা পানিই পান করল। তারপর আবার কম্বল জড়িয়ে ঘরের এক কোণে গিয়ে বসে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

ঘণ্টা দুই পরে শোনা গেল গ্রামের পথে প্রহরীরা হাঁকছে, 'কে যায় ?'

রাতের স্তব্ধতার বুকে ঘোড়ার পায়ের শব্দ, অস্ত্রের আঘাতের শব্দ শোনা গেলো। তার একটু পরেই ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল কিশোর ডিক। তার শরীরের জায়গায়-জায়গায় কাদা।

ডিক বললো, 'ঈশ্বর আপনাকে রক্ষা করুন, জমিদার ডানিয়েল।'

'কি খবর ডিক ? তীরন্দাজ বেনেট কি করছে ?'

ডিকের নাম শুনে গায়ে কম্বল জড়ানো সেই ছেলেটি কৌতূহল ভরে তার দিকে চোখ তুলে তাকাল।

পাদরী অলিভারের চিঠিটা তাঁর হাতে দিতে-দিতে ডিক বললো, 'চিঠিটা অলিভারের। এতেই সব কথা লেখা আছে। আর আপনি এখনই লর্ড রাইজিংহ্যামের সন্ধানে রওনা হন। কেননা এখানে আসবার পথে একটা লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছিল। লর্ড রাইজিংহ্যামের আপনাকে খুব দরকার।'

ডানিয়েল বললেন, 'বোস বাপু, বোস। এত তাড়াতাড়ির দরকার নেই। বেশি ব্যস্ত হলে ভাল হয় না।'

তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গ্রামের মধ্যে গেলেন। তাঁর সঙ্গে চলল, মশাল হাতে জনা কয়েক প্রহরী। তিনি চললেন তাঁর সৈন্যবাহিনী পরিদর্শন করতে।

জমিদার ডানিয়েল লোকটিকে কেউ পছন্দ না করলেও, তিনি নিষ্ঠুর, নীচ মিথ্যাবাদী হলেও সেনাপতি হিসেবে তাঁর লোকেরা তাঁকে ভালবাসত। সেনারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে গর্ব অনুভব করত। তাঁর সাহস, কৌশল আর বুদ্ধি—সত্যিই ছিল অসাধারণ!

ডিক যে সৈন্যদল সঙ্গে এনেছিল, তাদের পরিদর্শন করে তিনি বেশ খুশি হলেন।

তারপর তিনি আবার সরাইয়ে ফিরে এলেন। ডিক সেই ঘরেই ছিল। জমিদার ডানিয়েল তাকে বললেন, 'ডিক, তুমি খাওয়া-দাওয়া কর। ওই যে মাংস-রুটি রয়েছে। আমি ততক্ষণ চিঠিটা পড়ি।'

চিঠিটা খুলে পড়তেই তাঁর মুখটা কালো হয়ে উঠল। তিনি চিঠিটা হাতে নিয়ে বসে কি যেন একটু ভাবলেন। তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি গির্জার গায়ে সেই কাগজের টুকরোটা দেখেছিলে ?'

'হ্যাঁ।'

'তাতে তোমার বাবার নাম আছে। কোনও শয়তান শয়তানী করে তোমার বাবাকে খুন করবার দোষটা চাপিয়েছে বেচারী পাদরীর ঘাড়ে।'

'হ্যাঁ, তিনিও খুব জোর দিয়েই কথাটা অস্বীকার করেছেন।'

জমিদার তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তাই নাকি? তার কথা শুনো না। লোকটা কথা বলে বেশি। আমি যদি কোনদিন সময় পাই তোমাকে ব্যাপারটা খুলে বলব। ডাকওয়ার্থ নামে একটা লোক ছিল। সকলে দোষ দেয় তাকে। কিন্তু যে-সময় খুনটা হয়, সে-সময়ে চারদিকে গোলমাল। খুনীকে ধরলেও তার বিচার হত না।'

'ঘটনাটা কি মোট হাউসে ঘটেছিল?'

'ঘটনাটা ঘটে মোট-হাউস আর হলিউডের মধ্যে।'

জমিদার সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে ডিকের মুখটা লক্ষ্য করলেন; তারপর বললেন, 'তুমি তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে তোমাকে এখনই যেতে হবে।'

ডিকের মুখটা ম্লান হয়ে এল।

সে বললো, 'দেখুন, ওখানে আর কাউকে পাঠান। আমাকে আপনি যুদ্ধে নিয়ে চলুন। আমি হাতিয়ার ধরতে জানি। চিঠি চালাচালির চেয়ে হাতিয়ার চালাতে আমার বেশি ভালো লাগে।'

জমিদার একটু গম্ভীরভাবে বললেন, 'তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এই যুদ্ধে কোন গৌরব লাভ হবে না। যুদ্ধের পাকা খবর না পাওয়া অবধি আমি এখানেই ওৎ পেতে থাকব। তুমি বরং পরে এসো। এখন চিঠিটা নিয়ে চটপট যাও।' বলে তিনি তার দিকে পিছন ফিরে টেবিলের একেবারে শেষের দিকে বসে একমনে একটা চিঠি লিখতে লাগলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, কালো তীরটা যেন তাঁর বুকে বিঁধে গেছে। এখন থেকেই তার জ্বালা শুরু হয়েছে।

ডিক পেটভরে খাচ্ছে, এমন সময়ে কে যেন তার হাতটা একটু ছুঁয়ে কানের কাছে চুপি চুপি বললো, 'চুপ! একটুও নোড়ো না, একটি কথাও বোলো না। দয়া করে কানে-কানে আমাকে হলিউডের সোজা পথটি যদি বলে দাও, ঈশ্বর তোমার ভাল করবেন। আমি ভারি বিপদে পড়েছি। আমার কথা রাখ খোকা, লক্ষীটি!'

ডিক ভাল করে তাকে না দেখে খেতে-খেতে তেমনিই চুপি চুপি উত্তর দিলো, হাওয়াই যাঁতাকলটার পাশের পথটা ধরে যাও; তাহলে খেয়াঘাটে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে আবার জিজ্ঞেস করো।'

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলেই ডিক ঘাড় না ফিরিয়ে আবার খেতে লাগল; কিন্তু আড়চোখে দেখলো সেই ছেলেটি...এই মাত্র যাকে পথের কথা বললো, সে চুপি-চুপি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

ডিক মনে-মনে বলে উঠল, 'আরে! ও-যে আমারই বয়সী। বরং আরো ছোটই হবে। আর ও কিনা আমাকে বললো—খোকা! দেখা যাক, ও যদি জলার পথ ধরে, তাহলে ওর নাগাল পাবই তখন ওর কান মলে দিয়ে তবে ছাড়ব।' এর আধঘণ্টা পরেই ডিক জমিদারের চিঠি নিয়ে মোট-হাউসের দিকে ছুটল।

তারও আধঘণ্টা পরে লর্ড রাইজিংহ্যামের কাছ থেকে চিঠি নিয়ে এলো একটি লোক। তার সঙ্গে কথা বলতে জমিদার ডানিয়েল বাইরে বেরিয়ে গেলেন এবং

ঘোড়ায় উঠতে-উঠতে বললেন, 'এ কি! জোয়ানা কোথায় গেলো? সরাইওয়ালা, সেই মেয়েটা কোথায় গেল?'

সরাইওয়ালা সবিস্ময়ে বলে উঠল, 'মেয়ে আবার কোথায় কর্তা? আমি তো এখানে কোন মেয়ে দেখিনি!'

ধমক দিয়ে বললেন জমিদার ডানিয়েল, 'দেখনি! সেই যে গায়ে কম্বল জড়িয়ে বসে ছিল, পানি ছাড়া আর কিছু খেলো না—কোথায় গেল সে?'

'কিন্তু আপনি তো তাকে বলছিলেন 'জন'। আমি তো তাকে ছেলে বলেই জানি। ঘণ্টাখানেক আগে সে তো আস্তাবলে গিয়ে একটা কালো রঙের ঘোড়ায় উঠে চলে গেছে।'

চমকে উঠে তিনি বললেন, 'বলছ কি! তার দাম যে আমার কাছে পাঁচশ' পাউণ্ডেরও বেশি।'

লর্ড রাইজিংহ্যামের পত্রবাহক বললো, 'আপনি এখানে পাঁচশ' পাউণ্ডের জন্য চিৎকার করছেন স্যার; আর এদিকে সারা ইংল্যান্ড কারো হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে, আর কেউ বা হচ্ছে তার রাজা।'

'চমৎকার বলেছ! তোমার ছ'জন তীরন্দাজ দিয়ে তাকে খুঁজে বার কর। তাতে যা খরচ হয় হোক, যে মরে মরুক। আমার কিছুই যায় আসে না। আমি ফিরে এসে যেন তাকে মোট-হাউসে দেখতে পাই। চল দূত।'

জমিদার তাঁর ঘোড়ায় চেপে প্রস্থান করলেন। আর এদিকে ছ'জন তীরন্দাজ চলল সেই রহস্যময় কিশোরটির সন্ধানে।

তিন

জলার ভেতর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে তার নিজের বাড়ির দিকে চলেছে ডিক। কাল প্রায় সারা রাত সে ঘোড়ার পিঠে; তবুও সে শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়নি। এখন ভোরের সূর্য উঠেছে, ভোর ছটার মতো হবে।

দূরে দেখা যাচ্ছে নিবিড় শ্যামল বন। তার দু'পাশে শুরু হয়েছে শর বন। ছোট ছোট গাছ আর জলাশয় বাতাসে দুলছে। ভোরের সোনালী রোদ ঝলমল করছে। এই পথটা খুবই পুরোনো। বহুকাল আগে সৈন্য-চলাচলের জন্যে তৈরি হয়েছিল। এখন জায়গায় জায়গায় ভেঙে, ধ্বসে বসে গেছে।

ডিক কেট্‌লে থেকে মাইলখানেক দূরে এমন একটা জায়গায় এসে পড়েছিল যেখানে ঘন গাছের এক একটা ঝোপ ছিল এক এক জায়গায় পৃথক পৃথকভাবে। ঝোপগুলো ছিল অনেকটা ছাড়া-ছাড়া। পথটার সঙ্গে যে পরিচিত নয় তার পক্ষে এখানে বিপদে পড়া খুবই স্বাভাবিক। পথটা কিন্তু তার খুব ভালভাবে চেনা।

তার ঘোড়াটা হাঁটু-সমান পানি ভেঙে এগিয়ে চলেছে। সে মনে-মনে ভাবছে, রাতের সেই অপরিচিত ছেলেটির কথা। তাকে সে পথটা ভাল করে বলে দেয়নি। সেজন্য তার মনে একটু কষ্ট হচ্ছে।

পথটা জলা থেকে ওপরে দিকে উঠে গেছে। আর একটু গেলেই ডিক উঁচু জায়গাটায় গিয়ে পৌঁছবে। এমন সময়ে হঠাৎ সে পানি ভেঙে এগিয়ে চলার শব্দ শুনতে পেল। তারপর দেখলো একটা কালো রঙের ঘোড়া পেট-সমান কাদার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ঘোড়াটা যেন বুঝতে পেরেছে কাছেই সাহায্য পাওয়া যাবে। সে ক্লেষাধ্বনি করে উঠল। ডিক দেখলো বেচারা কাদার মধ্যে ছটফট করছে। তার তিনধারে উড়ছে কালো ধোঁয়ার মতো মশার ঝাঁক।

ডিক বলে উঠল, 'আহা! বোধ হয় সেই ছেলেটা মারা গেছে। ওই তো তার ঘোড়াটা। আচ্ছা বন্ধু, তোমার যন্ত্রণার শেষ করে দিচ্ছি। ওখানে তিল-তিল করে আর ডুবে মরতে হবে না।

সে ক্রশ-ধনুকে তীর পরিয়ে ঘোড়াটার মাথায় মারলো। ঘোড়াটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্থির হয়ে গেল।

ডিক চারদিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে আবার এগিয়ে চলল। যদি ছেলেটির কোন চিহ্ন তার চোখে পড়ে।

কিছুদূর যেতেই সে শুনতে পেল, কে যেন তার নাম ধরে ডাকছে; ফিরে দেখে, সেই ছেলেটি শর বনের মাঝ থেকে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

ডিক ঘোড়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আরে তুমি! আমার এত কাছে ছিলে? তোমার ঘোড়াটা কাদায় ডুবে মরছিল, আমি তার কষ্টের আসান করে দিয়েছি। ওখান থেকে বেরিয়ে এস। এখানে বিপদের কোন ভয় নেই।'

ছেলেটি শরবন থেকে বেরিয়ে আসতে-আসতে বললো, 'দেখ খোকা, আমার কাছে অস্ত্র-শস্ত্র নেই, আর থাকলেও আমি তা ব্যবহার করতেও পারতাম না।'

সকৌতুকে ছেলেটির দিকে চেয়ে ডিক জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমাকে 'খোকা' বলছ কেন? তুমি কি আমার চেয়ে বয়সে বড়?'

ছেলেটির চোখ-মুখ ছল ছল করে উঠল। গাঢ়স্বরে সে বললো, 'আমাকে ক্ষমা কর। তোমার মনে আঘাত দেবার উদ্দেশ্য আমার নেই। আমি এখন সহায় সম্বলহীন। দেখছো তো, আমার পোশাক ঘোড়সওয়ারের মতো কিন্তু আমার ঘোড়া নেই। তা ছাড়া আমার সারা পোশাকে কাদা। এখন দয়া করে আমাকে বলে দাও কোন পথে গেলে আমি হলিউডে পৌঁছব। সেখানে না পৌঁছতে পারলে কিছুতেই আমি নিরাপদ হব না।'

ডিক ঘোড়া থেকে নেমে বললো, 'পথ বলে দেবার চেয়েও তোমাকে বেশি কিছু দেব। তুমি আমার ঘোড়ায় ওঠ; আমি তোমার পিছনে পিছনে ছুটে যাব। আমি যখন ক্লান্ত হব, তখন তুমি নেমে আমার সঙ্গে ছুটবে, আমি উঠব ঘোড়ায়।'

ছেলেটি তাতেই রাজি হয়ে ঘোড়ায় উঠল এবং দু'জনে চলতে লাগল। ডিক ছুটতে-ছুটতে এক হাতে তার হাঁটু ধরে রইল। যেতে-যেতেই সে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার নাম কি?'

ছেলেটি বললো, 'জন ম্যাচাম।'

ডিক জিজ্ঞেস করলো, 'হলিউডে যাচ্ছ কেন ?'

ছেলেটি বললো, 'একটি লোকের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আমি সেখানকার গির্জায় গিয়ে আশ্রয় নেব। হলিউডের পাদরী দুর্বলের পরম সহায়।'

মনে মনে কি ভেবে ডিক জিজ্ঞেস করলো, 'আচ্ছা, তুমি জমিদার ডানিয়েলের কাছে কি করে এসেছিলে ?'

ছেলেটি বলতে লাগল, 'তিনি জোর করে আমার বাড়ি থেকে আমাকে ধরে এনে এই সব পরিয়েছেন। তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে-আসতে আমার অর্ধেক প্রাণ বার করে দিয়েছেন। আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে উদ্ধার করতে আমাদের পেছনে পেছনে এসেছিল। জমিদার তাদের তীর থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে তাঁর ঘোড়ার পিছনে বসিয়ে দেন। তাদেরই একটা তীরে আমার ডান পা'টা কেটে যায়। সেই থেকে আমি খুঁড়িয়ে চলেছি কিন্তু একদিন তাঁকে এর ফল ভোগ করতেই হবে।'

ডিক বললো, 'তুমি দেখছি ঢিল দিয়ে আকাশের চাঁদ পাড়তে চাও। তাঁর শক্তি কত জান ? যদি তিনি জানতে পারেন, আমি তোমাকে পালাতে সাহায্য করেছি, তাহলে আমারও দফা রফা হয়ে যাবে।'

ছেলেটি মুচকি হেসে বললো, 'জানি তিনি তোমার অভিভাবক। আর আমি তাঁর অধীন বলে তিনি এখন আমারও অভিভাবক হয়েছেন। জান, তিনি আমার বিয়ে ঠিক করেছেন—তাতে অনেক টাকা পাবেন। তুমি ছেলেমানুষ, এ সবের কি বুঝবে বলো ?'

'আবার বলছো আমাকে ছেলেমানুষ ?'

'তবে কি আমি তোমাকে বলব, মেয়েমানুষ ?'

'তা কেন বলবে ? জান, মেয়েদের আমি পছন্দই করি না।'

'তার মানে, মেয়েদের কথাই তুমি বেশি করে ভাব।'

'মোটেই না। আমি চাই শিকার করতে, লড়াই করতে।'

'কথাটা আমি কোন মন্দ ভেবে বলিনি। মেয়েদের কথা আমি এজন্যেই বলছি যে, শুনেছি তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছ। জোয়ানা নামে একটি মেয়েকে। অবশ্য এটা জমিদার ডানিয়েলের কাণ্ড। তাতে দু'দিক্ থেকেই তাঁর টাকা লাভ হবে। একথাও শুনেছি, তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে বলে সেই মেয়েটা নাকি কান্নাকাটি করছে।'

'বিয়ের আগেই ? আমাকে না দেখেই ? তুমি সেই মেয়েটাকে দেখেছো ? সে কেমন দেখতে—ভাল না খারাপ ?'

'কি দরকার শুনে ? তোমার যখন মেয়েদের কথা শুনতেই ভাল লাগে না।'

হঠাৎ পিছন দিক থেকে তাদের দিকে বাতাস বয়ে আসতেই ভেসে এলো জমিদার ডানিয়েলের শিঙার শব্দ।

ডিক বললো, 'ঐ শোন শিঙা বাজছে। ও শব্দ চেন—ওটা জমিদারের শিঙা।'

ছেলেটির মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেলো; সে বললো, 'আমি পালিয়েছি ওরা তাহলে টের পেয়েছে। আমার ঘোড়াটাও নেই।'

'ভয় কি ? তুমি তো পালিয়েছো অনেক আগে। আর খেয়াঘাটের কাছেও এসে পড়েছো। আমিই বরং হেঁটে চলেছি।'

ছেলেটি এই সময় হঠাৎ অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলে উঠল, 'ডিক, আমাকে একটু সাহায্য কর। আমাকে ওরা ধরে নিয়ে যাবে।'

সহানুভূতির স্বরে ডিক বললো, 'তোমার জন্যে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তোমার নাম কি বললে, জন ম্যাচাম ? দেখ, আমি রিচার্ড ডিক শেলটন, আমার ভাগ্যে যা ঘটুক, তোমাকে নিরাপদে আমি হলিউডে পৌঁছে দেবই। জীবনে আমার কথার খেলাপ খুব বেশি হয়নি। কাজেই আমার কথায় বিশ্বাস করতে পার তুমি। এখানে রাস্তাটা ভাল হয়ে এসেছে। ঘোড়াটাকে জোরে চালাও। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি হরিণের হতো ছুটতে পারি।'

ঘোড়া ছুটে চলল। ডিকও চলল তার পাশে-পাশে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'জনে জলাটার বাকি অংশ পার হয়ে এসে পড়ল নদীর কাছে খেয়ামাঝির কুঁড়ে ঘরটার পাশে।

চার

নদীর ঘোলা পানি অলস গতিতে বয়ে চলেছে। পানির মাঝে মাঝে জংলা গাছে ভরা ছোট ছোট দ্বীপ।

খেয়ামাঝির ঘর থেকে একটা সরু পথ নেমে গেছে ঘাট অবধি। ডিক মাঝির ঘরের দরজা খুলে ফেলল। মাঝি তখন ঘরের ভেতর একটা মোটা জামা বিছিয়ে তার ওপর শুয়ে জ্বরে কাঁপছে।

মাঝি বললো, 'সাহেবরা বুঝি খেয়া পার হবার জন্যে এসেছো ? হায় কপাল। যে দিনকাল পড়েছে। এদিকে আবার একটা সাংঘাতিক দল আছে। তুমি বরং ঘুরে সাঁকোটার ওপর দিয়ে যাও।'

ডিক বললো, 'আমার বড় তাড়া। ঘুরে যাবার সময় নেই।'

মাঝি মুখটা বেঁকিয়ে বলে উঠল, 'ওসব খেয়াল এখন ছাড়। জানো, নিরাপদে মোট-হাউসে পৌঁছতে পারা খুবই ভাগ্যের কথা। এর বেশি আমি আর কিছু বলব না।' বলতে বলতে সে উঠল। তারপর ডিকের সঙ্গী ছেলেটিকে দেখতে পেয়েই সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল, 'ও কে ?'

ডিক বললো, 'আমার আত্মীয়, মাস্টার ম্যাচাম।'

ছেলেটি ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটাকে মাঝির ঘরের দরজায় বাধতে-বাধতে বললো, 'তোমার মঙ্গল হোক মাঝি। আমাদের পার করে দাও—বড় তাড়া।'

মাঝি তার দিকে কিছুক্ষণ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে তারপর হো-হো করে হেসে উঠল।

সেই হাসিতে ছেলেটির ঘাড় অবধি রাঙা হয়ে গেলো; মুখের ভঙ্গিও বিপন্নের মত হয়ে উঠল।

ডিক রেগে লোকটার গলায় হাত দিয়ে বললো, 'এ হাসির মানে ? ভারি সাহস হয়েছে যে দেখছি। ঠাট্টার আর জায়গা পাওনা! নৌকা খোল শীগ্‌গির!'

মাঝি গজগজ করতে করতে ঘাটে নেমে নৌকাটা খুলে একটু বাঁ দিকে ঠেলে দিলে।

ডিক ঘোড়া নিয়েই নৌকোর ওপর উঠল; তার পিছন পিছন উঠল ছেলেটি।

মাঝি দাঁত বার করে বললো, 'মাস্টার ম্যাচাম, তোমার চেহারাটা কিন্তু ছেলের মত নয়।'

ডিক বললো, 'আবার! খবরদার! আর একটিও কথা নয়।'

নৌকা এবার পানিতে গিয়ে পড়ল। দু'পাশে দেখা যাচ্ছে নানা বুনো আগাছা আর শরগাছে ঢাকা ছোট-ছোট দ্বীপ। নদীর উভয় দিকে জংলা আর ঝোপ বাতাসে দুলছে। এগুলো ছাড়া কোথাও মানুষের চিহ্ন নেই।

মাঝি একটা দাঁড় তুলে বললো, 'মাস্টার, আমার মনে হয় কি জান, সেই বিপ্লবী 'জলমহালের জন' ওই দ্বীপে আছে। যারাই জমিদার ডানিয়েলের কাজ করে, ও তাদেরই শত্রু ঠাওরায়। এ অবস্থায় আমি যদি তোমাদের উজানে নিয়ে গিয়ে আঘাটায় নামিয়ে দিই, কেমন হয় ? কারণ 'জলার জনে'র সঙ্গে তোমাদের দেখা না হওয়াই ভাল।'

ডিক বললো, 'কি ভেবে এ কথা বললে সাহেব ? তুমি কি বলতে চাও এই ছেলেটিও ওই দলের ?'

মাঝি সভয়ে বললো, 'না সাহেব, আমি তা বলিনি। বেশ, আমি ঠিকই নিয়ে যাব।' তারপর সে ছেলেটিকে বললো, 'তুমি বরং আমার দিকে তীরধনুক বাগিয়ে বস।'

ডিক বললো, 'সেই ভালো।'

মাঝি বললো, 'তাহলে ধনুকে তীর পরিয়ে ঐখানে বসে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থাকো।'

ডিক জিজ্ঞেস করলো, 'এ কথা বলবার মানে ?'

মাঝি উত্তর দিলো, 'তাহলে ওরা বুঝবে, আমি প্রাণের ভয়ে তোমাদের ওপারে নিয়ে যাচ্ছি। নাহলে, 'জলার জন' যদি টের পায়, আমি ইচ্ছা করে তোমাদের পারে নিয়ে গেছি, তাহলে সে আমার নিস্তার রাখবে না।'

ডিক বললো, 'বল কি। এত সাহস এদের—জমিদারের নিজের খেয়ার ওপর মোড়লী করে ?'

মাঝি চাপা গলায় বললো, 'তাহলে বলি শোন, জমিদারের দিন শেষ হয়ে এসেছে। ওঁর পতন হবেই।' বলে সে দাঁড় টানতে লাগল।

নৌকা উজানে অনেকটা গিয়ে একটা দ্বীপ ঘুরে সামনের খাড়ির মধ্যে ঢুকে গেলো। মাঝ খাড়িতে নৌকা বেঁধে মাঝি বললো, 'আমি তোমাদের ওই জংলা গাছগুলোর মধ্যে নামিয়ে দেব।'

ডিক বললো, 'ওখানে কোন পথ নেই, কেবল জংলা গাছ আর কাদা।'

মাঝি গলার স্বরে জোর দিয়ে বললো, 'আমি তোমাদের ভালোর জন্যে ওদিকে নিয়ে যেতে চাইছি। জন আমাদের লক্ষ্য করছে। যাদেরই সঙ্গে জমিদারের বন্ধুত্ব, যারাই তাঁর কাজ করে ও তাদের খরগোশের মতো মেরে ফেলে। আমি বাবা আর যাব না।'

তার কথা শেষ হতে না হতে দ্বীপের জংলা গাছগুলোর মাঝ থেকে কে যেন হাঁক দিয়ে উঠল। তারপরই মনে হল, একজন খুব বলিষ্ঠ লোক যেন জঙ্গল ভেঙ্গে তাদের দিকে আসছে।

মাঝি বলে উঠল, 'ও এতক্ষণ এদিকে ছিল।' বলেই সোজা কূলের দিকে নৌকা চালিয়ে দিতে দিতে আবার বললো, 'শীগ্‌গির আমাকে তীর-ধনুক উঁচিয়ে ভয় দেখাও। আমি তোমাদের বাঁচাবার চেষ্টা করেছি, তোমরা এবার আমাকে বাঁচাও।'

নৌকাটা হুড়মুড় করে গিয়ে উইলো-ঝোপে-ঢাকা তীরে লাগল।

ছেলেটির মুখটা ভয়ে শুকিয়ে গেলেও সে বেশ সতর্ক হয়েই ছিল। ডিক তাকে ইশারা করতেই সে এক লাফে ডাঙায় নেমে ঝোপের ভিতর দিয়ে ছুটল।

ডিকও ঘোড়াটা নিয়ে তার পেছনে যাবার চেষ্টা করলো; কিন্তু সেখানে ছিল নরম কাদা। সে এগোতে পারলো না। ঘোড়টার সামনের পা দু'টো কাদায় বসে গেল। ঘোড়াটা পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে চিৎকার করে উঠল।

নৌকাটা একটা ঘূর্ণিতে পড়ে তখনও ঘুরছিল।

ডিক ঘোড়াটাকে নিয়ে সেই কাদা থেকে বার হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে মাঝিকে বলে উঠল, 'এ কোথায় নামালে মাঝি, এখানে কোন মাঠ নেই।'

তখনি তীর হাতে এক লম্বা ধনুক নিয়ে একজন দীর্ঘাকার পুরুষ বেরিয়ে এল। ডিক আড়চোখে দেখল, লোকটা ধনুকে তীর পরিয়ে টানছে।

সেই লোকটা হেঁকে মাঝিকে জিজ্ঞেস করলো, 'কে যায়? এখান দিয়ে যায় কে?'

মাঝি উত্তর দিল, 'মাস্টার ডিক শেলটন, জন!'

লোকটা বলে উঠল, 'ডিক শেলটন। দাঁড়াও, তোমার কোন ভয় নেই। তুমি চলে যাও মাঝি।'

ডিক পরিহাস করে উঠল।

লোকটা বললো, 'বটে। আমার কথা বিশ্বাস হলো না! তাহলে তোমাকে হেঁটে যেতে হবে।' বলতে না বলতে একটা তীর এসে লাগল ডিকের ঘোড়টার গায়ে।

ঘোড়াটার সামনের দু'পা ছিল ডাঙায় কাদার মধ্যে আর পিছনের দু'পা ছিল নৌকায়। তীর লাগতেই ভয়ে ও যন্ত্রণায় সে লাফ দিয়ে উঠতেই নৌকাটা গেলো উল্টে। পর-মুহূর্তেই নৌকার তিনটি প্রাণীই পানিতে পড়ল।

তারপর ডিক যখন ভেসে উঠল, তখন সে ডাঙা থেকে হাত দুই দূরে। তার হাতে শক্ত কি যেন ঠেকল। ডিক সেটা চেপে ধরতেই জিনিসটা তাকে টানতে

লাগল। একটু পরেই দেখল, সে ঘোড়ায় চড়বার ছোট লাঠিখানা ধরে আছে, ম্যাচাম জংলা গাছের ঝোপের ভিতরে বসে তাকে ডাঙার দিকে টানছে।

ডিককে যখন ম্যাচাম ডাঙায় টেনে তুলতে লাগল, তখন সে বললো, 'আমি তোমার কাছে জীবনের জন্য ঋণী ম্যাচাম। আমি সাঁতার জানি না মোটেই।'

ওদিকে মাঝি মাঝ-নদীতে ওল্টানো নৌকা নিয়ে সাঁতরে চলেছে; আর সেই ধনুর্ধারী 'জলার জন' নৌকাটা তার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক দিচ্ছে।

ডিক বললো, 'চল, আমরা ওই লোকটার নজর এড়িয়ে এই বেলা সরে পড়ি। বলেই ঝোপ-জঙ্গলের মাঝ দিয়ে সে ছুট দিলো। তার পিছনে পিছনে ছুটলো ম্যাচাম। কিন্তু কোন্ দিকে যে যাচ্ছে তা তারা কিছুই বুঝতে পারলো না।

ম্যাচাম ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে লাগল। পরে একটা খাড়া জায়গায় এসে সেখানে শুয়ে পড়ে সে বলে উঠল, 'আমি আর ছুটতে পারছি না।'

ডিক তার কথা শুনে ফিরে দাঁড়াল। তারপর কাছে গিয়ে বললো, 'আমিও তো তোমাকে ছেড়ে যেতে পারি না। তোমার সঙ্গেই আমাকে থাকতে হবে। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, একথা তো আমি ভুলতে পারি না।'

ম্যাচাম বললো, 'তাহলে আমরা দু'জনে বন্ধু হলাম—কি বল?'

'আমরা কোনদিনই তো শত্রু ছিলাম না। তুমি সাহসী, এরকম করো না। মনে সাহস আন, ওঠ।'

'আমার পা দু'টো যে আগেই কেটে গেছে।'

'ওহো! ও-কথা আমার মনেই ছিল না; তবে আস্তেই চল। তোমার বয়স কত? বারো বছর?'

'না—ষোলো।'

'কিন্তু বয়সের অনুপাতে তোমাকে ছোট দেখায়। আমার হাত ধর।'

এরপর দু'জনে হাত ধরাধরি করে উঁচু জায়গাটার উপর উঠতে লাগল।

ডিক বললো, 'মাঝি তোমাকে মেয়ে মনে করেছিল।'

ছেলেটির মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে বললো, 'না, কখনই না।'

'তাতে ওর কিন্তু দোষ নেই। কারণ তোমাকে মেয়ের মতোই দেখায়।'

সামনেই এক জায়গায় একটি খুব সরু ঝরণা বয়ে চলেছে। তার পানি কাঁচের মতো স্বচ্ছ পরিষ্কার। দু'জনে সেখানে এলে ছেলেটি বললো, 'পিপাসায় আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। তুমি একটু দাঁড়াও ডিক, আমি পানি খাব। এ সময় যদি কিছু খেতে পেতাম!'

'তুমি কেট্‌লেতে কিছু খেলে না কেন?'

'সেখানে যে আমি কিছু খাব না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম; কিন্তু এখানে এখন যদি কিছু খেতে পাই!'

'তবে বোসে যাও।' বলেই ডিক তার কোমর থেকে থলিটি নিয়ে তার ভেতর থেকে খানিকটা রুটি আর এক টুকরো মাখন বার করে তার হাতে দিয়ে বললো, 'তুমি খাও; আমি ততক্ষণ এগিয়ে দেখি।'

ছেলেটি ঝরণার ধারে বসে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেতে লাগল।

ডিক চলেছে। তার চারদিকে বড়-বড় গাছ। খুব সাবধানে সে এগোতে লাগল। হঠাৎ তার সামনে দিয়ে ছুটে গেলো একটা হরিণ। সে তাতে বিরক্ত হল এই ভেবে যে, বনের এই অংশটি জনহীন বটে কিন্তু এই হরিণটিই এখানকার অধিবাসীদের তার আসার কথা এখনি জানিয়ে দেবে। সে আর এগোল না।

এই সময় কাছেই একটা খুব উঁচু ওক গাছ দেখতে পেল ডিক। গাছটি আর সবগুলোর চেয়ে বড়। সে তাতে চড়ে একেবারে উঁচু ডালে উঠে গেল।

সেখান থেকে বহুদূর পর্যন্ত তার চোখে পড়তে লাগল—দেখল দূরে কেট্‌লে গ্রাম। তারপর জলা; তারপর এঁকে-বেঁকে বয়ে চলেছে দ্বীপেভরা নদী। মাঝি নৌকাটাকে সোজা করে ওপারের দিকে নিয়ে চলেছে। সে ছাড়া এই বিশাল পরিবেশের মাঝে, এই সবুজ বনভূমি ও জলধারাটির মধ্যে আর একটি মানুষেরও চিহ্ন নেই।

সে নামতে যাবে এমন সময় তার চোখে পড়ল জলার মাঝ দিয়ে যেন তাড়াতাড়ি কয়েকটি বিন্দু নদীর দিকে এগিয়ে আসছে। সে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং খুব তাড়াতাড়ি গাছ থেকে নেমে বনের ভেতর দিয়ে তার সঙ্গীর কাছে ফিরে চলল।

পাঁচ

খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করার পর ছেলেটি বেশ সুস্থ হয়ে উঠল। ডিক বললো, 'আর দেরী নয়, চল, এক্ষুণি আমাদের রওনা হতে হবে।'

'বেশ, চল।' ছেলেটি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

আবার শুরু হল সেই একঘেয়ে পথ চলা। যেন এ চলার আর কোনও বিরাম নেই। অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা পথ পার হয়ে এসে পড়ল বনের উঁচুভূমিতে। ছাড়া ছাড়া গাছপালা, মাঝে মাঝে সেগুলো জমাট বেঁধে পথকে বেশ দুর্গম করে তুলেছে। মাঝে মাঝে ঘাসে ঢাকা মাঠ, বালি আর কাঁকর বিছানো জমি। এখানে সেখানে ছোট বড় গর্ত, দু একটা টিলা।

হিস্ হিস্ শব্দে বয়ে চলেছে কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস। তবু তারা এমনভাবে এগিয়ে চলে যেন প্রকৃতিকে তারা এতটুকুও আমল দিতে রাজি নয়।

আঁকাবাঁকা পথের শেষে ডিক হঠাৎ করে বসে পড়ল। ইশারায় সে সঙ্গী ছেলেটিকেও বসতে বলল। তারপর ঝোপের ভেতর বসে একদিকে আঙ্গুল দিয়ে কি যেন দেখিয়ে দিলো তার সঙ্গীকে।

তার হাতের ইশারায় ছেলেটি তাকিয়ে দেখে, ফাঁকা জায়গাটার একেবারে শেষদিকে একটা খুব বড় আর মোটা ঝাউগাছ। তার মাঝ বরাবর দুটো ডালের ফাঁকে দাঁড়িয়ে একটা লোক। লোকটার মতলব যে ভাল নয় তা তাকে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। গায়ে তার সবুজ পোশাক।

সে একবার এদিক, আর একবার ওদিকে তাকিয়ে দেখছে। তার চুলগুলো রোদে চিক চিক করছে। লোকটা চোখের ওপর হাত রেখে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখছে।

ওরা দু'জন নীরবে পরস্পরের দিকে তাকাল।

ডিক বললো, 'চল, বাঁ-দিকে যাবার চেষ্টা করি। এখনই ওর হাতে পড়েছিলাম আর কি!'

বনের মাঝ দিয়ে চলতে-চলতে মিনিট দশেক পরে তারা একটা পথে এসে পড়ল।

ডিক বললো, 'পথটা আমি চিনি না। এটা দিয়ে কোথায় যাওয়া যায় জানি না, তবুও চল।'

পথটা একটা উঁচু জায়গার দিকে চলে গেছে। তারা সেই পথ ধরে ওপরে উঠে গেলো। সেখান থেকে পথটা আবার নেমে গেছে নিচে গোল বাটির মতো একটা জায়গায়।

উঁচু জায়গাটা থেকে নিচের দিকে তাকালে দেখা যায় দু' তিনটে দেয়াল। সেগুলোর ওপর কোন ছাদ নেই। দেওয়ালগুলো যেন আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। আর তার পাশেই রয়েছে একটা উঁচু চিমনি। বোঝা গেলো যে জায়গাটা একটা বাড়ির ধ্বংসাবশেষ।

ছেলেটি জিজ্ঞেস করলো, 'ওটা কি?'

'জানি না। চল, সাবধানে এগোই।'

দু'জনে ভয়ে ভয়ে উঁচু জায়গাটা থেকে নিচে নেমে ফল-ফুলের গাছ ও আগাছার মাঝ দিয়ে বাড়িটার সামনে এসে পড়ল।

দেখে মনে হল, বাড়িটা এক সময়ে চমৎকার ছিল। এখন ভেঙ্গে চুরে আর কিছুই নেই। কোন কোন অংশ যেন জ্বলে ছাই হয়ে গেছে।

ডিক ছেলেটির কানে কানে বললো, 'আমার মনে হচ্ছে, এটাই সেই গ্রীমস্টোন। এর মালিক ছিল জমিদার ডানিয়েলের চক্ষুশূল। তাই পাঁচ বছর হল তীরন্দাজ বেনেট তাঁর হুকুমে বাড়িটা জ্বালিয়ে দিয়েছিল। বড়ই দুঃখের কথা, বাড়িটা সত্যই সুন্দর ছিল।'

বাতাস তখন শান্ত স্থির। জায়গাটাও বেশ গরম।

ছেলেটি হঠাৎ ডিকের একখানা হাত চেপে ধরে মুখে আঙুল দিয়ে ইশারা করলো, 'চুপ!'

দু'জনে শুনতে পেলো, কে যেন বার দুই গলা খাঁকারি দিচ্ছে। তারপরই ভাঙা হেঁড়ে গলায় গান ধরলো। লোকটা গান একটু থামাতেই সেই ফাঁকে শোনা গেলো অস্ফুট ঠং-ঠং আওয়াজ। তারপর আবার সব চুপ।

লোকটা ভাঙা বাড়িটার ঠিক ওধারে ছিল। এরা দু'জনে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

ছেলেটি সামনের কড়ি বরগাগুলো ডিঙিয়ে বাড়িটার ভেতরে যে প্রকাণ্ড কাঠের স্তূপ পড়ে ছিল তার ওপর সাবধানে উঠতে লাগল। ডিক তাকে বাধা দেবার সময় পেল না; তাই সেও চলল তার পেছনে পেছনে।

বাড়িটার এককোণে দু'টো কড়ি আড়াআড়িভাবে দেখে দু'জনে সেটা বেয়ে ওপর থেকে নিচে নামলো। সেখানে কেউ থাকলে বাড়ি থেকে দেখা যায় না। তাদের সামনে ভাঙা দেওয়ালের গায়ে ছিল একটা ফাটল। তার ভেতর দিয়ে ওধারের সব কিছু দেখা যায়।

দু'জনে সেই ফাটলে চোখ লাগিয়ে ভয়ে কাঠ হয়ে গেলো। সেখানে থেকে ফিরে যাওয়া তখন একেবারে অসম্ভব। তারা দম বন্ধ করে চুপচাপ বসে রইল।

তারা যেখানে বসেছিল, সেখান থেকে ত্রিশ ফুটের মতো দূরে খাদটার ঠিক কাছে বড় একটা চুলায় প্রকাণ্ড লোহার কড়াই বসানো রয়েছে। তাতে কি যেন টগবগ করে ফুটছে। কড়াই থেকে ধোঁয়া উঠছে। আর কড়াইটার কাছে একটা লোহার হাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রুক্ষমূর্তি একজন দীর্ঘকায় পুরুষ। তার কোমরে রয়েছে ছোরা আর একটি শিঙ্গা।

তারা পরিষ্কার বুঝতে পারলো, এই লোকটিই গান গাইছিল। হয়তো তাদেরই পায়ের শব্দ শুনতে পেয়ে গান থামিয়ে কান খাড়া করে আছে—যদি আবার শুনতে পায়। তার কাছ থেকে হাত কয়েক দূরে গায়ে মোটা কোট জড়িয়ে আর একজন লোক চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। তার মুখের ওপর উড়ছে একটা প্রজাপতি। চারদিকে ফুটে আছে ডেইজি ফুল। তার কাছ থেকে কিছুদূরে একটা গাছের ডালে ঝুলছে একটি ধনুক, একটি তীরভরা তূণ ও একটি হরিণের মৃতদেহের কিছু অংশ।

যে-লোকটি কড়াইয়ের কাছে দাঁড়িয়েছিল, সে এবার যেন নিশ্চিন্তে হাতাখানা মুখের কাছে তুলে রান্না চোখে দেখে মাথা নাড়ল। তারপর আবার নাড়তে-নাড়তে তেমনই হেঁড়ে গলায় গান ধরল। গান গাইতে গাইতে সে মাঝে মাঝে জিনিসটা চাখতে লাগল। শেষে যখন তার মনে হল খাদ্যটা তৈরি হয়ে গেছে তখন কোমর থেকে শিঙাটা নিয়ে তিনবার জোরে বাজাল।

যে লোকটি ঘুমোচ্ছিল, সে চোখ মেলে তাকিয়ে পাশ ফিরে উঠে বসে জিজ্ঞেস করলো, 'কি দাদা, মাংস হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু শুধুই খেতে হবে; মদও নেই, রুটিও নেই।'

'তা হোক। ওটাই চমৎকার! আমাদের সর্দারের সাথে থেকে আমার সব ভাল লাগে। ওই যে তাঁরাও আসছেন।'

একে একে সবাই এসে জমা হতে লাগল। তারাও সবাই দীর্ঘদেহী আর বলিষ্ঠ। তারা এসেই একটা করে ছুরি আর পেয়ালা হাতে নিয়ে কড়াই থেকে খাবার বের করে ঘাসের ওপর বসে খেতে শুরু করল। তাদের নানা জনের নানা অস্ত্র, কারো ছোরা মাত্র সম্বল, কারো তীর-ধনুক, কারো বা তলোয়ার আর শড়কি। তাদের পোশাকও বিচিত্র্য, কিন্তু সবাই ভীষণ ক্ষুধার্ত। সেজন্য একে একে নীরবে এগিয়ে গিয়ে কড়াই থেকে মাংস তুলে এক মনে খেতে লাগল। সংখ্যায় তারা বিশজন হবে।

হঠাৎ সবার মুখ থেকে বার হল, এক চাপা আনন্দধ্বনি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো জনা কয়েক কাঠুরিয়া। তারা একটি খাটিয়া

এনে ঘাসের ওপর নামিয়ে রাখল। তাদের আগে আগে আসছিল এক দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ পুরুষ। লোকটির চালচলনে কতকটা প্রভুত্বভাব। মুখটা রোদে হিমে লাল হয়ে গেছে। তার পিঠে ধনুক, হাতে উজ্জ্বল বর্শা।

সেই লোকটা বলে উঠল, 'বন্ধুগণ, আমার সত্যিকারের অনুগত ভক্তগণ। তোমরা বড় কষ্টেই দিন কাটাচ্ছো। কিন্তু আমি তো তোমাদের বলেছি—নিয়তিকে মেনে চলতে হবে। ভাগ্য বড় তাড়াতাড়ি ঘুরে যায়। এই দেখ তার প্রথম উপহার—মদ।'

কাঠুরিয়া খাটিয়াটা মাটিতে রাখতেই তার ওপরে মদের পিপেটি নজরে পড়লে সবাই আনন্দ-ধ্বনি করে উঠল।

লোকটি বলে যেতে লাগল, 'সবাই তাড়াতাড়ি শেষ কর; কাজ আছে। খেয়াঘাটে জনকতক তীরন্দাজ এসেছে। তাদের গায়ে লাল-নীল পোশাক। তারাই আমাদের লক্ষ্য। তাদের সবাইকে আমাদের তীরের স্বাদ লাভ করতে হবে। এই বনের মাঝ দিয়ে তাদের কেউ যেতে পারবে না। আমরা এখানে পঞ্চাশজন। আমাদের প্রত্যেকের ওপরেই অন্যায় অত্যাচার করা হয়েছে। আমাদের কেউ হারিয়েছে জমি, কেউ হারিয়েছে বন্ধু, কাউকে ভোগ করতে হয়েছে উৎপীড়ন। এসব করেছে কে? জমিদার ডানিয়েল। সে কি এসব অত্যাচার করে আমাদের বাড়ি ঘরে আরামে বাস করবে? আমাদের জমি চাষ করবে? আমাদের যা কিছু সব শোষণ করবে? কখ্খনো না। আদালতে ওর বন্ধুরা আছে; টাকা দিয়ে ও সাক্ষী যোগাড় করে। তাই সব মামলায় জিতে যায়। তবে এমন একটা মামলা আছে, যেটাতে ও জিতবে না। তার রায় আছে আমার কোমরে গোঁজা—এই যে।'

যে লোকটা রাঁধছিল, সে ততক্ষণে এক শিঙ্গে মদ খেয়ে আবার শিঙটা ভরে নিয়েছিল। সে শিঙটা এই সময় তুলে ধরে বললো, 'মাস্টার এলিস। আপনি চান প্রতিশোধ। কিন্তু আপনার এই বুনো ভাইটির জমি-জায়গাও নেই, বন্ধু-বান্ধবও নেই। সে চায় এই ফাঁকে মজা মারতে। সে চায় টাকা। প্রতিশোধের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই।'

সেই কর্তা ব্যক্তিটি উত্তর দিলো, 'শোন ললেশ, মোট-হাউসে পৌঁছতে হলে জমিদার ডানিয়েলকে এই বনের ভেতর দিয়ে যেতেই হবে। ওকে তখন আমরা দেখে নেব। একটি লোককেও জীবন নিয়ে পালাতে দেব না। ওকে মারতেই হবে। সেই জন্যেই আজ আমাদের এই ভোজ।'

ললেশ বললো, 'এ-রকমের ভোজ আমি আগেও অনেকবার পেয়েছি। কিন্তু রান্না করাটা হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন, মাস্টার। ইতিমধ্যে আমরা তৈরি করেছি কালো তীর, লিখেছি পদ্য, আর খাচ্ছি ঠাণ্ডা পানি।'

কর্তা ব্যক্তিটিই দলপতি এলিস। সে উত্তর দিলো, 'তুমি বড় পেটুক। এই সেদিন তো আমরা বুড়োটার কাছ থেকে বিশ পাউন্ড নিলাম। কাল রাতে সেই হরকরাটার কাছ থেকে নিয়েছি সাত শিলিং। আর পরশু দিন সেই ব্যবসায়ীটার কাছ থেকে নিয়েছিলাম পঞ্চাশ পাউন্ড।'

লোকগুলোর মধ্যে একজন বললো, 'আর আজও একটা লোককে ধরেছিলাম। সে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলো হলিউডে। এই যে তার টাকার থলেটা।'

কর্তা ব্যক্তিটি থলেটা নিয়ে তার ভেতর যা ছিল সব বের করে গুণে অনুযোগের সুরে বলে উঠল, 'মোটে একশ শিলিং! তোমাকে বোকা বানিয়েছে। তার জুতোয় কিংবা জামাতে নিশ্চয় সেলাই করা ছিল আরও অনেক। তুমি একেবারে বোকা! বড় মাছটাই তোমার হাত থেকে পালিয়ে গেছে।'

থলেটা সে নিজের পকেটে রেখে দিল। তারপর বল্লমটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে সবাইকে লক্ষ্য করতে লাগল। লোকগুলোর পোশাক নানা রকমের। সবাই মাংস খাচ্ছে আর মদ গিলছে। খাওয়া হয়ে গেলো। কেউ-কেউ ঘাসের ওপর শুয়ে ঘুমোতে লাগল, কেউ-কেউ বসে গল্প-গুজব বা নিজের অস্ত্রশস্ত্র পরিষ্কার করতে আরম্ভ করলো। কেউ বা মদ-ভরা শিঙ্গা হাতে নিয়ে জুড়ে দিল গান।

এসব যখন চলছে ডিক ও তার সঙ্গী ছেলেটি তখন গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে চুপ করে দেখছে। ডিক কেবল তার ক্রশ-ধনুকটাকে প্রস্তুত করে রেখেছে। এ-ছাড়া আর কিছু করবার সাহস তার হয়নি। তারা আজ দর্শকের আসনে বসে আছে। আর তাদের সামনে রঙ্গমঞ্চে বন্যদৃশ্যের অভিনয় হচ্ছে।

কিন্তু হঠাৎ এই দৃশ্যে বাধা পড়ল। বাতাসে শোনা গেল একটা ভেসে আসা শিসের শব্দ; সেই সঙ্গে ঠক করে আর একটা শব্দ হল। তারপরই একটা ভাঙা তীরের খানিকটা সেই লম্বা চিমনিটার মাথা থেকে তাদের কানের পাশ দিয়ে কাঠ কুটোর মধ্যে পড়ল। বনের অপর দিকে কেউ হয়তো আছে, হয়তো ঝাউগাছের ডালে যে লোকটাকে তারা দেখেছে, সে চিমনিটার মাথায় তীর মেরেছে।

ছেলেটি এমন বিস্মিত হল যে, তার মুখ দিয়ে আপনিই শব্দ বেরিয়ে এল। ডিক তার মুখটা হাত দিয়ে চেপে ধরলো। কিন্তু বাইরে যারা ছিল, তারা তৎক্ষণাৎ উঠে কোমরের বেল্ট শক্ত করে বেঁধে খাপ থেকে তলোয়ার ও ছোরা টেনে দেখতে লাগল।

এদের দলপতি হাত তুললো, তার মুখের ভাব একেবারে বদলে গেছে। মুখটা কঠোর হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো জ্বলছে।

সে বললো, 'তোমাদের জায়গা কোথায় তোমরা জান। একজনও যেন না পালায়। তিনটি লোকের জন্যে প্রতিশোধ আমি নেব—হ্যারি শেলটন, সাইমন ম্যামসবেরি'; তারপর নিজের বুকে ঘুষি মেরে বললো, 'আর এই এলিস ডাকওয়ার্থ।'

ঠিক সেই মুহূর্তে আর একটি লোক কাঁটা ঝোপের মাঝ দিয়ে ছুটতে ছুটতে এসে বললো, 'জমিদার ডানিয়েল আসছে। ওরা মাত্র সাতজন।'

'আচ্ছা।'

মুহূর্তে সবাই চারদিকে ছড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। রইল শুধু সেই নিবন্ত চুলোটির ওপর মাংসের কড়াইটি আর গাছের ডালে ঝোলানো হরিণের দেহের সেই অংশটা।

ছয়

যতক্ষণ না পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল ততক্ষণ ওরা দু'জনে সেখানে চুপ করে বসে রইল। পায়ের শব্দ নিস্তব্ধ হয়ে এলে, তারা সেখান থেকে উঠে বেরিয়ে সেই খাদটা পার হলো।

ছেলেটি চলছিল আগে, ডিক চলছিল তার পিছনে পিছনে।

ছেলেটি বললো, 'এবার হলিউডে চল।'

'হলিউডে যাব ? বলছ কি তুমি! আমার দলের লোকদের এরা মারবে, আর আমি যাব হলিউডে ?'

মুখটা ম্লান করে ছেলেটি বললো, 'তাহলে তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে ?'

'কিন্তু কি করি বল ? যদি ওদের আগে থাকতে সাবধান করে না দিই, তাহলে ওরা মরবে। যাদের সঙ্গে আমি এতকাল কাটিয়েছি তাদের এই বিপদ জেনেও কিছু করব না ?'

'কিন্তু তুমি শপথ করেছিলে আমাকে নিরাপদে হলিউডে পৌঁছে দেবে। সে প্রতিজ্ঞা কি তুমি রাখবে না ?'

'যা প্রতিজ্ঞা করেছি, তা রাখবই। তুমিও চল আমার সাথে। আগে ওদের সাবধান করে দেব; যদি দরকার হয় ওদেরই সঙ্গে মরব।'

'কিন্তু একথা ভুলে যাচ্ছ কেন—তুমি যাদের সাবধান করতে যাচ্ছ, তারা যে আমাকেই ধরতে আসছে।'

ডিক কথাটার জবাব দিতে পারলো না। চুপ করে ভাবতে লাগল।

একটু পরে সে বললো, 'উপায় নেই। এক্ষেত্রে তুমি কি করতে ? ওরা সবাই যে মরবে তাহলে ?'

ছেলেটি তার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে বললো, 'তাহলে তুমি জমিদার ডানিয়েলের সঙ্গে যোগ দেবে ? তোমার কি কান নেই ? এলিস কি বললো, তা কি তুমি শোননি ? তোমার বাবাকে যারা খুন করেছে, তাদের দলেই তুমি যোগ দিতে চাও ? হ্যারি শেলটন কে ? তোমার বাবা নয় ? ওদের দলপতি কি বললো ?'

চোখ দু'টো পাকিয়ে চড়া সুরে ডিক বললো, 'তুমি কি আমাকে চোর-ডাকাতের কথায় বিশ্বাস করতে বলো ?'

দৃঢ়স্বরে ছেলেটি উত্তর দিল, 'তাহলেও কথাগুলো মিছে নয়; আমি এ-কথা আগেও শুনেছি। জমিদার ডানিয়েলই তাঁকে খুন করেছে। আর তুমি কিনা তাঁরই ছেলে হয়ে যাচ্ছ সেই খুনীটাকে সাবধান করতে, তাকে বাঁচাতে।'

ডিক একটু দমে গিয়ে মৃদুস্বরে ভাঙা গলায় বললো, 'হয়তো তা হতে পারে, কিন্তু আমি জানি না। আমি কিই-বা জানি ? কিন্তু দেখ, এই লোকটি আমাকে লালন-পালন করেছে। ওরই লোকের কাছে আমি শিক্ষা পেয়েছি। ওর লোকদের সঙ্গে আমি শিকার করেছি, খেলেছি। ওদের আমি বিপদের সময় ছেড়ে যাব ? না,

তুমি আমাকে তা করতে বোলো না। অতখানি হীন আমি হব—এ তুমি আশা কোরো না।'

'কিন্তু তোমার বাবা আর—তুমি যে আমার কাছে ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে প্রতিজ্ঞা করেছিলে?'

'আমার বাবা? যদি জমিদার ডানিয়েলই তাঁকে খুন করে থাকে, তাহলে সময় এলে এই হাত তাকে হত্যা করবে। কিন্তু তার এই বিপদে তাকে বা তার লোকদের আমি ছেড়ে যাবো না। আর আমার প্রতিজ্ঞার কথা বলছো? এতগুলো নির্দোষ লোকের জীবনের জন্যে আমাকে তা থেকে তুমি মুক্তি দাও!'

'কখনো না। তুমি যদি আমাকে ছাড় তাহলে আমি বলব—তুমি প্রতিজ্ঞা পালন করলে না।'

'দেখ, আমার রক্ত গরম হয়ে উঠছে।'

তারা দু'জনে যখন সেই বাড়িটার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে গোপনে 'জ্বলার জনে'র লোকজনদের খাওয়া দেখছিল এবং কথাবার্তা শুনছিল, সেই সময় ডিকের হাত থেকে একটা তীর মাটিতে পড়ে যায়, আর ছেলেটি সেটা কুড়িয়ে নেয়। তীরটা তখনও তার হাতে ছিল।

ডিক বললো, 'ওটা আমাকে দাও।'

'না।'

'না? তোমাকে দিতেই হবে।'

'কখনো না, আমি দেব না।'

'তাহলে জোর করে কেড়ে নেব।'

'নাও তো দেখি!'

দু'জনে পরস্পরের দিকে রুক্ষ চোখে তাকিয়ে থাকে। দু'জনেই যেন একসঙ্গে পরস্পরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে।

ডিক প্রথমে লাফ দিলো। ছেলেটিও সেই মুহূর্তে তার নাগালের বাইরে গিয়ে নিমেষে দিল ছুট। কিন্তু ডিকের সঙ্গে দৌড়ে সে পারলো না। ডিক দুই লাফে গিয়ে তাকে ধরে তার হাত থেকে তীরটা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর তার ওপর ঘুষি পাকিয়ে রাখলো। উদ্দেশ্য, সে ওঠামাত্র আক্রমণ করবে।

ছেলেটি কিন্তু উঠল না; সে ঘাসে মুখ গুঁজে তেমনই পড়ে রইল।

ডিক তার ধনুকে টান দিল। তারপর কি ভেবে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সে বললো, 'শপথ করি আর না করি, তুমি মর!'

কথাগুলো বলেই সে সামনের দিকে ছুটে চলল। ছেলেটিও মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে তার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগল।

ডিক হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'তুই কি চাস? কেন আমার পিছনে ছুটছিস? সরে যা।'

'আমার খুশি আমি ছুটব। এই বনে আমাকে বাধা দেবার কেউ নেই।'

ধনুকটা তুলে ডিক বললো, 'সরে যা বলছি।'

ছেলেটি কটাক্ষ করে পাল্টা জবাব দিলো, 'ভারী বীর পুরুষ। বেশ তো, মারো না।'

ডিক বিমূঢ়ের মতো ধনুকটা নামালো; তারপর বললো, 'দেখ্, তুই আমার যথেষ্ট ক্ষতি করেছিস। তবুও বলছি—চলে যা; আর যদি ভালোয় ভালোয় না যাস, তাহলে তোকে যেতে বাধ্য করব।'

তথাপি তার জেদ এতটুকুও কমল না। সে বললো, 'তোমার গায়ে না হয় জোর বেশি। করনা যা খুশি। আমি কিন্তু তোমার পেছনে যাবই।'

কি যে করবে ডিক ভেবে পেল না। বললো, 'তুমি পাগল! যারা তোমার শত্রু, আমি যাচ্ছি তাদের কাছে। যত জোরে পারব তত জোরে যাব।'

'সে ভয় আমি করি না। যদি তুমি মর, আমিও মরব।'

'আচ্ছা তবে এস; কিন্তু ফের যদি তোমার কোন বাঁদরামো দেখি, তাহলে তোমাকে তীর দিয়ে মারব—এ কথা মনে রেখ।'

এই বলে ডিক বনের পাশ দিয়ে চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে ছুটল এবং কিছুক্ষণের মধ্যে বনের খোলা অংশে এসে পৌছল।

বাঁ-দিকে ছিল একটা উঁচু জায়গা; তার উপরে ছিল কতকগুলো ঝাউ গাছ। ডিক বললো, 'আমি ওখান থেকে দেখব।'

সে জায়গাটার দিকে ডিক এগিয়ে চলল। কিন্তু এই সময় ছেলেটি সহসা এগিয়ে ডিকের কাঁধে তার হাতখানা রাখলো, সেই সঙ্গে একটু চাপও দিলো। তৎক্ষণাৎ মুখ ফিরিয়ে রুক্ষ দৃষ্টিতে সঙ্গীর দিকে তাকাতেই ছেলেটি হাত বাড়িয়ে ইশারায় কি একটা দেখালো নীরবে।

ডিক দেখলো, সেখান থেকে কিছুদূরে বাঁ-দিকে একটা ছোট জঙ্গলের মাঝ দিয়ে একটা উঁচু জায়গায় দশজন সশস্ত্র লোক উঠছে। তাদের গায়ে চামড়ার সবুজ পোশাক আর তাদের সবার আগে রয়েছে বল্লম হাতে স্বয়ং দস্যুদলপতি। নির্বাক দৃষ্টিতে দু'জনে দেখল যে, তারা সবাই একে একে ওপরে উঠে ওপারে নেমে গেল।

ডিক ছেলেটির দিকে কতকটা কোমল দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'তাহলে সত্যিই তুমি আমার বন্ধু? আমি মনে করেছিলাম, তুমি ওদের দলেরই একজন।'

ছেলেটির দুটি চোখ পানিতে ভরে উঠল।

ডিক বললো, 'কি আশ্চর্য! তুমি কাঁদছ? তুচ্ছ একটা কথায় তুমি কাঁদছো?'

'তোমার গায়ে জোর আছে বলে তুমি আমাকে তখন মাটিতে ফেলে দিয়েছিলে। তাতে আমার লেগেছিল জান?'

'আমার তীরটা আমাকে ফিরিয়ে দিলেই পারতে। তুমি যখন আমাকে অনুসরণ করছ, তখন আমি যা বলব তোমাকে তা শুনতেই হবে। এখন চল।'

ছেলেটির ইচ্ছা ছিল আর না এগিয়ে সেখানেই থাকবে; কিন্তু ডিক চলল সেই উঁচু জায়গাটার দিকে। কাজেই তাকেও চলতে হল তার পেছনে পেছনে।

দু'জনে ঝাউবন ঠেলে অতিকষ্টে উঁচু জায়গাটার একেবারে ওপরে উঠে গেল। ডিক বসল একটা ঘন ঝোপের মধ্যে আর ছেলেটি হাঁফাতে-হাঁফাতে তার পাশে শুয়ে পড়ল।

তাদের সামনে, অনেক নিচে, একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকা। বন, গ্রাম, জলা, গাছপালা ও পথ রয়েছে সেখানে। দেখা যাচ্ছে—জমিদারের সঙ্গীরা ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে।

ডিক ফিস ফিস করে বললো, 'ওরা বনের মধ্যে অনেক দূর এসেছে আর যদি এগোয় তাহলেই ওদের সর্বনাশ। এখন আমি ওদের সাবধান করে দেব। ওরা মাত্র সাতজন, আর এরা অনেক। ওদের হাতে ক্রশ-ধনুক, এদের লম্বা ধনুক। এদের সঙ্গে ওরা পারবে কেন?'

ইতিমধ্যে জমিদারের সঙ্গীরা আরও খানিকটা এগিয়ে এসে পড়েছিল। তারা একবার একটু থেমে এক জায়গায় জড় হয়ে কি যেন হাত দিয়ে দেখিয়ে কান পেতে শুনল। কিন্তু তারপরই আবার এগোতে লাগল।

এরপর তারা এসে পড়ল ঘাসে-ঢাকা একটা খোলা জায়গায়। পথটা গেছে তার ওপর দিয়ে। কেবল কিছুদূরে ছিল বনের খানিকটা অংশ। তারা বনটার পাশাপাশি হতেই একটা তীর বোঁ করে ছুটে এল।

ওদের লোকদের মধ্যে একজন হাত দু'টো ওপরে তুললো। তার ঘোড়াটা পেছনের পা দু'টোয় ভর করে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর মাটিতে পড়ে কাদায় লুটাতে লাগল।

ডিকরা দু'জনে যেখানে ছিল, সেখান থেকে তারা শুনতে পেল, লোকগুলো গোলমাল করছে। দেখতে পেল, ঘোড়াগুলো লাফাচ্ছে। ক্রমে তাদের প্রথম আতঙ্ক কেটে গেলো। আবার সব শান্ত হল। দেখলো, একজন কেবল ঘোড়া থেকে নেমেছে।

আবার বনের ওপাশ থেকে ছুটে এলো একটা তীর। আর একজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেল। যে-লোকটা ঘোড়া থেকে নামছিল সে সময় তার হাত থেকে লাগাম ফস্কে গেল। তার ঘোড়াটাও অমনি দিল ছুট। লোকটার একটা পা তখনও ছিল বেকাবে। ঘোড়াটা ভয় পেয়ে তাকে পাথরের ওপর দিয়ে টানতে-টানতেই ছুটতে লাগল।

যে-চারজন তখনও ঘোড়ার পিঠে ছিল, তারা নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল। একজন ফিরে চলল খেয়াঘাটের দিকে; বাকি তিনজন উর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে অন্য পথ ধরল; কিন্তু তাদের পথটা গেছে বনের পাশ দিয়ে। প্রত্যেকটি ঝোপ-ঝাড় থেকে তাদের দিকে তীর ছুটে আসতে লাগল।

একটা ঘোড়া গেল পড়ে কিন্তু ঘোড়-সওয়ারটির কিছু হল না। সে উঠেই তার সঙ্গীদের পেছনে ছুটতে শুরু করল। তাকে আর বেশিদূর যেতে হল না। আর একটি তীরে সেও শেষ হল। তারপর পড়ল আর একজন। সে মারা যেতে না যেতেই আর একটি ঘোড়ার জীবনের অবসান হল। তখন রইল মাত্র একজন কিন্তু সে বাহনহীন।

তখন পর্যন্ত তাদের আততায়ীদের একজনও গুপ্তস্থান থেকে বার হয়নি। তারা যে যেখানে ছিল, সেইখানেই লুকিয়ে রইল।

শেষের লোকটি তার ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে বিমূঢ়ের মতো শুধু তাকিয়ে দেখছে। তার ঘোড়াটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে। ডিকরা দু'জনে যেখানে ছিল লোকটা সেখান থেকে প্রায় পাঁচশ' গজ দূরে। ডিকরা তাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। লোকটার মুখে-চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে—এখনই বুঝি তার মৃত্যু হবে। কিন্তু যখন দেখলো আর কিছুই ঘটল না তখন সে পিঠ থেকে ধনুকটা খুলে নিল। এবার ডিক তাকে চিনতে পারল, লোকটা জমিদারের প্রিয়সঙ্গী—শেলডেন।

লোকটার এই যুদ্ধংদেহি মূর্তিতে বনের মাঝ থেকে হঠাৎ বেশ কিছু কণ্ঠের বিদ্রূপভরা অট্টহাসি উঠল। তারপর তার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেল একটা তীর। সে লাফ দিয়ে একটু পিছিয়ে গেল। আর একটা তীর এসে তার গোড়ালীতে লেগে থর থর করে কাঁপতে লাগল। সে তখন একটা ঝোপে গা ঢাকা দেবার জন্য ছুটল। ঠিক তখন একটা তীর ছুটে এলো তার মুখের সামনে কিন্তু তীরটা তাকে আঘাত না করে মাটিতে গেল পড়ে। তারপরই আবার উঠল সেই মিলিত কণ্ঠের অট্টহাসি—এবার আরও জোরে; সারা বনে তা প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

বেশ বোঝা গেলো, তারা তাকে নিয়ে খেলা করছে—যেমন বিড়াল ইঁদুরকে মেরে ফেলবার আগে তাকে নিয়ে খেলা করে থাকে। সবুজ পোশাকপরা একটা লোক শান্তভাবে কিছু দূরে তীরগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছিল। তাদের সবার মনে তখন জেগে উঠেছে নিষ্ঠুর আনন্দ।

শেলডেন তখন ব্যাপারটা বুঝতে আরম্ভ করলো। সে রাগে হুঙ্কার দিয়ে তার ক্রশ-ধনুকটা বাগিয়ে ধরে অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশ্যে বনের মধ্যে তীর ছুঁড়লো। তারপর বনের মাঝ থেকে উঠল একটা আর্তনাদ। সে আর দাঁড়াল না। তার তীর-ধনুক ফেলে দিয়ে ডিকেরা যেখানে ছিল সেদিকেই সোজা দৌড় দিল। এদিকে কোন তীরন্দাজও ছিল না। জায়গাটা আগাগোড়া উঁচু-নিচু। সেও একবার উঠেছে একবার নেমে ছুটছে। তার শত্রুরা তাকে নিয়ে এখন যে কি করবে স্থির করতে পারলো না। তাদের মধ্যে গোলমাল শোনা যেতে লাগল।

হঠাৎ তিনবার শিস শোনা গেলো; তারপরই বনের আর এক প্রান্ত থেকে আবার শোনা গেল দু'বার। ডিকেরা চঞ্চল হয়ে উঠল। ওই যে বনের দু'পাশ থেকে ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে ওরা আসছে! ডালপালার শব্দ হচ্ছে। একটা হরিণ বন থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে খোলা জায়গাটায় হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে বাতাস শুঁকে আবার নিমেষে বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

শেলডেন তখনও লাফাতে-লাফাতে ছুটছে; আর তার পেছনে ছুটছে একটি করে তীর কিন্তু কোনটাই তার গায়ে লাগছে না। অবস্থা দেখে মনে হতে লাগল, সে বেশ নিরাপদেই পালাতে পারবে। ডিকও ধনুক নিয়ে তাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত হয়েছিল। তার সঙ্গীর মনেও ক্ষণিকের জন্য দয়ার উদ্রেক হল। শেলডেন যে তার শত্রু, সে-কথা সেও ভুলে গেল। সে যে অসহায় বিপদগ্রস্ত, এটুকু মনে হওয়াতে সে দয়াপরবশ হয়ে উঠলো।

শেলডেন তাদের দু'জনের কাছ হতে পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে পড়েছে। এমন সময় একটা তীর এসে লাগল তার গায়ে। সে পড়ে গেল, কিন্তু তারপরই

উঠে টলতে-টলতে আবার ছুটল। এবার সে ছুটতে লাগল অন্ধের মতো। আর খানিকটা এসে হঠাৎ ফিরে অন্য দিকে চলল।

ডিকও তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে তাকে ডাকতে লাগল, 'এই যে, এখানে। এই দিকে এস—ভয় নেই।'

ঠিক তখনই আর একট তীর এসে লাগল তার কাঁধে। সঙ্গে-সঙ্গে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ছেলেটি বলে উঠল, 'আহা! বেচারী।'

ডিকেরও নড়বার শক্তি রইল না ; সে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সেই টিলার মাথায়। যে কোন তীরন্দাজই ইচ্ছা করলে তখনই তাকে মারতে পারত।

তীরন্দাজেরা সবাই এখন ক্ষেপে উঠেছে এবং ডিককে তাদের পেছন দিকে হঠাৎ দেখে তারা অবাক হয়ে গেছে।

হঠাৎ ডিকের প্রায় কাছ থেকে এলিস ডাকওয়ার্থের গলা শোনা গেল। সে হাঁক দিয়ে বলে উঠল, 'তীর মের না, থাম! ওকে জীবন্ত ধর। ও হচ্ছে হ্যারির ছেলে।'

তারপরেই শোনা গেল পর পর কয়েকটি সুতীক্ষ্ণ শিসের শব্দ। বনের কয়েক দিক থেকে উত্তর এল। এই শিসের শব্দ হচ্ছে ওদের রণ-হুঙ্কার।

ডিক বললো, 'আমাদের ভীষণ বিপদ। শীগ্‌গির পালাও, শীগ্‌গির!' সেই পাইনগাছগুলোর মাঝ দিয়েই ডিক ও সঙ্গী দিলো ছুট্।

সাত

যদি তখন দু'জনে ছুটে না পালাত, তাহলে আর রক্ষা ছিল না। কারণ কালো তীরের দলটি তখন চারদিক থেকে সেই পাহাড়টির দিকে ছুটে আসছিল। কেউ আসছে নিচে দিয়ে, কেউ ওপর দিয়ে, কেউ বন ঠেলে আর কেউ বা খোলা জায়গাটা পার হয়ে। তাদের মধ্যে অনেকে ওদের চেয়ে ভাল দৌড়াতেও পারে।

ডিক ঢুকে পড়ল পাশের ঝোপটাতে। জায়গাটা ঢালু; বড়-বড় গাছে ভরা। গাছগুলোর তলায় কোন ঝোপ-জঙ্গল নেই। তারা দু'জনে সেখান দিয়ে বেশ জোরে ছুটছে। ক্রমেই তারা এসে পড়তে লাগল বড় রাস্তা আর সেই নদীটার কাছে কিন্তু কালো তীরের দলটি ছুটছিল আর একদিক দিয়ে।

দু'জনে সেখানে দাঁড়িয়ে একটু দম নিয়ে অনুভব করতে লাগল কারো পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কি-না। একটু পরেই বুঝল কেউ যে তাদের পেছনে ছুটে আসছে তার সামান্য লক্ষণও নেই। ডিক মাটিতে কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো, কিন্তু কিছুই শুনতে পেল না; কেবল ওপরে বাতাস গাছের ডালপালা দুলিয়ে সর-সর শব্দে বয়ে চলেছে।

ডিক বললো, 'ছুট দাও।'

দু'জনেই ক্লান্ত। ছেলেটির পায়ের সেই ক্ষতটায় যন্ত্রণা হচ্ছে। তবুও তারা ঢালুপথে আবার নামতে লাগল।

মিনিট কয়েক পরে তারা এসে পড়ল ঝোপ-জঙ্গল আর বড়-বড় গাছে-ভরা বনের মধ্যে। দু'জনে জঙ্গল ঠেলে যতো জোরে সম্ভব ছুটে চলল। কিছুক্ষণের মধ্যে ছোট ছোট গাছের জঙ্গলটা পার হলেও তারা বনটা পার হতে পারল না। তাদের চারদিকে বড়-বড় গাছ। তার তলাটা প্রায় অন্ধকার হয়ে আছে। সেখান দিয়ে দু'জনে এগিয়ে চলল।

কিন্তু কয়েক ধাপ যেতেই কে যেন বলে উঠল, 'দাঁড়াও!'

দু'জনে দেখল, তাদের কাছ থেকে হাত ত্রিশেক দূরে একটা ওক গাছের গুঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে হৃষ্টপুষ্ট একটি লোক। তার গায়ে সবুজ পোশাক, হাতে তীর-ধনুক। সেও হাঁফাচ্ছিল। লোকটা ধনুকে তীর পরিয়ে ডিকের মাথা লক্ষ্য করে দাঁড়িয়ে রইল।

ছেলেটি ভয়ে চিৎকার করে থমকে দাঁড়াল; কিন্তু ডিক কোমর থেকে ছোরাখানা বের করে তার দিকে সোজা ছুটে চলল।

লোকটা ইচ্ছা করলে ওদের অনেক আগেই মারতে পারত, কিন্তু সম্ভবত ডাকওয়ার্থের আদেশে তাকে নিরস্ত হয়ে কেবল ভয় দেখাবার চেষ্টা করছিল। ডিক ছুটে তার কাছে গিয়ে দ্বিধাহীন মনে তার গলা ধরে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। লোকটা পড়ে গেল। তার হাতের তীরটা পড়ল একদিকে, ধনুকটা আর একদিকে। লোকটা শুধু তাকে চেপে ধরল; কিন্তু ডিকের ছোরাটা শূন্যে ঝক ঝক করে উঠে দু'বার লোকটাকে আঘাত করলো। লোকটা আর্তনাদ করে উঠল। তারপরই স্থির হয়ে গেল।

ডিক আর দাঁড়াল না, আবার ছুট্‌ল। ছুটতে ছুটতে বললো, 'পালিয়ে এস, শীগ্‌গির...'

কিন্তু দু'জনেই এবার বড় ক্লান্ত। ছেলেটির মাথা ঘুরছে, দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর ডিকের হাঁটু দু'টো বার বার পড়ছে মুড়ে, যেন সেখানকার জোড়া খুলে গেছে। তবুও দু'জনে ছুটতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই বনটা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল। তাদের কাছ থেকে হাত-কয়েক দূরেই শুরু হয়েছে প্রশস্ত বড় রাস্তা। রাস্তাটার দু'পাশে সবুজ প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে আছে বন।

রাস্তাটা চোখে পড়তেই ডিক দাঁড়াল এবং তৎক্ষণাৎ তার কানে এলো একটা চাপা গোলমালের আওয়াজ। ক্রমে সেটা বাড়তে ও স্পষ্ট হতে লাগল, যেন ঝড় ছুটে আসছে! তারপরই তারা দেখতে পেল, সশস্ত্র ঘোড়-সওয়ারেরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। তারা নিমেষে তাদের সামনে এসে যেন পলকে দূরে মিলিয়ে গেল।

ডিক বুঝতে পারলো ইংল্যান্ডের সিংহাসন নিয়ে যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হচ্ছে, এরা সেই যুদ্ধ থেকে পালাচ্ছে। তারপর এলো আর একদল। তারা যেতে না যেতে এলো রসদবাহীর গাড়ির সারি। বনের ধারটা ঘোড়ার পায়ের শব্দে, গাড়ির চাকার আওয়াজে, অস্ত্রের ঝনঝনানিতে, লোকের হাঁক-ডাকে ভরে গেল।

তারা দু'জন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের সামনে দিয়ে চলেছে পরাজিত, বিশৃঙ্খল সৈন্যের দল। ডিকের মনে একটা চিন্তার উদয় হল—জমিদার ডানিয়েল কি এই যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন? তিনিও কি রণে ভঙ্গ দিয়ে এদের মতো পালাচ্ছেন?

যাই হোক, ডিক আর সেখানে দাঁড়াল না। সে তার সঙ্গী ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে আবার চলতে শুরু করল।

দু'জনে চুপচাপ চলছে। এদিকে বেলা ক্রমে পড় আসছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। বনের ছায়া হয়ে উঠছে আরও গাঢ়। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে।

ডিক হঠাৎ বলে উঠল, 'যদি খাবার কিছু থাকত।'

ছেলেটি কিছু না বলে সেখানে বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

ডিক অবহেলাভরে বললো, 'তুমি খাবার জন্য কাঁদছ কিন্তু যখন সাতটা লোকের জীবন নষ্ট হচ্ছিল তখন তো তোমার মন গলেনি। তোমার বিবেক সাতজনের মৃত্যুতে একটি কথাও বলেনি। একি অদ্ভুত আচরণ তোমার! আমি কিছুতেই তোমাকে ক্ষমা করব না।'

ছেলেটি তার দিকে রুক্ষদৃষ্টিতে তাকিয়ে উত্তর দিলো, 'বিবেক। আমার! ওই লোকটার রক্ত এখনও তোমার ছোরায় লেগে আছে। তুমি জংলী, তুমি খুনি, কেন তুমি তাকে হত্যা করলে? সে কেবল তার ধনুকে তীর পরিয়েছিল কিন্তু তা ছোঁড়েনি। সে তোমাকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছে। যে আত্মরক্ষা করে না, তাকে হত্যা করাটা বীরত্ব বুঝি!'

ডিক হতভম্ব হয়ে রইল, কিছুক্ষণ পরেই বললো, 'আমি তাকে অন্যায় করে মারিনি। সে যখন তীর ছুঁড়ছিল আমি তখনই তার দিকে ছুটে গিয়েছিলাম।'

'কাপুরুষের মতো তুমি তাকে মেরেছ। তুমি সুযোগের অপব্যবহার করেছ। তুমি বীর নও। তোমার চেয়ে শক্তিশালী আর কেউ এলে দেখব যে, তুমি তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যাচ্ছ। প্রতিশোধ নেবার দিকেও তোমার মন নেই। তোমার পিতার হত্যাকারীকে এখানো পর্যন্ত শাস্তি দেওয়া হয়নি। তাঁর আত্মা ন্যায় বিচারের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি যদি দুর্বল প্রতিদ্বন্দ্বী কাউকে পাও, আর সে যদি তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেও চায় তাহলেও তাকে তুমি মারতে কুণ্ঠিত হবে না কাপুরুষ।'

ডিকের রক্ত আবার গরম হয়ে উঠল। সে বললো, 'দু'জনের একজন তো দুর্বল হবেই। যার শক্তি বেশি, সে অপরকে মারবেই। এটা বোঝবার জন্য আমার হাতের বেলটের কয়েক ঘা তোমার খাওয়া দরকার। তুমি আমাকে বিপথে চালাবার চেষ্টা করছ। অকৃতজ্ঞ! এ অবস্থায় যা তোমার পাওয়া উচিত তা তোমাকে দেবই।'

ডিক তার কোমর থেকে বেল্ট খুলতে খুলতে বললো, 'খাবারের জন্যে কাঁদছিলে না? এই তোমার যোগ্য খাবার।'

ছেলেটির চোখের পানি শুকিয়ে গেল; তার মুখখানা বিবর্ণ হয়ে গেল। সে স্থিরদৃষ্টিতে ডিকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ডিক বেল্টটা ঘোরাতে-ঘোরাতে তার দিকে এক পা এগিয়ে এল; কিন্তু তার শীর্ণ দেহ, বড়-বড় দুটি চোখ ও ক্লান্ত মুখখানা দেখেই নিরস্ত হল। তাকে মারবার ইচ্ছা মনেই মিলিয়ে গেল। সে বললো, 'তাহলে বল যে, তোমারই ভুল হয়েছে।'

'না, আমি ঠিকই বলেছি। এস, আমি এখন খোঁড়া, তার ওপর খুবই ক্লান্ত; আমি বাধা দেব না। আমি তোমাকে কখন আঘাত করিনি। এস, মার আমাকে—কাপুরুষ!'

শেষের কথাটা ডিককে এমন উত্তেজিত করলো যে; তাকে মারবার জন্য ডিক আবার বেল্ট তুললো। কিন্তু সে এমনভাবে তার দেহটা সঙ্কুচিত করলো, এমনভাবে তার মুখের দিকে তাকাতে লাগল যে, ডিকের সে উত্তেজনা আবার মনেই মিলিয়ে গেল। সে শুধু নির্বোধের মতো দাঁড়িয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই বললো, 'খুব সাবধানে কথাবার্তা বলবে। আমি তোমাকে মারতে চাই না।' সে আবার বেলটা তার কোমরে বাঁধতে-বাঁধতে বললো, 'তোমাকে আমি মারব না; তবে ক্ষমাও তোমাকে করব না, কখনো না। তুমি হচ্ছ আমার প্রভুর শত্রু। তোমাকে আমার ঘোড়াটা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম। আমার খাবার তুমি খেয়েছ, অথচ তুমি আমাকে বলেছ জংলী, কাপুরুষ, গুণ্ডা। তুমি দুর্বল, তাই বেঁচে গেলে। তবে তুমি আমাকে নদীতে বাঁচিয়েছ, সে কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এজন্য আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। যাক, এখন চল, হলিউডের দিকে এগোন যাক। হয় আজ রাতে অথবা কাল সকালে আমরা সেখানে গিয়ে পৌছবই।'

ডিকের মেজাজ আবার আগের মতোই হয়ে এল, কিন্তু ছেলেটির মেজাজ ঠাণ্ডা হল না। ডিকের রুক্ষ আচরণ সেই লোকটিকে হত্যা এবং বিশেষ করে তাকে বেল্ট দিয়ে মারতে যাওয়া—কিছুতেই সে ভুলতে পারল না। ক্ষুব্ধ স্বরে সে বললো, 'আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেব শুধু সৌজন্যের খাতিরে। কিন্তু আমি একাই যেতে চাই। বনটা প্রকাণ্ড হলেও, আমাদের নিজের নিজের পথ দেখাই ভালো। আমি তোমার কাছে খাদ্যের জন্য ঋণী—সে কথা ভুলবো না। বিদায়!'

'এই যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাই হোক। তুমি জাহান্নামে যাও!'

দু'জনেই তখন যে যার ইচ্ছামত পথে চলতে লাগল, কিন্তু তারা তখন এমন রাগে মত্ত যে, কোন পথে যাচ্ছে সে বিষয়ে আদৌ তাদের খেয়াল নেই।

ডিক বোধ হয় তখন দশ পাও যায়নি, হঠাৎ ছেলেটি তাকে ডাকতে ডাকতে ছুটে এল।

কাছে এসে সে বললো, 'এমনভাবে বিদায় নেওয়া শিষ্টতা নয়। এই আমার হাত। এর সঙ্গে আমার অন্তরও বাড়িয়ে দিচ্ছি। তুমি আমাকে যে সব সাহায্য করেছ, তার জন্য আমি অন্তর থেকে তোমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি। বিদায়!'

'বেশ', বলে ডিকও তার হাতখানি ধরে ঝাঁকি দিলো।

দু'জনে আবার দু'দিকে চলতে লাগল; কিন্তু একটু পরেই এবার ডিক ছুটল ছেলেটির পেছনে।

কাছে গিয়েই সে বললো, 'আমার এই ক্রশ ধনুকটা নাও। অস্ত্র না নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।'

'ক্রশ-ধনুক! ওটা বাঁকাবার শক্তিও আমার নেই, চালাবার কৌশলও আমি জানি না। ওতে আমার কোনই সাহায্য হবে না। তবুও এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ দিই।'

তখন রাত হয়ে এসেছিল। সেইজন্য অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পেল না।

ডিক বললো, 'আমি তোমার সঙ্গে কিছুদূর যাব। অন্ধকার রাত। এ রকম রাস্তায় আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। আমার ভয় হচ্ছে, তুমি পথ হারিয়ে ফেলবে।'

তারপর কোন উত্তর প্রত্যাশা না করেই ডিক আপন মনে চলতে লাগল, আর ছেলেটিও নীরবে তার পেছনে পেছনে চলল।

আট

অন্ধকার ক্রমেই যেন গাঢ় হয়ে উঠছে। দূর থেকে ভেসে আসছে যুদ্ধের কোলাহল। আধ ঘণ্টা পরে তারা দু'জনে এসে পড়ল ঘাসে-ভরা একটা ফাঁকা জায়গায়। তার মাঝে মাঝে ছোট বড় ঝোপ। দু'জনে সেখানে দাঁড়াল।

ডিক বললো, 'তুমি কি ক্লান্ত?'

'হ্যাঁ, এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে, এখানে শুয়ে পড়তে চাই।'

'নদীর কল-কল শব্দ শুনতে পাচ্ছি। চল, নদীর কাছে যাই; তেষ্টায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'

জায়গাটা সেখানে ক্রমে ঢালু হয়ে গেছে। তার নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ছোট নদী। নদীটির দু'টি তীরে জংলাগাছের ঝোপ। দু'জনে সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে নদী থেকে চুমুক দিয়ে বুক ভরে পানি পান করলো।

'ডিক, আমি আর চলতে পারছি না।'

'আসবার পথে গুহার মত কি একটা দেখেছিলাম; চল, দু'জনে সেখানে গিয়ে শুই।'

এরপর দু'জনে নদীর কাছ থেকে গুহাটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তার তলায় শুকনো বালি, কাছেই কতকগুলো গাছের ঝোপ। গাছগুলো গুহার দিকে হেলে আছে। তার ফলে একটা আচ্ছাদনেরও সৃষ্টি হয়েছে।

দু'জনে সেখানে নেমে গিয়ে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে পড়ল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমের আবেশে তাদের চোখের পাতাগুলো বুজে এলো।

পরদিন যখন দু'জনের ঘুম ভাঙলো তখন ভোরের আলো সবেমাত্র পৃথিবীর বুকে মৃদু আলোর পরশ বুলাচ্ছে।

ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। ভেসে আসছে পাখির কলগান। ঘুমের আমেজ দেহ-মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে, উঠতে ইচ্ছা করছে না একেবারেই। তার ওপর খিদে আর ক্লান্তিতে দেহ তাদের অবসন্ন।

তবুও উঠি-উঠি করছে এমন সময় হঠাৎ তাদের কানে এলো ঘণ্টার শব্দ।

ডিক বললো, 'ঘণ্টা বাজছে শুনতে পাচ্ছো? তবে কি আমরা হলিউডের কাছে এসে পড়েছি?'

একটু পরেই আবার ঘণ্টা বেজে উঠল। এবার শব্দটা আগের চেয়ে একটু কাছে। তারপর থেকে ঘণ্টাটা থেমে-থেমে বাজতে লাগল আর ক্রমেই তাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

ডিকের সব আলস্য ও অবসাদ গেল দূর হয়ে। সে বললো, 'এর মানে কি?'

ছেলেটি বললো, 'মনে হচ্ছে কেউ আসছে। আর তার চলার তালে তালে ঘন্টা বাজছে।'

'কিন্তু লোকটা আসছে কোথা থেকে? এই বনে সে কি করছে? তুমি আমার কথা শুনে হেসো না; ওই ঘন্টার খনখনে আওয়াজটা আমার ভাল লাগছে না।'

ঠিক এই সময় ঘন্টাটা খুব তাড়াতাড়ি বাজতে লাগল।

ডিক বললো, 'মনে হচ্ছে, কেউ প্রাণের ভয়ে বা জরুরী কাজে ছুটছে। দেখছ না কত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে?'

'হ্যাঁ, দেখ একেবারে কাছে এসে পড়েছে।'

যে গুহার মধ্যে তারা শুয়েছিল সেটা ছিল একটা টিবির ওপর। সেখান থেকে চারদিক অনেকটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। দু'জনে গুহার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। তখন দিনের আলো ফুটে উঠেছে।

তাদের চোখে পড়ল হাত-পঞ্চাশেক দূরে একটা আঁকা বাঁকা পায়ে-চলা পথ। পথটা গেছে মোট-হাউসের দিকে।

এই পথটির উপর বনের মাঝ থেকে বেরিয়ে এলো এক সাদা মূর্তি। মূর্তিটা ক্ষণিক দাঁড়িয়ে যেন এদিক-ওদিক দেখে নিয়ে নিচু হয়ে সেখানে একটা ঢাকা জায়গাটার দিকে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো। তার এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি পদক্ষেপে ঘন্টা বাজতে লাগল।

মূর্তিটার মুখ দেখা যাচ্ছে না। তার মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলছে একটা সাদা বোরখা। বোরখাটার মাথার কাছে রয়েছে দেখবার জন্য দুটি ছিদ্র। মূর্তিটা লাঠি দিয়ে পথ অনুভব করতে করতে আসছে।

ভয়ে তাদের দু'জনের বুকের রক্ত যেন পানি হয়ে গেল।

ডিক বললো, 'লোকটার নিশ্চয় কুষ্ঠ হয়েছে।'

'ওর ছোঁয়া লাগলেই মৃত্যু। চল, আমরা ছুটে পালাই'।

'তার দরকার নেই। দেখছ না লোকটা অন্ধ। ও লাঠি ঠুকে ঠুকে চল্‌ছে। ও নিজের পথে চলে যাবে, আমাদের কোন ক্ষতি করবে না। আহা—বেচারী!'

ততক্ষণে অন্ধ কুষ্ঠরোগীটা তাদের আরও কাছে এগিয়ে এসেছে। হঠাৎ রোদ ঝলমল করে উঠল। তাতে সাদা মূর্তিটাকে আরও বিশ্রী দেখাতে লাগল। তাদের দু'জনের সেখান থেকে নড়বারও শক্তি রইল না। তারা যেমন পরলোকবাসী এক মূর্তিকে দেখছে।

মূর্তিটা গুহাটার কাছ বরাবর এসে একটু থেমেই হঠাৎ তাদের দিকে মাথা ফেরাল।

ছেলেটি বলে উঠল, 'ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করুন। ও আমাদের দেখছে!'

...'চুপ! ও শুনছে, দেখছে না। লোকটা অন্ধ।'

কুষ্ঠরোগীটা কয়েক মুহূর্ত তাদের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে থেকে আবার চলতে লাগল। কয়েক পা গিয়ে সে আবার দাঁড়িয়ে তাদের দিকে ঘাড় ফেরাল। মনে হল, তার বোরখার সেই ছিদ্র দু'টো দিয়ে এক জোড়া তীক্ষ্ণ চোখ তাদের লক্ষ্য করছে।

এবার ভয়ে ডিকের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কুষ্ঠরোগীর চাহনিতেই যে কুষ্ঠরোগ ছড়ায়; তাহলে তাদেরও ওই রোগ হবে—এই তার ভয়।

কিন্তু মূর্তিটা আবার ঘণ্টা বাজিয়ে চলতে লাগল এবং ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে বনের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

'নিশ্চয়ই ও আমাদের দেখেছে?'

মুখে একটা শব্দ করে ডিক বলে উঠল, 'মনে হয় আমাদের কথাবার্তা শুনেছে। আর তাতে নিজেই ভয় পেয়েছে।'

বিজ্ঞের মত মুখভঙ্গি করে ছেলেটি বললো, 'না, ও দেখেছে কিন্তু শোনেনি। ওর মনে নিশ্চয়ই বদ মতলব আছে। তাই ওর ঘণ্টার শব্দ এখন আর শোনা যাচ্ছে না।'

সত্যিই, ঘণ্টাটা তখন আর বাজছিল না।

'তাই তো! চল, এখান থেকে পালাই।'

ছেলেটি বললো, 'ও গেছে পূবে, চল—আমরা পশ্চিমে যাই। কুষ্ঠ রোগীটার কাছ থেকে না যেতে পারলে আমি ভালভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারব না।'

'তুমি বড় ভীতু! আমরা সোজাপথে হলিউডে যাব—চল।'

দু'জনে সেখান থেকে সোজাপথ ধরে চলল, কিন্তু সেখানে পথ বলতে কিছু নেই। সেই ছোট খাল পার হয়ে ওপরে উঠে উঁচু-নিচু, গর্তভরা, অল্প সল্প বন জঙ্গল ঢাকা জায়গার ওপর দিয়েই দু'জনে অতি কষ্টে চলতে লাগল।

সামনে খানিকটা জায়গায় ছিল বালি। বালির ওপর দিয়ে তারা উঠল একটা টিবির ওপর। সেখান থেকে আবার সেই মূর্তিটা ওদের চোখে পড়ল। তখন মূর্তিটা তাদের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে ছিল। কিন্তু এবার আর তার ঘণ্টা বাজছে না, সে লাঠির সাহায্যেও চলছে না। সুস্থ-সবল লোকের মতোই জোরে হেঁটে যাচ্ছে, আর তার দেহটিও এখন হয়ে উঠেছে সবল, দীর্ঘ। হঠাৎ সে সামনে ঝোপটার মধ্যে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল।

ডিক বললো, 'নিশ্চয়ই ও আমাদের পিছু নিয়েছে!'

'কেন? আমাদের কাছ থেকে ও কী চায়? কুষ্ঠরোগী যে লোকের পিছু নেয়, এ তো কখন শুনিনি। ওরা ঘণ্টা বাজিয়ে চলে, যাতে লোকে ওদের পথ থেকে সরে যায়।'

'আমি যেন হাতে-পায়ে জোর পাচ্ছি না।'

'তবে কি তুমি এখানে পড়ে থাকবে? চল, ওদিকে যাই।'

'না, ও আগে চলে যাক।'

'তাহলে তোমার ধনুকটা নিচু কর।'

'কেন? কি হবে? একটা কুষ্ঠরোগীকে মারব? না। যে সুস্থ সবল, আমি লড়ব তার সঙ্গে—ভূত-প্রেত, কুষ্ঠরোগীর সঙ্গে নয়।'

হঠাৎ তাদের সামনের ঝোপটা সর-সর, মট মট করে উঠল, এবং ঘণ্টাটা ঝন-ঝন করে আবার বাজল যেন সেটা তার হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেছে।

তারপরেই একটা হাঁক দিয়ে মূর্তিটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে তাদের দিকে সোজা ছুটে এল। তারাও দু'জনে সাথে সাথে দু'দিকে দিল ছুট। কিন্তু মূর্তিটা একটু লাফিয়ে গিয়ে ছেলেটিকে ধরে ফেলল। তারপর তাকে মাটিতে ফেলে দিয়ে নিমেষে বন্দী করলো।

ছেলেটি প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল। তার শত্রুর কবল থেকে নিজেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না।

ডিক তার চিৎকার শুনে ফিরে দাঁড়াল। সে দেখল, ছেলেটি পড়ে গেছে। তাতে নিমেষে তার সাহস ও শক্তি ফিরে এল। সে পিঠ থেকে ধনুক খুলে তাতে একটা তীর পরালো। কিন্তু তীরটা ছোড়বার আগেই কুষ্ঠরোগী একটা হাত ওপরে তুলে বলে উঠল, 'ডিক, থাম, থাম। আমাকে চিনতে পারছ না?'

তারপর নিজের মুখ থেকে ঢাকনাটা সে তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল। ডিক অবাক হয়ে দেখল, কুষ্ঠরোগী জমিদার ডানিয়েল ছাড়া আর কেউ নয়।

বিস্ময়ে সে বলে উঠল, 'আপনি!'

'হ্যাঁ, আমি। কিন্তু তুমি—তোমার অভিভাবককে তুমি তীর দিয়ে মারবে? আর তোমার এই সঙ্গী—এর নাম কি?'

'মাস্টার ম্যাচাম। আপনি ওকে চেনেন না? কিন্তু ও বলছিল, আপনি ওকে চেনেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে গেছে। অজ্ঞান হল কেন? আমি কি তোমাদের ভয় দেখিয়েছিলাম?'

'হ্যাঁ, সত্যিই তাই; কিন্তু আপনি এ-রকম ছদ্মবেশ পরেছেন,কেন?'

'প্রাণের ভয়ে! যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে। আমার সৈন্যরা কোথায় জানি না। তাদের অনেকেই মারা গেছে। তবে আমি নিজে অক্ষত শরীরে শোরবিতে ফিরে এসেছি। কালো তীরের ভয়ে এই বেশে একা চলেছি আমার মোট-হাউসের দিকে। এতে ভয়ের কোন কারণ নেই। যেতে যেতে আমি হঠাৎ তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে পেয়েছিলাম... ছেলেটার জ্ঞান এখন একটু-একটু করে ফিরে আসছে।'

জমিদার ডানিয়েল জামার ভেতর থেকে একটা মোটা বোতল বার করে তার মধ্যে যা ছিল, তার খানিকটা হাতে নিয়ে ছেলেটির কপালের রগে ঘষলেন এবং তাকে একটু খাওয়ালেন। সে আস্তে-আস্তে চোখ খুলতে লাগল।

ডিক বললো, 'ওঠ। উনি কোনো কুষ্ঠরোগী নন, জমিদার ডানিয়েল। ভাল করে তাকিয়ে দেখ।'

জমিদার ডানিয়েল বললেন, 'একটু বেশি করে খাও তো দেখি। এখনই চাঙ্গা হয়ে উঠবে। তারপর তোমাদের দু'জনকে খেতে দেব। খাওয়া হয়ে গেলে তিনজনে একসঙ্গে যাব টান্‌সটালে। সেখানে একবার পৌঁছতে পারলে আমরা নিরাপদ হব। আমার লোকেরা আমাকে সেখানে খুঁজে নেবে। তীরন্দাজ বেনেটের সঙ্গে সেখানে দশজন লোক আছে; সেলডেনের আছে দু'জন। শীগ্‌গিরই আমাদের শক্তি বাড়বে। আর যদি অন্যদলের সঙ্গে হাত মেলাতে পারি, তাহলে আর আমাদের পায় কে?'

এই কথা বলে তিনি এক শিঙে মদ নিয়ে পান করলেন।

ডিক বললো, 'সেলডেন!' কিন্তু সেলডেনের মৃত্যুর কথাটা সে বলতে পারলো না।

জমিদার ডানিয়েল মদটুকু পান না করেই শিঙে নামিয়ে বলে উঠলেন, 'কে ? সেলডেন ? কি হয়েছে তার ?'

ডিক আস্তে আস্তে আগের দিনের ঘটনাটা বলে গেলো—

নীরবে শুনতে শুনতে জমিদার ডানিয়েলের মুখটা রাগে ও দুঃখে কঠোর হয়ে গেল।

তিনি বললেন, 'আমি শপথ করছি, এর প্রতিশোধ আমি নেবই। যদি প্রত্যেকটি জীবনের জন্য দশজনের রক্তপাত না করি, তাহলে আমার ডান হাতটা যেন শুকিয়ে যায়! আমি এই ডাকওয়ার্থটাকে কাঠির মতো ভেঙে দু'খানা করেছি। ওর ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে ওকে পথের ভিখারী করে দেশছাড়া করেছি। এখনও সে আমার ক্ষতি করবে ?'

জমিদার ডানিয়েল ক্ষণিকের জন্য চুপ করলেন। তারপর আবার বললেন, 'খাও।' এবং ছেলেটির দিকে ফিরে বলতে লাগলেন, 'তুমি শপথ কর যে, আমার পিছন-পিছন সোজা মোট-হাউসে যাবে ?'

ছেলেটি বললো, 'শপথ করছি।'

'শীগ্‌গির খেয়ে আমার পিছন-পিছন এস,' বলে জমিদার ডানিয়েল চলে গেলেন।

একটু পরে ডিক বললো, 'তাহলে তুমি মোট-হাউসে যাচ্ছ ?'

'হ্যাঁ, যখন যেতেই হবে। জমিদারের সামনে আমার সাহস বাড়ে না, আড়ালে বাড়ে।'

তারপর ঘণ্টা-দুই চলার পর তারা এসে পৌছল মোট-হাউসের কাছে। তাদের সামনে গাছপালার মাঝ থেকে মোট-হাউসের লাল দেয়াল ও ছাদটা চোখে পড়ল।

ছেলেটি সেখানে দাঁড়িয়ে বললো, 'ডিক, তোমার বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নাও। তাকে আর তুমি কোনদিনই দেখতে পাবে না।'

ডিক জিজ্ঞেস করলো, 'কেন একথা বলছ ? আমরা দু'জনেই তো মোট-হাউসে যাচ্ছি। সেখানে প্রায়ই আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হবে।'

'না, আমাকে আর তুমি দেখতে পাবে না। মনে হচ্ছে, এবার থেকে তুমি জমিদার ডানিয়েলকেও দেখবে আর এক মূর্তিতে। ও বীর বটে কিন্তু মিথ্যাবাদী। দেখলে না ওর দু'চোখ ভরা ভয়। সেই জন্যে ও বাঘের মতো নিষ্ঠুর। চল।'

দু'জনে বনপথ ধরে মোট-হাউসের এপারে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একটা সাঁকো নেমে এল। তারা সাঁকো দিয়ে মোট-হাউসের সুদৃঢ় ফটকে গিয়ে পৌছল। সেখানে তাদের জন্যে দাঁড়িয়েছিলেন স্বয়ং জমিদার ডানিয়েল ও তীরন্দাজ বেনেট।

নয়

চারদিকে জলাশয় আর মাঝখানে মোট-হাউস—ঠিক যেন একটা সুদৃঢ় দুর্গ। তার প্রাচীরে, স্তম্ভের মাথায়, ফটকে, সশস্ত্র প্রহরীর কড়া পাহারা। প্রহরে প্রহরে শান্ত্রী বদল হয়। কালো তীরের ভয়ে জমিদার ডানিয়েল থেকে শুরু করে সবাই সতর্ক ও শঙ্কিত।

কয়েকদিন পরের কথা। উত্তেজনা কমে আসতেই, তার পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নটা আবার জেগে ওঠে ডিকের মনে। বেনেটের কাছ থেকে কিছু জানতে পারার আশা করে সে তাকে প্রশ্ন করে, 'আমার পিতা কিভাবে মারা গেছেন?'

'আমাকে ও-কথা জিজ্ঞেস কর না। আমার তাতে কোন হাত ছিল না এবং আমি তা জানিও না। শোনা কথার বিষয়ে কি করে বলব? তুমি বরং অলিভার বা দুর্গের কার্টারকে জিজ্ঞেস কর।'

তীরন্দাজ বেনেট তাড়াতাড়ি সে স্থান ত্যাগ করে প্রহরী পরিদর্শনে চলে গেল। ডিক সেখানে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল, ও বললো না কেন? ও কার্টারের নামই বা করলো কেন? ওর কি তাতে হাত ছিল?

সে কার্টারের কাছে গেল। কার্টার তখন মুমূর্ষু অবস্থায় পড়েছিল একটি ঘরে। ডিক তার কাছ থেকেও তার পিতার মৃত্যু সম্বন্ধে কোন কথা জানতে পারলো না। লোকটা দাঁতে দাঁত চেপে রইল। তাতে ডিকের সন্দেহ আরও বাড়ল এবং সেটা গিয়ে পড়ল পাদরী অলিভারের ওপর; কিন্তু তা সন্দেহ মাত্র।

সেদিনই কার্টারের মৃত্যু হল। কিছুক্ষণ পরে ডিক বেনেটের স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, 'ম্যাচাম, কোথায় সেই ছেলেটি? আমরা যখন এখানে এসে পৌঁছই, তখন তোমাকে তার সঙ্গে যেতে দেখেছিলাম।'

স্ত্রীলোকটি হেসে উঠল। বললো, 'তোমার চোখ নেই, ডিক!'

'বল, সে কোথায়?'

'তাকে আর দেখতে পাবে না।'

'যদি না দেখি, তাহলে বুঝব এর ভেতর কোন গোলমাল আছে। সে স্বেচ্ছায় এখানে আসতে চায়নি। আমি তার রক্ষক। তাকে আমি বাঁচাবই। এখানে দেখছি, অনেক রহস্য আছে।'

কথা শেষ না হতেই তার কাঁধের ওপর পড়ল একটা ভারী হাত। ডিক ফিরে দেখলো—তীরন্দাজ বেনেট।

বেনেট তার স্ত্রীকে সেখান থেকে চলে যেতে ইঙ্গিত করে বললো, 'বন্ধু ডিক, তুমি দেখছি পাগল হয়ে গেছ। কয়েকটি বিষয় নিয়ে তুমি আমাকে অস্থির করে তুলেছ। তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছ, কার্টারকে ভুলিয়ে কথা বার করে নিতে চাইছিলে, পাদরীটাকে হেঁয়ালীতে কথা বলে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। বোকা, একটু বুঝে-সুঝে চল। এই মোট হাউস আর কূলহারা সমুদ্র—দু'টোই তোমার কাছে

সমান। জমিদার ডানিয়েল যদি তোমায় ডাকেন, শান্ত হয়ে থেক। তিনি তোমাকে জেরা করবেন, সাবধানে উত্তর দিও।'

ডিক বললো, 'কিন্তু আমি এর ভিতর বিবেকের জ্বালা দেখতে পাচ্ছি।'

'তুমি যদি সাবধানে না চল, তাহলে শীগ্‌গিরই রক্তের গন্ধ পাবে। সাবধান করে দিলাম। ওই যে, তোমাকে একজন ডাকতে এসেছে।'

সত্যিই ডিককে তখন জমিদারের একজন লোক ডাকতে এসেছিল।

সে গিয়ে দেখলো, জমিদার ডানিয়েল বড় হল ঘরটায় আগুনের সামনে পায়চারি করছেন। তাঁর মুখে রাগের চিহ্ন। ঘরে পাদরী অলিভার ছাড়া আর কেউ নেই।

জমিদারের সামনে গিয়ে ডিক জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?'

'হ্যাঁ। আমি এসব কি শুনছি? আমি কি তোমাকে কষ্টে রেখেছি যে, তুমি আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা মনে পোষণ করছ? তুমি কি আমার দল থেকে চলে যেতে চাও? তোমার বাবা তো এমন ছিলেন না। যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ ছিল, তাঁদের পাশে তিনি বিপদে-আপদে থাকতেন; অথচ তুমি এমন হলে কেন?'

ডিক দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর দিলো, 'আপনার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। পাদরী অলিভারের প্রতিও আমি অকৃতজ্ঞ নই।'

'বাপু, কৃতজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা—এ সব হল কথামাত্র। আমি কথা চাই না, কাজ চাই। আমার এই বিপদে যখন আমার সব কিছু যেতে বসেছে তখন কৃতজ্ঞতা, বিশ্বস্ততা দিয়ে আমার কি হবে? আমার দলে লোক আছে এখন অল্পই। তাদের মনকে বিষাক্ত করে তোলা কি কৃতজ্ঞতার কাজ? ওসবে আমাদের দরকার নেই। তুমি কি চাও, বল। আমরা দু'জনে আছি, তার উত্তর দেব। আমাদের বিরুদ্ধে যদি তোমার কিছু বলবার থাকে, তাও বল।'

'আমি যখন শিশু, তখন আমার বাবা মারা যান। আমি শুনেছি, তাঁকে খুন করা হয়েছে। আর আমি এ কথাও শুনেছি—তাতে আপনার হাত ছিল। যদি আমার এই সন্দেহ দূর না হয়, তাহলে আমি শান্তি পাব না, আপনাকেও খোলা মনে সাহায্য করতে পারব না।'

জমিদার ডানিয়েল একটা গদির চেয়ারে বসে পড়লেন এবং হাতের ওপর চিবুক রেখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি মনে কর, যাকে আমি খুন করেছি, তার ছেলের অভিভাবক আমি কখনো হতে পারি?'

'আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন। দেখুন, আপনি ভালো করেই জানেন, আমার অভিভাবক হওয়ায় লোকসান নেই, বরং লাভই আছে। এতদিন ধরে আপনি কি আমার পৈতৃক সম্পত্তির খাজনাপত্র আদায় করেননি? আমার লোকজনের ওপর প্রভুত্ব করেননি? যে আপনাকে বিশ্বাস করত তাকে যদি আপনি খুন করে থাকেন, তাহলে তার চেয়েও নীচ কাজ করতে আপনার বাধবে না।'

'দেখ বাপু, তোমার বয়সে আমার মনে এমন সন্দেহ উঠত না। আচ্ছা বেশ, এই পাদরী ঈশ্বরের দাসটিকে তার জন্যে দোষী করছ কেন?'

'দেখুন, প্রভুর আদেশেই কুকুর চলে। একথা সবাই জানে যে, এই পাদরীটি আপনার ডান হাত। আমি খোলাখুলি বলছি; কারণ, ভদ্রতার সময় এটা নয়। আমি আপনার কাছ থেকে কোন উত্তরই পাচ্ছি না। এতে আমার সন্দেহ বাড়ছে বই কমছে না।'

'আমি তোমার কথার উত্তর ভালভাবেই দেব। যখন তুমি বড় হয়ে তোমার বিষয়-সম্পত্তি বুঝে নেবে তখন আমার কাছে এস, আমি উত্তর দেব। এখন তোমার দু'টি পথ খোলা আছে। একটি হচ্ছে—তুমি আমাকে যে অপমান করেছ তা ফিরিয়ে নিয়ে চুপচাপ থাকা আর যে তোমাকে খাইয়েছে-পরিয়েছে তার জন্যে যুদ্ধ করা; অপর পথটি হচ্ছে—তা যদি না চাও, আমার বাড়ির দরজা খোলা, আর বনে আমার বিস্তর শত্রু আছে, তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়া।'

'আমি আপনাকে বিশ্বাস করতে চাই। আপনি শুধু বলুন যে, ব্যাপারটার সঙ্গে আপনার কোন যোগ নেই।'

'আমার কথা তুমি বিশ্বাস করবে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে শোন, শপথ করে বলছি, তোমার পিতার মৃত্যুর সঙ্গে আমার কোন যোগ ছিল না।' বলেই তিনি ডিকের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

ডিক সাগ্রহে তাঁর হাত ধরে বললো, 'আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনার ওপর মিথ্যে সন্দেহ করেছিলাম। আর সন্দেহ করব না।'

'বেশ, তোমাকে ক্ষমা করলাম। তুমি ছেলেমানুষ, সংসারের কিছুই জান না।'

'শয়তানগুলো ঠিক যে আপনার নাম করে, তা নয়; তারা পাদরী অলিভারের নাম-ই বলে।' বলতে বলতে সে পাদরী অলিভারের দিকে ফিরে দাঁড়াল।

পাদরীর মুখের ভাব তখন কেমন যেন হয়ে গেল। ডিক তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই তিনি দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্তনাদ করে উঠলেন।

জমিদার ডানিয়েল দু'লাফে তাঁর পাশে এসে তাঁর কাঁধ ধরে ভীষণ জোরে নাড়া দিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ডিকের সন্দেহ আবার জেগে উঠল।

সে বললো, 'উনিও শপথ করুন। লোকে ওঁকেই দোষী করে।'

জমিদার ডানিয়েল বললেন, 'হ্যাঁ, উনিও শপথ করবেন।'

পাদরী নীরবে হাত নাড়লেন।

ডিক বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আপনি ঈশ্বরের নামে, এই ধর্মগ্রন্থ ছুঁয়ে শপথ করুন। আপনার ওপর কিন্তু মিছে আমার সন্দেহ বাড়াচ্ছেন। শপথ করুন আপনি—করুন!'

কিন্তু তাঁর মুখ থেকে তখনও একটি কথাও বের হল না। মিথ্যে শপথের ভয়ে তিনি কেমন যেন হয়ে গেলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে রঙিন কাঁচের জানালা ভেঙে একটি কালো তীর এসে টেবিলটার মাঝখানে বিঁধে থর-থর করে কাঁপতে লাগল।

পাদরী আর্তনাদ করে মূর্চ্ছিতের মতো চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন। আর, জমিদার ডানিয়েল ছুটে বেরিয়ে গেলেন আঙিনায়। সেখান থেকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন ছাদের প্রাচীরের ওপর। ডিকও ছুটল তাঁর পিছন-পিছন।

শান্ত্রীরা সবাই সতর্ক হয়ে উঠেছিল। সবুজ ঘাসে-ঢাকা মাঝে মাঝে দু'টি একটি বৃক্ষ-শোভিত প্রান্তরে এবং বনাবৃত ছোট-ছোট পাহাড়গুলোর ওপর রোদের আভা পড়েছে। কোথাও কোন শত্রুর চিহ্নমাত্র নেই।

জমিদার জিজ্ঞেস করলেন, 'তীরটা এসেছে কোথা থেকে?'

একজন প্রহরী উত্তর দিলো, 'ঐ গাছগুলোর মধ্য থেকে।'

জমিদার একটু দাঁড়িয়ে ভাবলেন। তারপর ডিকের দিকে ফিরে বললেন, 'ডিক, তুমি এই লোকগুলোর ওপর নজর রাখ। এই জায়গাটার ভার রইল তোমার ওপর। আর পাদরীর কথা, তাঁকে নিজের দোষ স্খালন করতেই হবে। তা যদি তিনি না করেন, তাহলে বুঝব তার কারণ কি। তোমার মতো আমারও তাঁর ওপর সন্দেহ হচ্ছে। তাঁকে শপথ করতেই হবে। না হলে, বুঝব তিনি দোষী।'

ডিক আগ্রহহীনের মতো তাকিয়ে রইল। স্যার ডানিয়েল তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে একবার তাকিয়ে আবার হল ঘরে ফিরে এলেন।

প্রথমেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল তীরটার ওপর। এই ধরনের তীর তিনি এই প্রথম দেখলেন। তিনি সেটাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে তার কালো রঙে কেমন ভীত হয়ে পড়লেন।

এই তীরটির গায়েও লেখা ছিল 'সমাধিস্থ।'

তিনি বলে উঠলেন, 'তাহলে ওরা জানে যে, আমি বাড়ি ফিরে এসেছি। আমাকে 'সমাধিস্থ' হবার ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু ওদের মধ্যে এমন কুকুর কেউ নেই যে, আমাকে মাটি খুঁড়ে বার করে।'

এতক্ষণে পাদরী অলিভার প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। তিনি সোজা হয়ে বসলেন।

তারপর কাতরস্বরে বলে উঠলেন, 'হায়! জমিদার ডানিয়েল, আপনি যে শপথ করেছেন, তা বড় ভয়ঙ্কর। আপনার সর্বনাশ হবে।'

'বাপু, আমি শপথ করেছি সত্যি, কিন্তু তোমাকে শপথ করতে হবে আরও সাংঘাতিক। এখন তৈরি হও।'

'এমন একটা অন্যায় থেকে বিরত হোন।'

'দেখ ধর্মভাবটা তোমার মনে জেগেছে বড় দেরীতে। আমার কথা শোন, ছোঁড়াটাকে আমার দরকার। ওর বিয়ে দিয়ে আমি কিছু টাকা আদায় করব। কিন্তু আমি তোমাকে পরিষ্কার বলছি, ও যদি আমাকে বিরক্ত করতে থাকে তাহলে ওকেও ওর বাবার কাছে যেতে হবে। আমি ওকে চ্যাপেলের ওপরে যে ঘরখানা আছে, সেখানে গিয়ে থাকতে বলেছি। যদি তুমি বেশ শান্তমুখে শপথ করে তোমার অপরাধ স্খালন করতে পার, তাহলে ছোকরা কিছুকাল শান্তিতে থাকতে পারবে। কিন্তু তুমি যদি গোলমাল করে ফেল, তোমার কথা যদি আটকে যায় তাহলে ও তোমাকে বিশ্বাস করবে না। তখন আর ওর রক্ষা নেই—ওকে খুন করবই।'

পাদরী ভয়ে-ভয়ে বললেন, 'চ্যাপেলের ওপরকার ঘরখানা?'

'হ্যাঁ, সেই ঘর। যদি তুমি ওকে বাঁচাতে ইচ্ছা কর, বাঁচাও; আর যদি না বাঁচাতে চাও, নিজের পথ দেখ। আমি যদি চঞ্চল প্রকৃতির হতাম, তাহলে এখনই তোমাকে কেটে ফেলতাম। কি বল? নিজের পথ বেছে নিয়েছ?'

'হ্যাঁ, ছেলেটার ভালর জন্যেই আমি মিথ্যা কথা বলব।'

'তাই হোক। ওকে এখনই ডেকে পাঠাও। তুমি একা ওর সঙ্গে দেখা করবে। তবুও আমি তোমাদের ওপর চোখ রাখব। আমি থাকব ওই পাশের ঘরে।' বলেই দেয়ালের ওপর থেকে যে ভারি পর্দাটা ঝুলছিল, তিনি তার আড়ালে চলে গেলেন। তারপর টং করে একটা কি যেন খুলে গেল। একটু পরেই শোনা যেতে লাগল সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠবার শব্দ।

পাদরী অলিভার তাঁর চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। তাঁর কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগল।

মিনিট-তিনেক পরে পাদরীর লোকের সঙ্গে ডিক সেখানে এসে লম্বা টেবিলটার পাশে দাঁড়াল। তার মুখটা এখন কঠিন ও বিবর্ণ হয়ে উঠেছে।

পাদরী অলিভার বলে উঠলেন, 'ডিক শেলটন, তুমি আমার কাছ থেকে শপথ শুনতে চাও? অতীতের কথা মনে করে তোমার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। আমি খ্রিস্টের নামে শপথ করে বলছি, তোমার বাবাকে আমি খুন করিনি।'

'আমি আপনাকে দু'টি প্রশ্ন করছি। প্রথম, আমার বাবাকে আপনি খুন করেননি, স্বীকার করলাম কিন্তু তাতে কি আপনার কোন হাত ছিল?'

'না।' কিন্তু কথাটি বলেই তিনি এমনভাবে মুখটা বিকৃত করলেন ও চোখ দু'টি ঘোরাতে লাগলেন, যার অর্থ হচ্ছে—'সাবধান হও'।

ডিক তাঁকে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করতে লাগল। তারপর শূন্য ঘরটার মধ্যে চারদিকে তাকিয়ে দেখে তাঁকে প্রশ্ন করল' কি বলতে চান আপনি?'

'কিছুই না। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছি, চললাম। আবার শপথ করছি—আমি নির্দোষ। বিদায়!' বলে পাদরী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

ডিক সেখানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মনে ভেসে উঠল নানা ভাব—বিস্ময়, সন্দেহ ও দুঃখ। ক্রমে সে ভাব কেটে গেলে সে ঘরটির এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। সহসা তার চোখ দুটি গিয়ে পড়ল দেয়ালের একেবারে উপর দিকে। সেদিকে তাকিয়েই সে চমকে উঠল।

সেখানে পর্দার গায়ে সুতো দিয়ে বোনা ছিল এক বন্য শিকারীর বিভৎস মূর্তি। তার এক হাতে শিঙা। শিঙাটি সে বাজাচ্ছে। আর এক হাতে বর্শা। তার মুখটা কালো। সূর্যের আলো পড়ে মূর্তিটা ঝলমল করছে।

ডিক দেখলো, মূর্তিটা কালো হলেও তার চোখ দুধের মতো সাদা এবং তার চোখের পাতা দু'টো নড়ছে। সেদিক থেকে সে দৃষ্টি ফেরাতে পারল না। মূর্তির চোখ দু'টো হীরের মতো চকচক করছে; তার দৃষ্টি তরল ও জীবন্ত। আবার সাদা পাতা দু'টোর পলক পড়ল। তারপর সে-দু'টোকে আর দেখা গেল না।

ঐ চোখ দু'টো যে পর্দার আড়াল থেকে তাকে লক্ষ্য করছিল, এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

হঠাৎ ডিক নিজের অবস্থাটা বুঝতে পারল। তীরন্দাজ বেনেট তাকে সাবধান করে দিয়েছিল। পাদরীও তাকে কিছুক্ষণ আগে ইশারায় সতর্ক করে দিয়েছেন। তার আর রক্ষে নেই!

সে মনে-মনে বললো, 'আমি যদি এই বাড়ি থেকে বার হয়ে যেতে না পারি তাহলে আমার জীবন শেষ। আর ওই ম্যাচামকে সঙ্গে নিতেই হবে। কিন্তু সেই বা গেলো কোথায়? তাকে আমিই হয়তো বিপদে ফেলেছি।'

সে ভাবছে, এমন সময় একজন লোক এসে বললো, 'আপনাকে পোশাক-পরিচ্ছদ ও দু'একখানা বই নিয়ে নতুন ঘরে যেতে হবে।'

ডিক বললো, 'নতুন ঘরে? সে ঘর কোথায়?'

'চ্যাপেলের ওপরে।'

'ঘরটা তো অনেকদিন থেকে খালি পড়ে আছে। কি রকমের ঘর?'

'ভালই হবে' বলে লোকটা গলার স্বর খাটো করে আবার বললো, 'লোকে বলে ওটা ভূতের ঘর।'

'ভূতের ঘর। আমি তো সে কথা আগে কখন শুনিনি। কার ভূত?'

'গির্জার একটা লোকের।'

ডিক আর কিছু না বলে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে লোকটার সঙ্গে চলল।

দশ

তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। ডিক এক হাতে একটা আলো নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেল। ঘরটা নিচু, কিছুটা অন্ধকার, কিন্তু বেশ বড়। তার জানালাটা দিয়ে নিচে জলাশয় দেখা যায়। ঘরটা অনেক ওপরে হলেও তার জানালাটা খুব মোটা গরাদে দিয়ে বন্ধ। ঘরের একধারে বিছানাটা বেশ আরামদায়ক ও চমৎকার। চারদিকের দেয়ালে ঝুলছে ভারি মোটা কালো পর্দা। তার আড়ালে রয়েছে বড় বড় তালা বন্ধ আলমারী।

ডিক ঘরটা বেশ ভাল করে পরীক্ষা করলো। ঘরের দরজাটা খুব মজবুত; তার খিলটাও বেশ মোটা। সে আলোটা একটা ব্র্যাকেটের ওপর রেখে বিছানার ওপর বসে আবার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

সে ভাবতে লাগল, তাকে এ-ঘরে আনা হল কেন? তার ঘরের চেয়ে এটা তো অনেক বড় আর সুন্দর। এর কোথাও কোন গুপ্ত ফাঁদ বা দরজা আছে নাকি? সত্যই কি ঘরখানা ভূতের? ভাবতেই তার হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে এল।

তার মাথার ওপরে ছাদে প্রহরীর ভারি পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে জানে, তার ঘরের মেঝের নিচে খিলান-করা ছাদ। তার পরেই হচ্ছে হল ঘরটা। নিশ্চয়ই হলঘরের সঙ্গে এই ঘরটার কোন গুপ্তপথে যোগ আছে। এ-ঘরে তার ঘুম আসবে না এবং ঘুমোনোও বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

সে দরজার পাশের কোণটাতে গিয়ে অস্ত্র হাতে প্রস্তুত হয়ে রইল। তাকে যদি মরতেই হয় তাহলে সে মেরে তবে মরবে।

ছাদের ওপর অনেকগুলো পায়ের শব্দ এবং প্রহরীর হুঁশিয়ারির হাঁক শোনা গেল। তার ঘরের দরজায় কে যেন মৃদু টোকা মারছে। শব্দটা ক্রমেই জোরে হচ্ছে। সেই সঙ্গে কে যেন ফিস-ফিস করে বলছে, 'ডিক! আমি।'

ডিক তৎক্ষণাৎ গিয়ে দরজার খিলটা খুলে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ভেতরে ঢুকল ম্যাচাম। তার এক হাতে আলো অপর হাতে খোলা ছোরা।

সে ঘরে ঢুকেই বললো, 'দরজা বন্ধ কর শীগ্‌গির! বাড়িটা গুপ্তচরে ভরা। আমার পিছনে বারান্দায় তাদের পায়ের শব্দ, পর্দাগুলোর আড়ালে তাদের নিঃশ্বাস শুনতে পাচ্ছি।'

ডিক বললো, 'নিশ্চিন্ত হও, এখন আমরা নিরাপদ। তোমাকে দেখে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে। আমি মনে করেছিলাম তোমাকে বোধহয় মেরে ফেলেছে। কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে?'

'সে-কথা তোমার জানবার দরকার নেই। কিন্তু ডিক, কাল যা হবে তুমি শুনেছ কি?'

'না, কি হবে?'

'জানি না, তবে কাল কি আজ রাতে, এরা তোমাকে খুন করবার মতলব করেছে। তার প্রমাণ আমার কাছে আছে। আমি নিজের কানে সে-কথা এদের বলাবলি করতে শুনেছি।'

'আমিও কিছু-কিছু জেনেছি।' বলে ডিক সেদিনকার ঘটনাটা তার কাছে বলে গেল।

তারপর দু'জনে উঠে ঘরটাকে তন্ন-তন্ন করে পরীক্ষা করলো।

ছেলেটা বললো, 'কোন গুপ্তপথ দেখা যাচ্ছে না বটে; তবুও এ ঘরে আসবার কোন গুপ্ত-দরজা নিশ্চয় আছে। দেখছি তোমাকে মরতেই হবে। কিন্তু আমিও তোমার সঙ্গে মরব। আর যদি পথ পাই, তোমার সঙ্গে পালাব।'

'এখান থেকে আমি একটা লোককে জানালা থেকে দড়ি দিয়ে নিচে নেমে যেতে দেখেছি। দড়িটা এখনও সেই ঘরে থাকবার কথা। এখন সেটাই আমাদের আশা।'

ছেলেটা মুখে আঙুল ঠেকিয়ে বললো, 'চুপ।'

দু'জনে কান পেতে শুনতে লাগল। নিচে শব্দ হচ্ছে। শব্দটা হঠাৎ থামল; তারপর আবার হতে লাগল।

'কে যেন নিচের ঘরে হেঁটে বেড়াচ্ছে।'

'নিচে কোন ঘর নেই। ও হচ্ছে আমার গুপ্তঘাতক; গুপ্তপথে ঘরে আসছে। আসুক! ওর জীবনের আজ শেষ।' বলে ডিক দাঁতে-দাঁত ঘষল।

চাপা গলায় ছেলেটা বললো, 'আলো নিভিয়ে দাও।'

দু'জনে দু'টো আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় মড়ার মতো শুয়ে রইল। মেঝের নিচে পায়ের শব্দটা হচ্ছিল খুব আস্তে; তবুও বেশ শোনা যাচ্ছিল। শব্দটা কয়েকবার আসা-যাওয়া করল। তারপরই শোনা গেলো চাবি ঘোরাবার আওয়াজ। তারপর সব চুপ।

কিছুক্ষণ আর কোন সাড়া-শব্দ নেই। তারপর হঠাৎ আবার শোনা গেল। সেই গাঢ় অন্ধকারে তারা দেখল ঘরের কোণে একটু আলোর দাগ। দাগটা চওড়া হতেই সেখানে দেখা গেলো একটা ছোট দরজা। একটা হাত দরজাটাকে ওপর দিকে ঠেলে তুলছে। ডিকও উঠে ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হল। লোকটার মাথা দেখা গেলেই সে তীর চালাবে।

কিন্তু হঠাৎ একটা বাধা পড়ল। মোট-হাউসের সবচেয়ে দূরের কোণ থেকে শোনা গেলো চিৎকার—প্রথমে একজনের, তারপর অনেকের গলা। তারা যেন কার নাম ধরে ডাকছে।

যে-লোকটা ঘরে ঢুকছিল, সে দরজাটা আস্তে টেনে নামিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে গেল। তারা শুনতে পেল, লোকটা তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছে। তারপর ক্রমে তার পায়ের শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল।

ততক্ষণে মোট-হাউসটার চারদিকে শুরু হয়েছে দৌড়াদৌড়ির শব্দ, দরজা খুলবার ও বন্ধের আওয়াজ; আর এই সব আওয়াজ ছাপিয়ে শোনা গেল জমিদার ডানিয়েলের গম্ভীর কণ্ঠস্বর—'জোয়ানা!' সে ডাক শুনেই ছেলেটা শিউরে উঠল।

ডিক বললো, 'জোয়ানা! সে কে? এখানে তো ও নামে কেউ নেই। এর মানে কি?'

ছেলেটা একেবারে চুপ করে রইল, যেন ঘরে সে নেই।

ডিক বললো, 'তুমি তাকে দেখেছ?'

'না।'

'তার নামও শোননি?'

'শুনেছি।'

'কি হল তোমার? গলার স্বর কাঁপছে কেন? যাক্, একটা সুবিধা হল এই যে, ওরা জোয়ানাকে নিয়েই মত্ত থাকবে, আমাদের কথা ওদের মনে এখন থাকবে না।'

'ডিক, আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। তোমার আমার দু'জনেরই সময় শেষ। চল, দু'জনে পালাই। ওরা যতক্ষণ না আমায় পাচ্ছে ততক্ষণ শান্ত হবে না, ও-ডাকাডাকিও থামবে না। কিংবা আমি ফিরে যাই, তুমি পালিয়ে যাও।'—বলে সে অন্ধকারে খিলটা হাতড়াতে লাগল।

তার কথা শুনে ও তার মুখের ভঙ্গি দেখে ডিকের কাছে এবার সব পরিষ্কার হয়ে গেলো। সে বলে উঠল, 'তুমি জ্যাক নও, ম্যাচাম নও—জোয়ানা সেডলে? তুমি সেই মেয়েটা, যে আমাকে বিয়ে করতে চায় না—ভারি দেমাক যার?'

জোয়ানা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল মাথার ওপরে যার খাঁড়া ঝুলছে তার মুখেও এ সময় এই পরিহাস! জোরে একটা নিশ্বাস ফেলল সে।

স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে প্রিয় সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে স্নিগ্ধ স্বরেই ডিক আবার বললো, 'জোয়ানা, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ, আমিও তোমাকে বাঁচিয়েছি। দু'জনেই কত রক্তপাত দেখেছি। কখনো দু'জনে হয়েছি বন্ধু, কখনো পরস্পরের শত্রু। কিন্তু সব সময়েই আমি মনে করেছি তুমি ছেলে। এখন আমার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে।

মরবার আগে আমি বলছি, তুমি খুবই ভাল। বেঁচে থাকলে হয়ত আমি তোমাকেই বিয়ে করতাম।'

জোয়ানা কোন উত্তর দিলো না। তার বুকের ভেতরটা তখন যেন কি রকম করছে।

ডিক বললো, 'কিন্তু আমাদের পালাবার সময় আছে।'

যেন তার কথার উত্তরে কেউ তার ঘরের দরজায় খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে বাইরে থেকে বললো, 'খোল, মাস্টার ডিক, দরজা খুলে দাও।'

ডিক সাড়াও দিলো না, সেখান থেকে নড়লোও না।

জোয়ানা ডিকের কাঁধে হাত দিয়ে বললো, 'সব শেষ!'

দরজাটার বাইরে একে-একে লোক এসে জমা হতে লাগল। তারপর এলেন জমিদার স্যার ডানিয়েল। বাইরের গোলমাল হঠাৎ থেমে গেল।

তিনি বললেন, 'ডিক, বোকামি করো না। আমাদের চিৎকারে রাজ্যশুদ্ধ লোক জেগে উঠেছে। আমরা জানি, সে আছে তোমার ঘরে—খোল দরজা।'

তবুও ডিক সাড়া দিল না।

এবার তিনি হুকুম দিলেন, 'ভাঙ দরজা।'

তৎক্ষণাৎ সকলে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল; কিন্তু মজবুত ও ভারি দরজাটা প্রবল ধাক্কাতেও খুলল না।

সেই মুহূর্তে ভাগ্য তাদের প্রতি কিছুটা প্রসন্ন হল। সেই আঘাতের শব্দের পরেই শোনা গেল, একজন প্রহরীর হাঁক। তারপরই শোনা গেল আর একটা। ক্রমে প্রাচীর ও ছাদ প্রহরীদের হাঁক-ডাকে ভরে গেল। বনের ভেতর থেকে তার উত্তর এল। মনে হতে লাগল, বন্যেরা দুর্গ আক্রমণ করেছে।

জমিদার ও তাঁর অনুচরেরা তৎক্ষণাৎ ছুটলেন প্রাচীর রক্ষা করতে।

ডিক বলে উঠল, 'আমরা রক্ষা পেয়েছি।'

সে বিছানাশুদ্ধ প্রকাণ্ড খাটটাকে দু'হাতে ধরে প্রাণপণ শক্তিতে টানতে লাগল, কিন্তু নড়াতে পারলো না। পরিশ্রান্ত হয়ে সে বললো, আমাকে সাহায্য কর, এস—শীগ্‌গির্।'

দু'জনে বহু চেষ্টায় প্রাণপণ শক্তিতে ওক-কাঠের প্রকাণ্ড খাটটা ঘরের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে এসে দরজাটায় লম্বালম্বিভাবে ঠেকিয়ে রাখল।

জোয়ানা বললো, 'এতে কি হবে? ও আসবে ওই ছোট দরজা দিয়ে।'

'না। ওর গোপন কথা ও কাউকে জানাবে না। ওটা দিয়েই পালাব আমরা। শোন, আর কোন সাড়া-শব্দ নেই।'

বাস্তবিকই তখন সব গোলমাল থেমে গেছে। মোট-হাউসটাকে কেউ-ই আক্রমণ করেনি। রাইজিংহ্যামের পরাজয়ে স্যার ডানিয়েলের আর একদল পলাতক সৈন্য এসে উপস্থিত হয়েছিল। তারা এসেছে অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। প্রহরী তাদের চিনতে পেরে ফটক খুলে দিয়ে ভেতরে এনেছিল। তারা তখন আঙিনায় এসে ঘোড়া থেকে নামছে।

ডিক বললো, 'ও এখনই ফিরে আসবে। ওই ছোট দরজাটার কাছে চল।'

বলেই সে আলো জ্বাললো। দু'জনে গিয়ে দাঁড়াল ঘরটার সেই কোণটাতে। যে দরজা দিয়ে তখন আলো দেখা গিয়েছিল, সেটা সহজেই চোখে পড়ল। ঘরের দেয়ালে ছিল একটা মোটা তলোয়ার। ডিক তলোয়ারটা পেড়ে নিয়ে সেই ফাঁকটার ভেতর তার হাতল অবধি ঢুকিয়ে খুব জোরে চাড় দিতেই ফাঁকটা একটু বড় হল। তারপর আরও জোরে দু-একটা চাড় দিতেই সেটা ওপর দিকে উঠে গেল।

দু'জনে দেখলো, কয়েকটা সিঁড়ি নিচের দিকে নেমে গেছে। আর সিঁড়িগুলোর সবচেয়ে নিচের সিঁড়িতে একটা আলো জ্বলছে। ডিকের গুপ্তঘাতক আলোটাকে সেই অবস্থায় সেখানে রেখে গেছে।

ডিক বললো, 'তুমি আলোটা নিয়ে এগোও। আমি দরজাটা বন্ধ করে তোমার পিছু-পিছু যাচ্ছি।'

দু'জনেই নিচে নামলো। জোয়ানা আলোটা তুলে নিয়ে এগোতে লাগল। ডিক দরজাটা টেনে নামিয়ে দিয়ে চলল তার পেছন-পেছন। এদিকে ঘরের বড় দরজাটায় তখনই আবার জোরে-জোরে ধাক্কা পড়তে লাগল।

এগারো

ওরা দু'জনে দরজার বাইরে আসতেই তাদের সামনে একটা সরু, নোংরা পথ পড়ল। পথটার শেষ দিকে দেখা যাচ্ছিল আর একটা দরজা। দরজাটা খানিক খোলা। তারা তখন এটারই খোলার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। পথটার ওপর ছাদ থেকে ঝুলছিল মাকড়সার জাল। দু'জনে সেই পথের শেষ দিকে দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছল।

সেখান থেকে তারা দেখলো, দরজাটার ওপাশ থেকে আবার দু'দিকে গেছে দু'টো পথ। তবে পথ দু'টো কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে, তা জানা না থাকলেও ডিকের মন যে-পথে যেতে চাইল, সে-পথ ধরেই ডিক ও জোয়ানা চলল।

পথটা গেছে ছাদের ওপর দিয়ে। তার দু'পাশের দেয়ালের গায়ে এখানে ওখানে ছ্যাঁদা। ডিক একটা ছ্যাঁদায় চোখ লাগিয়ে দেখলো, নিচের ঘরে বেদীর সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পাদরী অলিভার প্রার্থনা করছেন।

এই পথটার শেষের দিকে ছিল কয়েকটা সিঁড়ি। দু'জনে পথটা পার হয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। পথ ক্রমেই সরু হয়ে গেছে। তার একদিকের দেয়াল কাঠের। তার ভেতর দিয়ে লোকের কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। দেয়ালের জোড়ের ভেতর দিয়ে আসছিল আলো। তারা মনে করেছিল এই পথটা দিয়ে তারা কোথাও বেরিয়ে পড়তে পারবে কিন্তু সেটার একেবারে শেষ দিকে গিয়ে তারা দেখতে পেল, সেখানে পাথরের দেয়াল ছাড়া আর কিছু নেই। তার কাঠের দেয়ালটার এক জায়গায় বেশ বড় একটা গর্ত ছিল। তার ভেতর দিয়ে একটা মানুষ বেশ সহজেই গলে যেতে পারে।

ডিক দেখলো, ওপাশে রয়েছে একটা ঘর। সেই ঘরে টেবিলের কাছে বসে সৈন্যরা খাচ্ছে। কাজেই সেখান দিয়ে পালাবার আশা করা বৃথা।

দু'জনে তাই আবার ফিরে চলল সেই দরজাটার দিকে যেখান থেকে আর একটা পথ গেছে আর একদিকে।

এই পথটা আবার এত সরু যে, একটা লোক স্বচ্ছন্দে তার ভেতর দিয়ে যেতে পারে না। তার ভেতরে আবার সিঁড়ি কখনও উঠেছে, কখনও নেমেছে। চলতে চলতে দু'জনেরই দিক ভুল হয়ে গেল। তারা যত যায়, পথটা হয় তত সরু। এক জায়গা থেকে সিঁড়িগুলো কেবলই নেমে গেছে নিচের দিকে। দু'পাশের দেয়ালও ভেজা ও পেছল। সামনের দিক থেকে তাদের কানে এলো ইঁদুরের চলাফেরার শব্দ আর ডাক।

'আমরা নিশ্চয়ই অন্ধকূপে পড়েছি।'

'তবুও বার হবার পথ পেলাম না।'

'না, বার হবার পথ নিশ্চয়ই কোথাও আছে।'

তার একটু পরেই তারা একটা মোড়ে এসে পৌছল। দু'জনে মোড় ঘুরতেই দেখল—সামনে গোটা-কয়েক সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে। সিঁড়িটার ওপর দরজার পাল্লার মতো বসানো রয়েছে একটা প্রকাণ্ড পাথর।

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাথরটাকে কাঁধ লাগিয়ে যথাসাধ্য ঠেলা দিল। কিন্তু পাথরটা একটুও নড়ল না।

ডিক বললো, 'আর উপায় নেই। আমরা দু'জনে এখানে বন্দী। এস, এই সিঁড়ির ওপর বসে একটু গল্প করি। একটু পরে আবার ফিরে যাব। হয়তো ওরা তখন একটু অন্যমনস্ক হবে, সেই ফাঁকে পালাব। আর যদি তা না হয়, তবে এই শেষ।'

'তোমার মতো আমারও কেউ নেই—না মা, না বাবা। আমার অভিভাবক হচ্ছেন ফক্সহ্যাম। জমিদার ডানিয়েল তাঁর শত্রু। আমার বিয়ে দিতে পারলে অনেক টাকা পাওয়া যাবে। সেইজন্য ফক্সহ্যাম আর জমিদার ডানিয়েল নিজের নিজের পছন্দমতো আমার বিয়ে দিতে চাইছেন। জমিদার ডানিয়েল আমাকে একদিন সকালে আমাদের বাগান থেকে হঠাৎ বন্দী করে পুরুষের পোশাক পরিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে এখানে নিয়ে আসেন—সে-কথা তো তোমাকে আগেই বলেছি। কেবল বলিনি তখন আমি ছেলে নই—মেয়ে।'

ডিক বললো, 'ঐ শোন! কে যেন এদিকে আসছে।'

বাস্তবিকই তখন ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল। লোকটা সরু পথটা দিয়ে তাদের দিকে আসছে। ইঁদুরগুলো চারদিকে ছুটে পালাচ্ছে।

ডিক দেখে নিল সে কোথায় আছে। পথটা হঠাৎ মোড় ঘুরে যাওয়ায় তার কিছু সুবিধা হয়েছে। এখন সে দেয়ালে পিঠ দিয়ে একটু নিরাপদে লোকটাকে তীর মারতে পারে। তবে আলোটা রয়েছে তার খুব কাছে। সে ছুটে গিয়ে আলোটা তুলে নিলো এবং পথটার প্রায় মাঝখানে সেটা বসিয়ে রেখে আগের জায়গাতে ফিরে এসে বসল।

তার একটু পরেই পথের একেবারে শেষ দিকে দেখা গেলো তীরন্দাজ বেনেটকে। দেখে মনে হল, সে একা আসছে। তার হাতে রয়েছে একটা জ্বলন্ত মশাল। সেই আলোতে তাকে তীর মারা খুব সোজা।

ডিক বলে উঠল, 'দাঁড়াও বেনেট, তুমি যদি আর এক-পা এগোও তাহলে মরবে।'

বেনেট অন্ধকারের দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললো, 'তাহলে তুমি, এখানে? কিন্তু তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না তো? সাবাস—ডিক! তুমি বড় বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ, আলোটা রেখেছ তোমার আগে। অবশ্য আমাকেই মারবার জন্যে তুমি কাজটা করলেও দেখে সুখি হলাম যে, আমার শিক্ষায় তোমার লাভ হয়েছে। কিন্তু তুমি এখানে কি করছ? তোমার একজন পুরনো উপকারী বন্ধুকে মারবেই বা কেন? তোমার কাছে কি সেই মেয়েটা আছে?'

'বেনেট, আমি এখন তোমাকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করব। আমার জীবন এমন বিপন্ন হয়েছে কেন? কেন এরা আমাকে হত্যা করতে চায়?'

'ডিক, আমি তোমাকে কি বলেছিলাম? তুমি নির্ভীক কিন্তু সরল।'

'তুমি দেখছি, সবই জান। বুঝছি, আমার দিন শেষ হয়েছে। কিন্তু আমি এখানেই থাকব। ইচ্ছে হলে জমিদার এসে যেন আমাকে এখান থেকে নিয়ে যান।'

'দেখ, তুমি কোথায় কিভাবে আছ সে-কথা বলবার জন্যে আমি জমিদার ডানিয়েলের কাছে ফিরে যাচ্ছি। সত্যিই তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে খুঁজে বার করতে। কিন্তু তুমি যদি বোকা না হও, তাহলে আমরা ফিরে আসবার আগেই এখান থেকে চলে যাবে।'

'চলে যাব! কি করে? যদি পথ জানতাম, এখনই যেতাম। হয়ত, পালাবার পথ ওখান দিয়ে আছে, কিন্তু ওই পাথরটা কিছুতেই সরাতে পারছি না।'

বেনেট বললো, 'ঐ কোণটায় হাত ঢুকিয়ে দেখ, ওখানে কি পাও। পাশের ঘরটাতে দড়ি আছে। বিদায়!' বলেই তীরন্দাজ বেনেট মোড় ঘুরে নিমেষে অদৃশ্য হল।

ডিকও তৎক্ষণাৎ এসে আলোটা তুলে নিয়ে বেনেটের ইঙ্গিতমতো কাজ আরম্ভ করল।

পাথরটার পাশে ছিল গভীর গর্ত। সে তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে দিল। তার হাতে ঠেকল একটা লোহার ডাণ্ডা। ডাণ্ডাটা ধরে সে ওপর দিকে খুব জোরে ঠেলা দিল। তাতে ফট্ করে একটা শব্দ হল, সেই সঙ্গে পাথরটা গেল সরে এবং তার নিচে একটা গর্ত দেখা গেল।

দু'জনে পাথরটা ধরে আরো ওপর দিকে ঠেলে দিতেই ওপাশে একটা ছোট ঘর চোখে পড়ল। সেই গর্তের ভেতর দিয়ে তারা গিয়ে ঢুকল ঘরটায়।

ঘরটার একদিক খোলা। তার পাশে উঠোন। উঠোনে দু-তিনজন লোক দাঁড়িয়ে কয়েকটা ঘোড়াকে ডলাই-মলাই করছে। দেয়ালের গায়ে দু'টো আংটায় বসানো রয়েছে দু'টো মশাল। তাদের আলো শীতের বাতাসে কাঁপছে। তার ফলে সাদা উঠোনটাতে চলেছে আলো-ছায়ার খেলা।

পাছে উঠোনের সহিসরা দেখতে পায় এই ভয়ে, ডিক তার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে বারান্দা দিয়ে সামনের ঘরটার দিকে চুপি-চুপি এগিয়ে চলল।

বার

তারা যে ঘরে গিয়ে ঢুকল, সেটা বেশি বড় নয়। ঘরের এক কোণে খুব ছোট একটা আলো জ্বলছিল।

সেই আলোয় তারা দেখল, ঘরের জানালাটার কাছে খুব ভারী একটা ওক-কাঠের সঙ্গে বেশ শক্ত ও মোটা একগাছা দড়ি বাঁধা রয়েছে। বাকী দড়িটা তাল পাকিয়ে খাটটার ওপর পড়ে আছে।

ডিক দড়ির তালটা তক্ষুণি হাতে নিয়ে তার খোলা দিকটা জানালা দিয়ে নিচে নামিয়ে দিতে লাগল। বাইরে গাঢ় অন্ধকার।

জোয়ানা দাঁড়িয়ে আছে ডিকের পাশে। সমস্ত অবস্থাটা বিবেচনা করে তার কেমন যেন ভয় হচ্ছে। দড়ির অনেকটা তখনও রয়েছে ডিকের হাতে।

সে বলে উঠল, 'এত নিচে ডিক ? আমি এতটা নামতে পারব না; নিশ্চয়ই পড়ে যাব।'

তার কথায় ডিক চমকে উঠল। অমনি তার হাত থেকে দড়ির তালটা নিচে পানিতে গিয়ে পড়ল ঝপ্ করে।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রাচীরের উপর থেকে প্রহরী ভারী গলায় হাঁক দিলো, 'কে ওখানে ?'

'এবার আর রক্ষা নেই! শীগ্‌গির দড়িটা ধরে নিচে নাম।'

সেখান থেকে সরে গিয়ে জোয়ানা বলে উঠল, 'আমি পারব না।'

'তুমি যদি না পার, আমিও পারব না। তোমাকে ছাড়া আমি জলাটা পার হব কি করে ? তুমি আমাকে পরিত্যাগ করছ ? সঙ্গে যাবে না ?'

'ডিক, আমি পারব না। আমার শক্তি নেই।'

'তাহলে দু'জনেই মারা যাব।' বলেই ডিক উত্তেজিতভাবে মাটিতে পা ঠুকল। তারপর কারো পায়ের শব্দ শুনে সে তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেল কিন্তু খিল লাগাবার আগেই এক জোড়া বলিষ্ঠ হাত এসে এক ধাক্কায় দরজাটা খুলে ফেললো।

লোকটার সঙ্গে ক্ষণিকের জন্য ডিকের ধস্তাধস্তি হল। শব্দ শুনে আরো কতকগুলো লোক ছুটে এল। ডিক তখন জানালাটার কাছে ছুটে গেল।

সে দেখলো, জোয়ানা সেখানে একধারে প্রায় অচেতন হয়ে পড়ে আছে। তার দেহটা সে তুলে ধরল কিন্তু তার কাছ থেকে কোনই সাড়া পেল না—যেন তাতে কোন প্রাণ নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে যে লোকগুলো ঘরে ঢুকেছিল, তারা ছুটে এসে ডিককে চেপে ধরল। ডিক তার কিরীচটা একজনের বুকে বসিয়ে দিল। বাকি সকলে ভয়ে

গেল সরে। সেই অবসরে ডিক একলাফে জানালায় গিয়ে দড়িটা ধরে বাইরে ঝুলে পড়ল।

সারা দড়িটাতে গাঁট বাঁধা। তাতে নামা সুবিধার হলেও সে এত তাড়াতাড়ি সেটা ধরে নামছিল যে, দড়িটা তাকে নিয়ে শূন্যে ঘুরতে লাগল। তা ছাড়া, ওপর থেকে দড়ি ধরে নিচে নামতেও সে তেমন অভ্যস্ত নয়, তাই তার হাত দুটো ছিলে গেল, মাথাটা একবার পাথরের দেয়ালে এসে লাগল, আবার শূন্যে ঝুলে পাক খেতে লাগল। তার কানের পাশ দিয়ে সোঁ-সোঁ করে বাতাস ছুটে চলল।

সে তাকিয়ে দেখল, তার মাথার ওপর তারাভরা আকাশ। চারদিকে অন্ধকার। নিচে পানিতে পড়েছে তারার ছায়া। সে ঘুরতে-ঘুরতে অনেকটা নিচে নেমে গেলেও পানিতে নামবার আগেই হাত থেকে দড়িটা ফস্কে গেল। সে নিচে বরফের মতো ঠাণ্ডা পানির মধ্যে ঝপাং করে পড়ল।

অথৈ পানিতে পড়ে হাবুডুবু খেতে খেতে তার হাতে ঠেকল দড়িটা; দড়িটা তখনও দুলছিল। তার গায়ে ঠেকল পিপের মত একটা জিনিস; তখনই শক্ত করে দড়িটা ধরে সে পিপেটার গায়ে হাতড়াতে লাগল। পিপের দু'পাশে বড় বড় দু'টো কড়া লাগানো রয়েছে দেখতে পেল সে। তখন দড়িটা ছেড়ে দিয়ে সেই বড় বড় দু'টো কড়া ধরে সে পানিতে ভাসতে লাগল। সে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল, ওপরে জ্বলছে কতকগুলো মশাল, এক জায়গায় রয়েছে এক পাত্র জ্বলন্ত কয়লা। মশালের আলোয় দেখা যাচ্ছে, ওপরে প্রাচীরের কাছে কতকগুলো মুখ। মুখগুলো এদিক-ওদিক ঘুরছে-ফিরছে। তারা তাকে খুঁজছে, দেখবার চেষ্টা করছে কিন্তু ওপরের আলো নিচে পৌঁছুচ্ছে না—তাই সে তাদের চোখে পড়ছে না।

অতি কষ্টে পিপের কড়া ধরে পানির ওপর ভেসে থেকে সেই পিপেটাকে অবলম্বন করে পারের দিকে এগোতে লাগল। সে সাঁতার জানে না, এই পিপেটাই ভরসা। এক একবার ডুবে যাচ্ছে, আবার উঠছে। কিন্তু পিপের কড়া দু'টো ঠিক ধরে আছে, তাই রক্ষা। এমনি করেই সে গিয়ে পৌঁছল প্রায় তীরের কাছে। সামনে জংলা-গাছের ঝোপ। গাছের ডালগুলো এগিয়ে এসেছে পানির মাঝখানে।

সে হাঁফাতে-হাঁফাতে একটা ডালের আগা চেপে ধরে দম নিতে লাগল।

ওদিকে ওপরে যারা ছিল তারা তাকে দেখতে না পেলেও পানির শব্দে বুঝতে পারল, সে কোথায়। তারা শব্দ লক্ষ্য করে ওপর থেকে তীর ছুঁড়তে লাগল। তীরগুলো পানিতে পড়তে লাগল ঠিক শিলাবৃষ্টির মতো।

হঠাৎ ওপর থেকে একটা জ্বলন্ত মশাল নিচের দিকে ছুটে এলো এবং সেটা গিয়ে সোজা হয়ে পড়ল পাড়ের কাদার ওপর। সেই মশালটা কাদায় আটকে জ্বলাতে নিচের অন্ধকার খানিকটা দূর করে দিল। ওপরে যারা ছিল, তারা এবার তাকে পরিষ্কার দেখতে পেল। কিন্তু ডিকের সৌভাগ্য যে, মশালটা একটু পরেই কাৎ হয়ে পানিতে পড়ে নিমেষে নিভে গেল। ডিকও লোকগুলোর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ ডাল ধরে গাছের নিচে গিয়ে তীরে উঠল। তবুও সে রক্ষা পেল না, একটা তীর এসে লাগল তার কাঁধে।

যন্ত্রণায় তার শক্তি যেন বেড়ে গেল! সে ডাঙায় উঠেই ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে সেই অন্ধকারে দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটল।

সে ছুটছে আর তার পিছনে বাতাসে শিস দিয়ে গাছপালার ভেতর থেকে তীর এসে পড়ছে; কিন্তু কোনটাই আর তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। সে একবার ফিরে দেখল—ঐ গাছপালার ফাঁক দিয়ে মোট-হাউসের মাথায় জ্বলছে মশাল। সেদিকটা মশালের আলোয় লাল হয়ে আছে।

সে আরও কিছুদূর গিয়ে অবসন্ন দেহে একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। তার পোশাক থেকে পানি ঝরছে, ঘাড়ের ক্ষত থেকে রক্ত বার হচ্ছে, দু'হাত ছড়ে গেছে। সে আর চলতে পারছে না।

তবুও সে মুক্ত। তবে দুঃখ জোয়ানা এখনও আছে জমিদার ডানিয়েলের কবলে। কিন্তু তার জন্যে তো সে দায়ী নয়। সে তাকে আনবার বহু চেষ্টা করেছিল।

জোয়ানা জমিদার ডানিয়েলের কবলে আছে ঠিকই কিন্তু মেয়ের ওপর অত্যাচার তিনি করবেন না। তিনি এইটুকু করবেন, দু-এক দিনের মধ্যেই জোয়ানার বিয়ে দিবেন। তবে দেখা যাক, শেষ অবধি কি হয়। তবে প্রতিশোধ সে নেবেই।

সে আর না এগিয়ে সেখানেই বসে পড়ল। তার চারদিকে ঝোপ-জঙ্গল। অন্ধকার রাত। ক্রমে তার চোখ দু'টো বন্ধ হয়ে এল। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

তারপর তার যখন ঘুম ভাঙল, তখনও বনের অন্ধকার ভাল করে কাটেনি। সে আধো-ঘুম, আধো-জাগরণের মাঝে সেখানে বসে রইল। রাতের কথা তার স্বপ্নের মতো মনে পড়ছে। তার চারদিকে যা আছে, তা যেন ছায়া।

ক্রমে আরও আলো হল। এবার তার ঘুম চলে গেল কিন্তু অবসাদ দূর হল না। সে বসে-বসে সামনের দিকে তাকিয়ে দেখল—একটা ওক গাছের ডাল থেকে কি যেন ঝুলছে। কি ওটা? তার কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠল।

সে উঠে দাঁড়াতেই বুঝতে পারল জিনিসটা—একটা মানুষের দেহ। বাতাসে দেহটা দুলছে। সে আলস্য দূর করে আস্তে-আস্তে লোকটার কাছে গিয়ে তাকে চিনতে পারল। সে হচ্ছে স্যার ডানিয়েলের দূত। কাল রাতে যে-ঘর থেকে সে দড়ি ধরে নিচে নেমেছিল, সেই ঘর থেকেই তার একটু আগে এই লোকটাই গোপনে বার হয়। তারপর বুনোদের হাতে পড়ে তার এই অবস্থা হয়েছে। লোকটা যাচ্ছিল রাইজিংহ্যামের শত্রুর কাছে জমিদার ডানিয়েলের চিঠি নিয়ে। চিঠিটা তখনও পড়েছিল গাছের গোড়ায়। বুনোরা নিশ্চয়ই সেটা দেখতে পায়নি।

ডিক সেটা তুলে নিয়ে তার নিজের পকেটে রেখে আবার চলতে লাগল। ভাবলো, চিঠিটা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে। কিন্তু চলবার শক্তি তার আর নেই। সে চলে আর মাঝে-মাঝে দাঁড়ায়। এমন করেই ঝোপ-জঙ্গল ঠেলে, গাছ ধরে সে গিয়ে উঠল বড় রাস্তায়।

অমনিই কে যেন রুক্ষ স্বরে বললো, 'দাঁড়াও!'

'দাঁড়াও ? আমার দাঁড়াবার আর শক্তি নেই—পড়ে যাচ্ছি!'

সত্যিই সে আর দাঁড়াতে পারল না, সেখানে লম্বা হয়ে পড়ে গেল।

ঠিক তখনই পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এলো সবুজ পোশাকপরা দু'টি লোক। তাদের পিঠে লম্বা ধনুক, তূণভরা তীর ও কোমরে ছোট তলোয়ার।

দু'জনের মধ্যে অল্পবয়স্ক লোকটি বললো, 'ললেশ এ যে দেখছি ডিক!'

'হ্যাঁ, একে পেলে কর্তা খুব খুশি হবে।'

'এর ঘাড়ে দেখছি ক্ষত! কে করলো ? আমাদের দলের কেউ যদি এ কাজ করে থাকে, তাহলে সর্বনাশ! এলিস তাকে আস্ত রাখবে না।'

ললেশ বললো, 'বাচ্চাটাকে আমার পিঠে তুলে দাও।'

অন্য লোকটি ডিককে ললেশের পিঠে তুলে দিল।

ললেশ যেতে যেতে বললো, 'তুমি তোমার জায়গায় থেকো—আমি একে নিয়ে একাই যাব।'

সে তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। ললেশ ডিককে নিয়ে উৎরাই ভেঙ্গে নামতে লাগল। ডিক কতকটা অচেতনের মতো ললেশের পিঠে রইল। সেখান থেকে কিছুদূরে ছিল একটি সরাই। এলিস ডাকওয়ার্থ সেখানে বসে জমিদার ডানিয়েলের প্রাসাদের কাছ থেকে রসিদ নিয়ে খাজনা আদায় করছিল। তারা নিরুপায়ের মতো তাকে খাজনা দিচ্ছিল আর বলছিল, 'জমিদারকেও আবার আমাদের খাজনা দিতে হবে।'

এমন সময় এলিসের কাছে ললেশের পৌঁছানোর খবর গেল।

এলিস প্রজাদের বিদায় দিয়ে ডিককে নিয়ে সরাইয়ের একেবারে ভেতর দিকে একটা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তার ক্ষতে তখনি ওষুধ লাগিয়ে দেয়া হল এবং অল্প সেবা-শুশ্রূষার পর ডিকের পূর্ণ চেতনা ফিরে এল।

এলিস বললো, 'বাবা ডিক, তোমার আর ভয় নেই। তুমি বন্ধুর কাছে রয়েছ। যারা তোমার বাবাকে ভালবাসত; তারা তোমাকেও ভালবাসে। এখন একটু বিশ্রাম কর। তারপর তোমার কাছ থেকে সব কথা শুনব।'

দুপুরের দিকে এলিস আবার এলো তার কাছে। ডিক তাকে মোট-হাউস থেকে পলায়ন, জোয়ানার বর্তমান অবস্থা—সব ঘটনাই জানালো।

এলিস বললো, 'এবার আর রক্ষা নেই। ওর মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।'

ডিক জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কি মোট-হাউস আক্রমণ করবেন ?'

'পাগল! ওর হাতে এখন অনেক লোক। আমারও তীরন্দাজরা আছে কিন্তু সবাইকে নিয়ে আমরা এখন সরে পড়ব। ওকে এখন একটুও বাধা দেব না।'

'জোয়ানার জন্যে আমার বড় ভাবনা হচ্ছে।'

'ও, সেই মেয়েটি! ভয় নেই। তোমাকে ছাড়া তার বিয়ে আর কারো সঙ্গেই হবে না। নিশ্চিন্ত থাক। জমিদারের মৃত্যু নিশ্চিত।'

তার দু'দিন পরে, জমিদার ডানিয়েল চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়ে টানস্টালের বনে গেলেন। কিন্তু কোথাও কোন বাধা পেলেন না, শত্রু বা মিত্র বলে বনের কোথাও কাউকে চোখে পড়ল না। যেন বনটা চিরদিনই এমনই বিপদমুক্ত। এতদিন তিনি দেখছিলেন বিপদের স্বপ্নমাত্র!

কিন্তু সে দিনেই পথে একটি লোক এসে তাঁকে একটা চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটা পাঠিয়েছে ডিক; সে লিখেছে—

'আমার পিতার রক্ত তোমার হাতে লেগে আছে, তা কোনদিন মুছবে না। আমি প্রতিশোধ নেবই। আমার হাতে তোমার মৃত্যু। আর একটি কথা—জোয়ানার যদি কারো সঙ্গে বিয়ে দাও, তাহলে বুঝবে সেদিনই তুমি কবরে একটা পা দিয়েছ।'

চিঠিটা পড়তে-পড়তে ডানিয়েলের মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল।

তেরো

কয়েক মাস পরের কথা। সমুদ্রের কাছে ছোট একটি শহরে ডিক এসেছে তার বন্য সহচরদের নিয়ে ছদ্মবেশে জোয়ানার খোঁজে।

মাঝারি গোছের শহর। সেখানে তখন অনেক বড় বড় লোক এসেছিলেন তাঁদের সশস্ত্র অনুচরবর্গ নিয়ে। তাঁদের মধ্যে জমিদার ডানিয়েলও এসেছিলেন ষাটজন বাছা-বাছা সৈন্য সঙ্গে করে। তাঁর অবস্থা আবার ফিরেছে। আবার তিনি টাকার মালিক হয়েছেন।

ডিক সংবাদ পেয়েছে জমিদার ডানিয়েল জোয়ানাকে সমুদ্রের কাছে একটি বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছেন। কিন্তু বাড়িটার ভেতর বাইরে সশস্ত্র কড়া পাহারা। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করা একরকম অসম্ভব।

তবু সে একদিন তার অনুচরদের নিয়ে রাতের অন্ধকারে বাড়িটা আক্রমণ করলো। তার সঙ্গে যোগ দিলেন, জমিদার ডানিয়েলের শত্রু লর্ড ফক্সহ্যাম—জোয়ানার যিনি অভিভাবক।

অন্ধকারে তুমুল যুদ্ধ হল। ছোরা, বর্শা, তলোয়ার, কিড়াল, তীর যথেচ্ছ চলল। দু'পক্ষেই বেশ কতগুলো লোকের জীবন গেল। ডিক জোয়ানাকে উদ্ধার করা তো দূরের কথা, তার কাছেই যেতে পারল না। সে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে, স্থলপথে আক্রমণের আশা ছেড়ে দিল। সে বুঝলো, স্থলপথে আক্রমণে কোন লাভ নেই।

শহরটা সমুদ্রের কাছে। তখন সেখানে জাহাজও ছিল অনেকগুলো। শীতকাল বলে সমুদ্র-যাত্রায় নাবিকদের বিশেষ তাড়া ছিল না। তারা অনুকূল বাতাসের অপেক্ষায় সেখানে অপেক্ষা করছিল।

ডিক ঠিক করলো, একটা জাহাজ হাত করে সমুদ্রপথে রাতের অন্ধকারে তীরে নেমে, সেখান থেকে বাড়িটা আক্রমণ করবে। কিন্তু একটা মুস্কিল দেখা দিলা—জাহাজটা চালাবে কে, আর কি করেই বা জাহাজ যোগাড় করা যায়?

শেষে মাঝি ও জাহাজ দু-ই পাওয়া গেল।

এলিসের দলের ললেশ লোকটা ছিল সর্বগুণধর। সে এক সময়ে পাদরী হবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ধর্মপথে চলা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তারপর যায় জাহাজে নাবিকের কাজ করতে। সেখানেও টিকে থাকতে পারেনি। শেষে ডাকওয়ার্থের দলে যোগ দিয়ে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করে এবং একজন দুর্ধর্ষ দস্যু হয়ে ওঠে—সে-ই নিলো জাহাজ চালাবার ভার।

রাতের অন্ধকারে ডিকের দল জাহাজে চড়ে সমুদ্রপথে ঘুরে এসে এক জায়গায় নেমে সেই বাড়িটাকে অতর্কিত আক্রমণ করলো। তবুও সফলকাম হল না। আবার তার পক্ষের কতকগুলো লোক মারা গেল। সে রণে ভঙ্গ দিয়ে জাহাজে চড়ে পালালো।

দুর্ভাগ্যবশত সেদিন সমুদ্র ছিল অশান্ত। প্রবল বেগে বাতাস বইছিল। জাহাজ নিয়ে সমুদ্র ঢেউয়ে-ঢেউয়ে আছড়াতে লাগল। এক সময় মনে হল, জাহাজটা বুঝি ডুবে যায়। ডিকের লোকদের মধ্যে কেউ নাবিক ছিল না। সেইজন্য সমুদ্রের অবস্থা দেখে সবাই ভয়ে অস্থির হয়ে পড়লো। তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করল। ললেশ হাল ধরে জাহাজ পরিচালনা করছিল। তারা মনে করলো, ললেশ তাদের ডুবিয়ে মারবে; তাই তারা তাকে গিয়ে আক্রমণ করলো।

ললেশ তাদের আচরণে একটুও ভীত হল না। বললো, 'বেশ, তবে তোমরা চালাও; আমি হাল ছেড়ে দিলাম।'

সে সত্যিই হাল ছেড়ে দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়াল। সঙ্গে-সঙ্গে সমুদ্রও জাহাজটাকে নিয়ে যেন ইচ্ছা করেই খেলা করতে লাগল। তখনকার অবস্থা হল আরও শোচনীয়। সবাই একেবারে পাগলের মতো আচরণ করতে লাগল।

কয়েকজন গিয়ে ললেশকে আক্রমণ করলো। ডিক ও ললেশ তাদের দু'টোকে শেষ করে দিল।

ডিক বললো, 'ওরা যা বলে বলুক। ললেশ, তুমি জাহাজ চালাও। না হলে আমরা সবাই ডুবে মরব।'

ললেশ তার কথায় আবার হাল ধরে বহু কষ্টে জাহাজটাকে বন্দর থেকে দূরে এক জায়গায় ভিড়িয়ে নেমে গেল। জাহাজটার অবস্থা যে কি হল, সেদিকে আর কেউ দৃষ্টি দিল না।

তারা যেখানে নামল, সে জায়গাটা শহর থেকে মাইল দশেক দূরে। সেখান থেকে হলিউড বেশি দূর নয়।

ডিকের কাছে টাকাকড়ি যা ছিল, সব তার লোকজনদের মধ্যে বিতরণ করে সে চলল ললেশের সঙ্গে। এতদিনে জাহাজে থেকে সে বুঝতে পেরেছে, ললেশের মতো সঙ্গী এই সব বেপরোয়াদের মধ্যে সে আর একটিকেও পাবে না। ললেশ বুদ্ধিমান, ধীর ও নির্ভীক। তার সবচে' বড় গুণ হচ্ছে বিশ্বস্ততা।

সে আর ললেশ বনের মাঝ দিয়ে চলছে। দু'জনেই ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত। এদিকে অবিরাম তুষারপাত হচ্ছে। গাছপালা, বাড়ি-ঘর, পথ-ঘাট সব তুষারের আবরণে

সাদা ও সুন্দর দেখাচ্ছে; কোন-কোন জায়গায় বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। এমন সময় লোকালয় থেকে দূরে, বিশেষ করে বনে চলা খুবই বিপজ্জনক।

কিন্তু ললেশ বন্য প্রকৃতির মানুষ। বনের প্রত্যেকটি গাছ তার চেনা, প্রত্যেকটি ঝোপ তার আপনার। সে যেন গাছগুলোর কাছেই পথ জিজ্ঞেস করতে করতে তুষারের মাঝ দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

বনের মধ্যে মাইলখানেক গিয়ে কয়েকটা প্রকাণ্ড প্রাচীন ওক গাছের তলায় ললেশ ডিককে নিয়ে থামল। এখানে কয়েকটা পথ কয়েক দিক থেকে এসে মিশেছে।

ললেশ বললো, 'মাস্টার, আমি বুনো। আমার মতো লোকের অতিথি হবার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই। তোমাকে এক পেয়ালা মদ আর খানিকটা আগুন দিতে পারি মাত্র। তাতে তোমার শীতে জমাট বাঁধা শরীরটা গরম ও তাজা হয়ে উঠবে।'

ডিক বললো, 'ধন্যবাদ! এখন এক পেয়ালা মদ ও খ্যানিকটা আগুন পেলে এই তুষার ভেঙে আমি অনেক দূর যেতে পারি।'

ললেশ পাতাহীন ডালগুলো সরিয়ে সামনে আরও কিছুদূর এগিয়ে গেলো এবং একটা প্রায়-খাড়া গুহার মুখে গিয়ে থামল। তার কিছুটা অংশ তুষারে ভরে গিয়েছিল। জায়গাটার ওপর একটা বড় গাছ কাৎ হয়েছিল। চারদিকে ঘন ঝোপ-ঝাড়।

ললেশ ঝোপটা ঠেলে সেই গুহার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাছটা কোন এক কালে প্রবল ঝড়ে প্রায় উপড়ে যায়, কিন্তু একেবারে পড়ে যায়নি। তার প্রকাণ্ড গোড়াটা সে সময় অনেকটা মাটি তুলে ফেলেছিল। ফলে সেখানে একটা বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। ললেশ সেই গর্তটা খুঁড়ে আরও বড় করে একটি গর্ত তৈরি করাল।

ওর পেছনে-পেছনে ডিকও গিয়ে ঢুকল গর্তটার মধ্যে। গর্তটার মুখে তুষার জমে আছে এবং সেখান থেকে নিচে গর্তের মেঝেতে গিয়ে পড়েছে। তবুও বাইরের চেয়ে ভেতরটা বেশ গরম।

ডিক দেখলো, ভেতরের দেয়ালগুলো আগুনে কালো হয়ে গেছে। কিছু দূরে রয়েছে একটা কাঠের বেশ বড় ও মজবুত সিন্দুক।

ভেতরে ডালপালা জড় করা ছিল। ললেশ পাথর ঠুকে আগুন জ্বালালো। চড়চড় শব্দে ডালপালা জ্বলতে আরম্ভ করল।

ডিকও সে আগুনে হাত-পা সেঁকে নিতে লাগল।

ললেশ বললো, 'ডিক, এই আমার বাড়ি, এই আমার ঘর। আমি এখানে আগুনের কাছে একা বসে থাকি আর গুহার মুখে পাখীর ঝাঁক গান গায়। আমি সে গান শুনে বড় খুশি হই। আমার স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। যেখানেই আমি যাই, আবার এখানেই ফিরে আসি। যদি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা হয়, আমি যেন এখানেই মরি।'

'জায়গাটি বেশ গরম, আর বেশ আরামের। সহজে কারো চোখে পড়বে না।'

'যদি কেউ খুঁজে পায়, তাহলে আমার বুক ভেঙ্গে যাবে। আচ্ছা, এবার আমার মদের ভাঁড়ারটা দেখ।' বলে মেঝের বালি খুঁড়ে একটা খুব বড় চামড়ার বোতল বার করলো। তারপর দু'জনে তা থেকে খানিকটা মদ খেয়ে আগুনের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। সুরায় আর আগুনে অল্পক্ষণের মধ্যে দু'জনে চাঙ্গা হয়ে উঠল।

ললেশ বললো, 'ডিক, সমুদ্রের ধারের বাড়িতে খুব সম্ভব জোয়ানা নেই। আমার কথা শোন। আর কোথাও না গিয়ে চল, জোয়ানার খোঁজে যাই।'

ডিক বললো, 'সে বোধ হয় আছে জমিদার ডানিয়েলের বাড়িতে।'

'চল, দু'জনে সেখানেই যাব।'

'কি করে? সে তো শত্রুপুরী।'

'তা হোক, সেখানেই যেতে হবে। তার ভেতর থেকে মেয়েটিকে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে পালিয়ে আসবো।'

ডিক অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'বুঝতে পারছ না? আচ্ছা।'

সে সিন্দুক খুলে পাদরীর পোশাক, রঙ ও একটা পেনসিল বার করলো।

তারপর বললো, 'তুমি পরবে একটা, আমি পরব আর একটা। জান তো, এক সময়ে পাদরী হতে গিয়েছিলাম। ও-বিদ্যাটার কিছু কিছু আমার জানা আছে। নাও, এটা পরে ফেল।'

ডিক একটা পাদরীর পোশাক পরলো।

ললেশ তার মুখে, চোখে আর গালে রঙ ও পেনসিলের দাগ দিয়ে সিন্দুক থেকে একখানা ছোট আয়না বার করে বললো, 'দেখ দেখি, লোকটাকে চিনতে পার কিনা।'

আয়নাতে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দেখে ডিক চমকে উঠল। নিজের চেহারাকেই সে চিনতে পারলো না।

ললেশও তার মতো সাজ-গোজ করে জামার ভেতর একগোছা কালো তীর পুরে রাখলো।

ডিক বললো 'ধনুক নেই, শুধু তীর দিয়ে কি হবে?'

'তীরগুলো আমাদের দলের চিহ্ন, তাই নিলাম।'

তারপর দু'জনে বেরিয়ে গেল। দ্রুত পায়ে হেঁটে চলল সেই মাঝারি আকারের শহরটার দিকে যেখানে জমিদার এসে বাসা বেঁধেছিলেন।

চৌদ্দ

তারা কখনো চলে বড় রাস্তা ধরে, কখনো চলে বনের কাছ দিয়ে, কখনো বা গ্রামের পথে। একটি গ্রামে একটি চাষীর বাড়ির কাছে এসে ললেশ জানালায় উঁকি মেরে ঘরের ভেতরটা দেখে নিয়ে বললো, 'এখানেই আমাদের ছদ্মবেশের পরীক্ষা হবে।'

সে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল, ডিকও তার পিছনে-পিছনে চলল।

ঘরে একটা টেবিলের কাছে বসে তাদেরই দলের তিনজন গোগ্রাসে গিলছিল রুটি আর মাংস। তাদের ছোরাগুলো পাশেই টেবিলের ওপর খাড়া হয়ে রয়েছে। তারা বাড়ির লোকজনদের দিকে এমন রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল, তাতে মনে হল,

তারা সেখানে জোর করে অতিথি হয়েছে। পাদরি দু'জন ঘরে ঢুকতেই তারা তাদের দিকেও ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল। তাদের একজন বলে উঠল, 'আমরা ভিখারীদের পছন্দ করি না।'

আর একজন বললো, 'দেখ, আমরা শক্তিশালী বলে কেড়ে নিচ্ছি, ওরা দুর্বল বলে চাইতে এসেছে।' তারপর ওদের দু'জনের দিকে লক্ষ্য করে বললো, 'তোমরা ওর কথায় কিছু মনে করো না। এস, আমার পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আমাকে একটু আশীর্বাদ কর।'

ললেশ বলে উঠল, 'তোমার মতো লোকের সঙ্গে আমি খাব! যেন আমার ভাগ্যে কখনো তা না ঘটে; কারণ তোমরা পাপী। পাপীদের ওপর আমার দয়া হয়। তোমাদের আত্মার সদগতির জন্যে আমি একটা চিহ্ন রেখে যাচ্ছি। তোমরা এটিকে সযত্নে রেখো।'

কথাটা শেষ করে জামার ভেতর থেকে একটা কালো তীর বার করে সে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলেই ডিকের হাত ধরে বেরিয়ে তুষারপাত ও অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

লোকগুলো কিছুই বলবার সময় পেল না। তারা অবাক হয়ে বসে রইল।

যেতে-যেতে ললেশ বললো, 'আমাদের ছদ্মবেশের পরীক্ষা হয়ে গেল মাস্টার, এবার নির্ভয়ে চল।'

জমিদার ডানিয়েল শোরবিতে যে বাড়িতে নিজে থাকতেন, সে বাড়িটি ছিল বেশ বড়। তার চারপাশে ছিল ফুল-ফলের বাগান, ঘাসে ঢাকা বিশাল বেড়াবার মাঠ।

আর যাই হোন, তিনি খুব অতিথি-পরায়ণ। তাঁর বাড়িতে সবসময়ই নানা ধরনের অতিথির ভীড়। অতিথির মধ্যে কেউ দালাল, কেউ ব্যবসায়ী, কেউ গায়ক, কেউবা বাজিকর। তাঁর অতিথিশালাটি সবসময়ই ভরপুর। এদিক দিয়ে তিনি বোধহয় লর্ড রাইজিংহ্যামকেও হার মানিয়েছেন।

তাঁর বাড়িতে সেদিন শেষ বেলার দিকে দু'জন পাদরী আতিথ্য গ্রহণ করল। সঙ্গে-সঙ্গে নানা রকমের লোক তাঁদের ঘিরে ধরল। ললেশ তাদের সঙ্গে এমন গল্প জুড়ে দিলো, এমন সব অদ্ভুত গ্রাম্য রসিকতা করতে লাগল যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের চারপাশের ভিড়টা বেশ বড় হল। কিন্তু ডিক একটি কথাও বললো না; সে চুপ করে বসে চারদিকে নজর রাখতে লাগল।

হঠাৎ তার নজর পড়ল বাইরের ফটকে। সে দেখল মূল্যবান পশমের পোশাক পরে দু'জন মহিলা এলেন। তাঁদের পেছনে দু'জন সহচরী, সবার পেছনে চারজন বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকার সশস্ত্র দেহরক্ষী।

মহিলাদের মধ্যে যিনি দীর্ঘাকৃতি তাকে ডিক চিনতে পারলো; তিনি হচ্ছেন—জমিদার ডানিয়েলে পত্নী। সে অনুমান করলো জোয়ানাও নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গে আছে। সে অবশ্য কারোরই মুখ দেখতে পেল না। তাঁরা আঙিনা পার হয়ে বাড়ির ভেতরে গিয়ে ঢুকলেন।

ডিকও তখনি উঠে চলল তাঁদের অনুসরণ করতে। প্রহরীরা ভেতর অবধি গেলো না, দরজা আগলে দাঁড়াল। জমিদার-পত্নী বাকি তিনজনকে নিয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

ডিক মনে মনে বললো, 'উনি কোথায় থাকেন যদি বার করতে পারি, তাহলে জোয়ানারও হদিস পাব।'

সেও পাদরীর মতো চোখ নিচু করে গম্ভীর মুখে তাঁদের অনুসরণ করতে লাগল। প্রহরীরা পাদরী দেখে তাকে বাধা দিল না। সে ভেতরে ঢুকে গেল এবং সেখানে জোয়ানার এক সহচরীর সঙ্গে আলাপ করলো।

জোয়ানার সহচরী জোয়ানার কাছে আগেই ডিকের নাম শুনেছিল এবং তাকে যে দুঃখ কষ্ট সইতে হয়েছিল, সে কথাও জানত। ডিক যে জোয়ানাকে বেল্টের বাড়ি মারতে গিয়েছিল, জোয়ানা সে কথাও সহচরীর কাছে বলেছিল।

কথায় কথায় সেই সহচরীটি ডিককে সে-কথা রহস্যচ্ছলে স্মরণ করিয়ে একটা ঘরে বসিয়ে রেখে বললো, 'খুব সাবধান! মনে রেখ, তোমার আমার মাথার ওপর তলোয়ার ঝুলছে! আমি শুধু জোয়ানার খাতিরে তোমাকে এখানে লুকিয়ে রাখলাম। এখনি সে আসবে।'

সে চলে গেল। ডিকের বুক কাঁপতে লাগল। সে যে মৃত্যুর মুখে পা বাড়িয়েছে এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

সে পাশের ঘরে শব্দ শুনতে পেল, যেন কেউ হাঁটছে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ কানে এল। শব্দটা হলো খুব কাছে। আবার শোনা গেল পায়ের শব্দ। ডিক কান দুটি খাড়া করে আছে। তারপরই দেয়ালের ভারি পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এলো জোয়ানা।

তার মূর্তি এখন সম্পূর্ণ অন্য রকম। এখন আর সে টাস্‌টালের বনের সেই শীর্ণ কিশোর বালক নয়—এখন মূল্যবান পোশাক পরিহিতা এক দীর্ঘাকৃতি তরুণী।

জোয়ানা রুক্ষস্বরে বললো, 'আপনি এখানে কেন এসেছেন? নিশ্চয়ই আপনাকে ভুল পথ দেখিয়ে দিয়েছে। কাকে চান আপনি?' বলে জোয়ানা তার হাতের আলোটা ব্রাকেটের ওপর রাখল।

ডিক বললো, 'জোয়ানা, জোয়ানা। তুমি আমাকে চিনতে পারছ না? মনে নেই তোমার সেই প্রতিজ্ঞার কথা?'

জোয়ানা আনন্দে বলে উঠল, 'ডিক, তুমি! ছদ্মবেশে আমি তোমাকে চিনতে পারিনি।' তারপরই কাতর স্বরে বললো, 'কিন্তু ডিক, সেই বুড়ো শোরবির সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই। তা আর বন্ধ করা যাবে না।'

'কবে?'

—'কাল, দুপুরের আগে। উপায় নেই ডিক।'

'কখনই তা হতে দেব না।'

'আস্তে কথা বল!'

ঠিক সেই মুহূর্তে সেই সহচরীটি এসে বললো, 'তোমাদের কথাবার্তা শেষ হয়েছে? এবার কিন্তু যেতে হবে।'

দু'জনে একসঙ্গে বলে উঠল, 'না, আমাদের সব কথা এখনও বলা হয়নি।'

'কিন্তু আমাদের তো খেতে যেতে হবে।'

জোয়ানা বললো, 'সে-কথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম।'

ডিক বললো, 'ততক্ষণ আমাকে কোথাও লুকিয়ে রাখ—পর্দার আড়ালে, সিন্দুকে, খাটের তলায়—যেখানেই হোক।'

ওদিকে খাবার ঘণ্টা বাজল। মহিলাটি ডিককে দেয়ালের পাশে ঝাড়-বাতির আড়ালে লুকিয়ে রেখে জোয়ানাকে নিয়ে নিচে চলে গেল।

ওপরে সব নিস্তব্ধ। ডিক দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ সে শুনতে পেল, কে যেন খুব সাবধানে পা টিপে টিপে আসছে। একটু পরেই সে দেখল, একটি খর্বাকৃতি লোক দরজা ঠেলে আস্তে-আস্তে তার ঘরে ঢুকল এবং তীক্ষ্ণ চোখে চারপাশে তাকিয়ে দেখে নিয়ে পর্দায় ঘা দিয়ে সারা ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সৌভাগ্য বলতে হবে, ডিককে সে দেখতে পেল না।

পর্দাগুলো পরীক্ষা করা হয়ে গেলেও সে আসবাবপত্র ও আলো পরীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু সে-সবের মধ্যেও সন্দেহের কিছু পেল না। সে হতাশ হল। তবুও ঘরটা আর একবার দেখে নিয়ে ফিরে যাবে এমন সময়ে সে হঠাৎ মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল।

লোকটা কার্পেটের ওপর থেকে কি যেন একটা তুলে নিয়ে সেটা পরীক্ষা করে খুশি মনে তার কোমর থেকে থলেটা খুলে নিয়ে তার মধ্যে রাখল।

জিনিসটা যে কি, সেটা ডিকের চোখে পড়ল। সেটা হল একটা সুতোর গোছা—তারই কোমরের দড়ি থেকে খুলে পড়েছে। দেখে ডিকের বুক কাঁপতে লাগলো। সে বুঝতে পারল লোকটা গুপ্তচর। এখনই ওটা নিয়ে গিয়ে তার প্রভুকে দেবে।

তার ইচ্ছা হলো, গোপন জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে লোকটার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। কিন্তু তখন আর এক বিপদ দেখা দিল।

কে যেন পাগল হয়ে গলা ছেড়ে গান গাইতে-গাইতে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসছে। লোকটা বারান্দায় আসতেই তার ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল।

ডিক এবার পরিষ্কার বুঝতে পারল, মাতালটা তারই সঙ্গী ললেশ। ও বোধ হয় শোবার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছে। হতভাগার একটুও হুঁস নেই যে, এটা শত্রুপুরী। তাছাড়া মস্ত কাজের ভার রয়েছে তার ওপর।

রাগে কাঁপতে লাগল ডিক। সে দেখল, গুপ্তচরটা যেন ভয় পেয়েছে। কিন্তু পর-মুহূর্তেই লোকটা সামলে নিয়ে চট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ডিক ভাবতে লাগল—কি করে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়! যদি মাতালটাকে সে সাবধান করে দিতে যায়, তাহলে গুপ্তচরটার চোখে পড়বে। তার ফল যা ঘটবে, তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে! কিন্তু এ ছাড়া তো মাতালটাকে সতর্ক করবার আর তার বাঁচবার দ্বিতীয় পথ নেই।

সে আড়াল থেকে বেরিয়ে ঘরের দরজায় গিয়ে হাত তুলে দাঁড়াল। ললেশও তেমনই গলা ছেড়ে গান গেয়ে টলতে-টলতে এগিয়ে আসতেই দরজার কাছে ডিককে দেখতে পেয়ে মহানন্দে বলে উঠল, 'কে ও! ডিক যে!'

ডিক এক লাফে তার ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে খুব জোরে নাড়া দিয়ে বললো, 'তুমি মানুষ নও—পশু! এ সময়ে যে নির্বোধের মত কাজ করে, সে বিশ্বাসঘাতকের চেয়েও অপরাধী!'

তবুও তার চৈতন্য হল না। সে হা হা করে হেসে উঠে টলতে-টলতে ডিকের পিঠে ধাক্কা মারবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ঠিক তখনই ডিক শুনতে পেল, দেয়ালের ভারি পর্দায় খস-খস শব্দ হচ্ছে।

ডিক শব্দটার ওপর লাফিয়ে পড়ল। অমনিই পর্দার সেই অংশটা ছিঁড়ে এল। আর ডিক ও গুপ্তচরটা পর্দায় জড়িয়ে মেঝেয় গড়াতে লাগল।

দু'জনেই পরস্পরের গলা চেপে ধরবার চেষ্টা করছে; কিন্তু পর্দাটার জন্যে পারছে না। ডিক সে লোকটার চেয়েও বলিষ্ঠ ছিল। অবশেষে সে গুপ্তচরটাকে হাঁটু দিয়ে মাটিতে চেপে ধরে কিরীচের এক আঘাতে তাকে হত্যা করলো।

পনের

সামনে যে জীবন-মরণ যুদ্ধ হচ্ছে, ললেশের যেন সে বোধই নেই। সে অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে দেখছে আর টল্‌ছে। লোকটা মারা গেলে ডিক উঠে দাঁড়িয়ে শুনতে চেষ্টা করল, কেউ আসছে কিনা। না, ওপরে সব তেমনই নিস্তব্ধ। নিচের তলায় খাবার ঘর থেকে আসছে বহুলোকের কথাবার্তার আওয়াজ।

ডিক নিজের মনেই বললো, 'ভাগ্য ভাল যে, কেউ শুনতে পায়নি! কিন্তু এই মৃতদেহটাকে এখন কি করব? অন্তত আমার কোমরের সুতোর গোছাটা তো ওর কাছ থেকে নেয়া যাক।'

সে লোকটার কোমর থেকে ব্যাগটা খুলে নিল এবং তার ভেতর থেকে গোছাটা বার করে তার নিজের জামার ভেতর রাখল।

এমন সময় হঠাৎ ললেশের চেতনা ফিরে এল। জামার ভেতর থেকে একটা কালো তীর বার করে সে মৃতদেহটার বুকের ওপর রাখল। কিন্তু তারপরই চোখ বন্ধ করে বুকটা সামনের দিকে ছড়িয়ে, মাথাটা পিছন দিকে হেলিয়ে বাজখাঁই গলায় গেয়ে উঠল 'হাঁড়ি খাও, হাঁড়ি খাও'

ডিক তক্ষণি তাকে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরে বললো, 'তুমি একটা মাতাল, নির্বোধ! আমাকে বিপদে ফেললে কেন? এখান থেকে চলে যাও। এখনই যাও!'

ললেশ আবার যেন সচেতন হয়ে উঠল। তার চোখে-মুখে বোধশক্তির চিহ্ন দেখা দিল। সে জড়িত স্বরে বললো, 'বেশ, যদি আমাকে দরকার না লাগে, যাচ্ছি।'

এবং আর এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে সে দেয়াল ও রেলিং ধরে টলতে-টলতে নিচে গেল।

সে চলে যেতেই ডিক আবার এসে লুকিয়ে রইল পর্দার আড়ালে সেই আগের জায়গায়।

তারপর সময় চলে যেতে লাগল, তবুও কারো দেখা নেই। ঘরের আগুন নিভে যাচ্ছে, বাতিগুলো প্রায় শেষ হয়ে এল। তখনও কেউ ফিরল না। ওপরতলা আগের মতোই নিস্তব্ধ। নিচের তলায় খাবার ঘর থেকে তেমনই বহু কণ্ঠের গুঞ্জন উঠেছে। বাইরে তুষারপাত হচ্ছে।

শেষে সিঁড়ির দিকে অনেকগুলো পায়ের শব্দ শোনা গেল। তার একটু পরেই বারান্দার ওপর এলেন জমিদারের জন-কয়েক অতিথি। ঘরটার দিকে ফিরতেই তাদের চোখে পড়ল পর্দাটা ও গুপ্তচরটার মৃতদেহ।

সাথে সাথে ছুটোছুটি আর গোলমাল আরম্ভ হল। তাদের চিৎকার শুনে সেখানে ছুটে আসতে লাগলেন অতিথিরা, মহিলাদের ভৃত্য ও সশস্ত্র সৈনিকেরা। দেখতে দেখতে সেখানে ভিড় জমে গেল এবং তার একটু পরেই ভিড়ের মাঝ দিয়ে পথ করে এলেন জমিদার ডানিয়েল ও জোয়ানার ভাবী স্বামী বৃদ্ধ লর্ড শোরবি।

জমিদার বললেন, 'আপনাকে সেই কালো তীরের কথা বলেছি না? ওই দেখুন, তার প্রমাণ। ওর বুকের ওপর রয়েছে একটা কালো তীর।'

লর্ড শোরবি বললেন, 'এ যে দেখছি আমারই লোক। লোকটা বড় কাজের ছিল।'

'কিন্তু ও কি করতে এখানে এসেছিল? আমার বাড়ির ওপরতলায় ওর কি দরকার ছিল?'

জমিদার কথাটার উত্তরের জন্য আর পীড়াপীড়ি করলেন না; বললেন, 'ওরা আমাকে এখানেও অনুসরণ করেছে। দেখুন, ওরা যদি আপনারও পিছু নিয়ে থাকে তাহলে জানবেন, সর্বনাশ! আজ হোক, কাল হোক, ওরা আপনাকে মারবেই।'

'ওরা আমার মস্ত ক্ষতি করেছে কিন্তু এখন আর উপায় নেই। আপনি এখুনি বাড়ি থেকে বার হবার সমস্ত পথ বন্ধ করে দিন।'

সাথে সাথে বাড়ির প্রহরীরা দাঁড়িয়ে গেল। সেই পাহারার ফাঁক দিয়ে বের হবার কোন উপায় আর রইল না। সিঁড়ি, বারান্দা, দরজা, বাইরের উঠোন, ফটক, বাগান—সব জায়গায় খোলা তলোয়ার, বর্শা ও তীর-ধনুক হাতে প্রহরীদের মোতায়েন করা হল।

মৃতদেহটিকে সেখান থেকে নিচে গির্জায় নিয়ে যাওয়া হল।

তারপর সব শান্ত হয়ে এলে জোয়ানা ও তার বান্ধবী ঘরে এসে ডিককে তার গোপন জায়গা থেকে বের করলো এবং একটু আগে বাইরে যা ঘটেছে তা জানালো।

সেও গুপ্তচরের কথা এবং কি করে তার মৃত্যু ঘটেছে সে-সব তাদের কাছে বর্ণনা করলো।

জোয়ানা কাতরকণ্ঠে বললো, 'তবুও ডিক, তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। বৃদ্ধ লর্ডের সঙ্গে কাল আমার বিয়ে হবেই।'

ডিক বলে উঠল, 'আমি যদি এখান থেকে বের হতে পারি তাহলে এ বিয়ে বন্ধ করবই।'

'না ডিক, আর কোন রকমেই তা বন্ধ করা যাবে না।'

'দেখ, পাদরীকে হয়তো কেউ বাধা দেবে না। এখন ভাবছি, যিনি আমাকে এখানে এনেছেন, তাঁর মতো আর কাউকে যদি পাই—যিনি আমাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যেতে পারেন। ভালো কথা, ওই গুপ্তচরটার নাম কি?'

'রাটার। কিন্তু তুমি যাবে কেমন করে?'

'কেন, সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাব। বলব, রাটারের জন্য প্রার্থনা করতে যাচ্ছি।'

জোয়ানার বান্ধবী বললো, 'হ্যাঁ, কৌশলটা খুব সোজা। এতে কাজ হতে পারে।'

'ঠিক কৌশল নয়, আসল হচ্ছে—সাহস।'

'তবে যাও; এখানে থাকলেও বিপদ, গেলেও পথে তোমার বিপদ হতে পারে। তবু ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন।'

ডিক চলে গেল। তার মুখে এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, গতি ধীর। প্রথম প্রহরীটির সামনে দিয়ে এমন শান্তভাবে সে চলে গেল যে, লোকটা কেবল তার দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু দ্বিতীয় প্রহরীটি তাকে ছাড়ল না।

সে বর্শাটা আড় করে দিয়ে তার পথ আটকে জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাচ্ছেন?'

ডিক বললো, 'আমি যাচ্ছি ওই হতভাগ্য রাটারের জন্য প্রার্থনা করতে।'

'ভাল কথা; কিন্তু একা যাবার হুকুম তো নেই।' বলে লোকটা ওক কাঠের রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে খুব জোরে শিস দিয়ে সেই সঙ্গে বলে উঠল, 'একজন যাচ্ছে।' তারপর ডিককে এগিয়ে যাবার ইঙ্গিত করলো।

একটু বিমর্ষ হয়ে ডিক নেমে গেল। সিঁড়ির একেবারে শেষ ধাপে তার জন্য অপেক্ষা করছিল জন-কয়েক প্রহরী।

সে সেখানে যেতেই তাদের সর্দার জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কে? কোথায় যাচ্ছ?'

শান্তভাবে সে উত্তর দিল, 'আমি মিশনের পাদরী। গির্জায় যাচ্ছি মৃতের আত্মার সদগতির জন্য প্রার্থনা করতে।'

সর্দার তার লোকদের বললো, 'একে ছেড় না, বুঝলে? যদি ছেড়ে দাও, তোমাদের প্রাণ যাবে। পাদরী অলিভারের কাছে ওকে নিয়ে যাও।'

অমনি প্রহরীদের দু'জন তার দু'পাশে দাঁড়াল, একজন সামনে ও একজন পিছনে। সর্দারের হুকুমমতো তারা ডিককে নিয়ে গির্জায় চলল।

প্রহরীদের একজন বিনীত কণ্ঠে বললো, 'আমরা এই পাদরীকে এনেছি।'

'পাদরী!' বলে তিনি ডিকের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনাকে তো এখানে আমি আশা করিনি। কে আপনাকে আসতে বলেছে?'

তিনি ডিককে চিনতে না পারলেও ডিক তাঁকে চিনতে পারল। প্রশ্নকারী হচ্ছেন পাদরী অলিভার। ডিকের গায়েও ছিল স্যার অলিভারের মতো মাথা-ঢাকা লম্বা পোশাক। সে মাথার ঢাকাটা মুখের উপর টেনে দিয়ে তাঁকে একটু পাশে সরে যেতে ইঙ্গিত করল।

তিনি তার ইঙ্গিতমতো প্রহরীদের কাছ থেকে একটু তফাতে সরে গেলে ডিক চুপি-চুপি বললো, 'আপনাকে আমি ঠকাতে পারব না। আমার জীবন আপনার হাতে।'

কথাটা শুনেই পাদরী অলিভার চম্‌কে উঠলেন। তাঁর মুখটা আরও সাদা হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'ডিক! তুমি এখানে এ-বেশে কেন? তোমার ইচ্ছেটা আমি বুঝেছি। তাহলেও আমি স্বেচ্ছায় তোমার ক্ষতি করব না। এখন আমার হুকুম শোন; তুমি সারা রাত আমার পাশে বসে থাকবে। লর্ড শোরবি বিয়ে করে নিরাপদে বাড়ি ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সেখান থেকে একটুও নড়বে না। বিয়েটা যদি ভালয়-ভালয় চুকে যায়, তোমার কোন ভয় নেই। তখন তোমার যেখানে খুশি যেও। আর তা যদি না হয় মনে রেখ, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।'

তারপর তিনি প্রহরীদের কাছে গিয়ে তাদের কানে-কানে কি বলে তার কাছে ফিরে এলেন এবং তার হাতটা ধরে তিনি যেখানে বসেছিলেন সেখানে নিয়ে গেলেন।

ডিক তাঁর পাশের আসনে হাঁটু গেড়ে বসে মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ সে লক্ষ্য করল, তার সঙ্গের সেই চারজন প্রহরীর মধ্যে তিনজন দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বুঝলো, পাদরীর কথাতেই তারা ওখানে দাঁড়িয়ে তার ওপর লক্ষ্য রেখেছে। সে এখন বিপদে রয়েছে।

ষোল

ক্রমে ভোর হয়ে এল। রাতের তুষারঝড় শান্ত হল। মেঘ সরে গিয়ে উঠল সোনালি আলো। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মৃতদেহটি সরিয়ে বেদীটি পরিষ্কার করে বিয়ের আয়োজন শুরু হল।

ইতিমধ্যে গির্জায় অনেকে এসেছে। এখানে-ওখানে বসে উপাসনা করছে। ডিক ভাবতে লাগল, এই গোলমালের মধ্যে প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়া যে কোন চালাক লোকের পক্ষেই সহজ।

সে তখন মাথা তুলে একদিকে তাকাতেই তার প্রায় পাশেই ললেশকে দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। সেও সেই মুহূর্তে তার দিকে তাকাল এবং দু'জনের চোখে-চোখে ইশারা খেলে গেল। সে যেন তার কথা বুঝতে পেরে চট করে সরে গেল পাশের থামটার আড়ালে।

পাদরী অলিভারও উঠে প্রহরীদের দিকে তাড়াতাড়ি চলে এলেন। ডিক বুঝল, যদি তাঁর মনে সন্দেহ জেগে থাকে, তাহলে ললেশও তার মতো বন্দী হবে।

থামটা ছিল ডিকের পিছন দিকে। ডিক মাথা নিচু করে অস্ফুট স্বরে ললেশকে বললো, 'একটুও নড়বে না। কাল রাতে যা করেছ, আজ তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে। আমাকে এ অবস্থায় এখানে বসে থাকতে দেখে ব্যাপারটা বুঝতে পারনি কি? আর গোলমাল না পাকিয়ে সরে পড় এখান থেকে।'

'আমি মনে করেছিলাম, তুমি এলিসের কাছ থেকে খবর পেয়েছ। আমি এখানে হাজির হয়েছি তারই হুকুমে।'

'এলিস! এলিস তাহলে ফিরে এসেছে?'

'হ্যাঁ, সে কাল রাতে ফিরে এসেছে। আমার মাতলামোর জন্যে তার কাছ থেকে খুব ঘা খেয়েছি। সে এ বিয়ে বন্ধ করবেই।'

'কিন্তু ভাই, আমাদের রক্ষে নেই। আমরা দু'জনেই বন্দী। আবার এই বিয়ে যদি না হয় তাহলে আমারই প্রাণ যাবে।'

'আচ্ছা, আমি সরে পড়ছি।'

'স্থির হয়ে বস। একটুও নড়ো না। দেখতে পাচ্ছ না তুমি নড়তেই ওই তীরন্দাজরাও চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তুমি এমন অস্থির হও কেন? কোথায় গেল তোমার সেই সাহস?'

'আচ্ছা! আর বলতে হবে না; আমি সাহস সঞ্চয় করছি।' বলেই সে থামটার গায়ে হেলান দিয়ে নির্লিপ্তের মতো বসল।

ডিক আবার বললো, 'আমরা তো এখনও জানতে পারিনি এলিসের খবর কি? কাজেই চুপচাপ থাকা ভাল। যদি মরতেই হয়।'

তার কথা শেষ হতে না হতেই দূর থেকে সঙ্গীতের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। গির্জায় ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করল—ঢং ঢং।

ডিক বুঝতে পারলো, সদলবলে বর আসছে। আর একটু পরেই দু'দিক থেকে সৈন্য, বাদক, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গির্জায় এসে ঢুকলেন লর্ড শোরবি আর একদিক থেকে কনে ও তার সহচরীদের নিয়ে ঢুকলেন জমিদার ডানিয়েল।

গির্জাটির ভিতরে-বাইরে এ সময় লোকের ভিড় ও ঠেলাঠেলি হতে লাগল।

ডিক সামনের ডেস্কটা ধরে কাঠ হয়ে বসে আছে। তার মনে উঠছে নানা কথা। তার এত পরিশ্রম সব বৃথা হল! জোয়ানাকে সে রক্ষা করতে পারলো না!

এমন সময় সে দেখলো, ভিড়ের এক জায়গায় বেশ ঠেলাঠেলি হচ্ছে। কিন্তু তার কারণ কি সে বুঝতে পারলো না। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে দেখল, গ্যালারির ওপর থেকে হঠাৎ তিন চারটি লোক সামনের দিকে ঝুঁকে ধনুকে গুণ টেনে দাঁড়িয়ে আছে। নিমিষের মধ্যে তারা এক ঝাঁক তীর ছেড়ে দিয়ে ব্যাপারটা কি হল লোকে তা বোঝার আগেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো গোলমাল। লোকে ভয়ে এদিকে-ওদিকে যাবার চেষ্টা করতে লাগল। চারদিকে বিশৃঙ্খলা। হঠাৎ সঙ্গীত থেমে গেল। ঘণ্টা বাজাও বন্ধ হল।

বরের কাছে যারা ছিল তারা দেখল কালো দু'টি তীর বিদ্ধ হয়ে বর মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। তাঁর দেহে প্রাণ নেই। কনেও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছে। স্তব্ধ জমিদার ডানিয়েল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাগে, ক্ষোভে, বেদনায় তাঁর মুখ

দিয়ে কথা বের হচ্ছে না। তাঁরও ডান হাতে বিঁধে আছে একটি কালো তীর। রক্তে হাতটা যাচ্ছে ভেসে। আর একটা তীর তাঁর কপাল ঘেঁষে চলে গেছে।

ডিক ও ললেশ সেই বিশৃঙ্খলার সুযোগে উঠে পালাবার চেষ্টা করলো কিন্তু ভিড় ঠেলে তারা এক পাও এগোতে পারলো না; সেইখানেই বসে পড়ল।

এদিকে হঠাৎ পাদরী অলিভার আতঙ্কে উঠে দাঁড়িয়ে জমিদার ডানিয়েলকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন, 'ওই যে বসে আছে ডিক শেলটন। এর জন্যে ওই দায়ী—ওকে ধরুন, ওকে ধরতে বলুন, ওকে বাঁধুন! ও আমাদের ধ্বংস করবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে।'

জমিদার রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, 'কোথায় সে ? কোথায় ? এর ফলভোগ ওকে করতেই হবে।'

এই সময় ভিড়টা একটু ফাঁক হতেই সেই পথে একদল তীরন্দাজ এসে ডিককে চেপে ধরল। তারপর তাকে ধাক্কা দিয়ে ওপর থেকে নামিয়ে জমিদার ডানিয়েলের কাছে নিয়ে গেল। ললেশ রইল তেমনই বসে।

জমিদার তার দিকে রুক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'বিশ্বাসঘাতক! বেঈমান! আমার প্রত্যেক রক্তবিন্দুর জন্যে তোকে যন্ত্রণা দিয়ে মারব। তোর সমস্ত হাড়গুলো একটি একটি করে ভাঙব। একে এখান থেকে আমার বাড়িতে নিয়ে যাও। এ জায়গা ওর শাস্তির উপযুক্ত নয়।'

ডিক চিৎকার করে বলে উঠল, 'এই পবিত্র স্থানে আমি আশ্রয় পেয়েছি। হে ধর্মযাজকবৃন্দ, তোমরা থাকতে ওরা আমাকে গির্জা থেকে টেনে নিয়ে যাবে ?'

এক দীর্ঘকায় মূল্যবান পোশাক-পরিহিত বর্ষীয়ান ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'কিন্তু বাবা, এই পবিত্র স্থানকে তো তুমিই নরহত্যায় অপবিত্র করেছ।'

ডিক বললো, 'তার প্রমাণ কোথায় ? আমি যে দোষী, ওরা কি তা প্রমাণ করতে পেরেছে ?'

ভিড়ের মধ্য থেকে তৎক্ষণাৎ গুঞ্জন উঠল। একদল লোক ডিককে সমর্থন করলো। ঠিক তখনই আর একদল লোক উঠে বললো, 'ও লোকটা ছদ্মবেশী। কাল রাতে ওকে জমিদারের বাড়িতে পাওয়া গেছে। এক কর্মচারীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ও জড়িত, এতে আর কোন সন্দেহ নেই।'

পাদরী অলিভারও উঠে দাঁড়িয়ে ললেশকে দেখিয়ে বললেন, 'ঐ আর একটা। ও হল এর সঙ্গী।'

মুহূর্তে জন-কয়েক প্রহরী গিয়ে ললেশকে ধরে এনে ডিকের পাশে দাঁড় করিয়ে দিল।

ডিকের সমর্থক দল বললো, 'ওদের দোষের কোন প্রমাণ নেই। তোমরা ওদের ছেড়ে দাও!'

প্রতিপক্ষরা দু'জনকে ছাড়লো না; তাদের মারতে ও গালাগাল দিতে লাগল।

সেই দীর্ঘকায় পুরুষটি সবাইকে থামিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, ওদের শরীর তল্লাসি কর, দেখ কোন অস্ত্র পাওয়া যায় কি না। তাহলেই বোঝা যাবে, ওদের উদ্দেশ্য কি।'

তল্লাসি করতেই ডিকের পোশাকের ভেতর থেকে পাওয়া গেল একটা কিরীচ। কিরীচ সবার কাছেই থাকতে পারে তাতে দোষের কিছু নেই; কিন্তু ডিকের খাপ থেকে কিরিচটা টেনে বার করতেই দেখা গেল তাতে রক্ত লেগে আছে।

রক্ত দেখেই জমিদারের লোকেরা চিৎকার করে উঠল। কিন্তু দীর্ঘকায় পুরুষটি ইঙ্গিতে সবাইকে নিরস্ত করলেন।

তারপর তল্লাশি করা হল ললেশের পোশাক। তার জামার ভেতর থেকে বার হল কয়েকটা কালো তীর। যে তীরে লর্ড শোরবিকে হত্যা করা হয়েছে এবং যে তীরটি জমিদার ডানিয়েলের হাতে বিঁধে আছে, এগুলো দেখতে সেগুলোরই মত।

দীর্ঘকায় পুরুষটি ভ্রূকুটি করে ডিককে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?'

'জনাব, আপনার বেশভূষা আর চালচলনে ধর্মপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠা প্রকাশ পাচ্ছে। আমি আপনার হাতে নিজেকে বন্দীরূপে সমর্পণ করলাম—ওই লোকটার হাতে নয়। আমি সবার সামনে বলছি—ওই লোকটি, ওই জমিদার ডানিয়েল হচ্ছে আমার পিতৃহন্তা। আমার পৈতৃক বিষয়-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে ও বেশ আরামে তা ভোগ করছে। আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ—আমার চিরশত্রুর হাতে আমাকে সমর্পণ করবেন না। আমি যদি আইনের চোখে অপরাধী হই তবে, আমাকে শাস্তি দিন; কিন্তু আমার বিচার করুন।'

জমিদার ডানিয়েল বলে উঠলেন, 'ঐ পশুটার কথা আপনি বিশ্বাস করবেন না। ওর রক্তমাখা কিরীচ জানিয়ে দিচ্ছে—ও নিছক মিথ্যা বলছে।'

দীর্ঘকায় পুরুষটি বললেন, 'আপনি এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কেন? আপনার উত্তেজনাই সন্দেহ জাগাচ্ছে যে, ওর কথা সত্যি।'

এই সময়ে জোয়ানার জ্ঞান ফিরে এল। সে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছিল। হঠাৎ সে উন্মাদের মতো যারা তাকে ধরেছিল তাদের হাত ছাড়িয়ে সেই দীর্ঘকায় পুরুষটির সামনে ছুটে গেল এবং সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে কাতরকণ্ঠে বললো—'লর্ড রাইজিংহ্যাম, আপনার কাছে আমারও নালিশ আছে, সব শুনে আপনি বিচার করুন। দয়া করে আগে সব কথা শুনুন।...আমার আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে এই জমিদার ডানিয়েল আমাকে জোর করে ধরে এনে বন্দী করে রেখেছে। তার কাছ থেকে আমি এ পর্যন্ত সদ্ব্যবহার পাইনি। ওই ডিক শেলটন আমাকে তার কবল থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে মাত্র। জমিদার যতদিন ওর ওপর ভাল ব্যবহার করেছে ও তার চিরশত্রু কালো তীরের দলের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল। কিন্তু পরে যেদিন জমিদার ওকে হত্যা করতে গেল সেদিন রাতের অন্ধকারে এই জমিদারের বাড়ি থেকে ও প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যায়। তখন ও ছিল অসহায় আর নিঃসম্বল। সেদিন কালো-তীরের দলই ওকে আশ্রয় দিয়েছিল।...কাল রাতে ডিক এই জমিদারের বাড়িতে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু সে শুধু আমারই জন্যে। আমিই ওকে সেখানে আমার মুক্তির জন্যে ডেকেছিলাম। এতে ওর দোষ কি বলুন?'

লর্ড রাইজিংহ্যাম নীরবে সব কথা শুনে গেলেন। তারপর জোয়ানাকে হাত ধরে তুলে জমিদারের দিকে ফিরে বললেন, 'জমিদার স্যার ডানিয়েল, ব্যাপারটা বড় জটিল ঠেকছে। আমিই এর অনুসন্ধানের ভার নিলাম। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার কাছ থেকে সুবিচার পাবেন। আপনি এখন বাড়ি গিয়ে আপনার আঘাতের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করুন। আর এই বন্দী দু'জন আমারই কাছে এখন থাকবে।'

তিনি ইঙ্গিত করতেই তাঁর সৈন্যরা এসে ওদের দু'জনকে জমিদার ডানিয়েলের প্রহরীদের হাত থেকে নিয়ে চলে গেল।

জোয়ানা বললো, বিদায় ডিক!'

তারপর জনতা ধীরে ধীরে চলে যেতে আরম্ভ করলো। কিছুক্ষণের মধ্যে গির্জাটি জনশূন্য হয়ে পড়ল।

সতেরো

ডিক ও ললেশ একই ঘরে বন্দী। ললেশ বললো 'ডিক, আমরা যাঁর কাছে বন্দী, তিনি লোকটি ভালোই। আশা করছি, আজ সন্ধ্যার দিকে উনি আমাদের দয়া করে ফাঁসি দেবেন।'

'আমারও তাই বিশ্বাস।'

'তবে কি জান, এলিস ডাকওয়ার্থ লোকটিও সোজা নয়। সে তোমাকে ভালবাসে। তোমাকে এখান থেকে মুক্ত করবার জন্যে সে যে কোন কাজ করতেই পিছপা হবে না।'

'সে কি করবে ? তার দলে ক'জন লোকই বা আছে ? আমাদের বাঁচবার কোন পথই নেই।' বলে ডিক গম্ভীর মুখে বসে রইল।

ললেশের কিন্তু কোন চিন্তাই নেই। সে ঘরের কোণটিতে সরে গিয়ে মেঝেতেই জড়সড় হয়ে শুয়ে নাক ডেকে ঘুমোতে লাগল।

এদিকে বেলা গড়িয়ে দুপুর হল; দুপুর পার হয়ে বিকেল হল। এমন সময় একটি লোক এসে ডিককে লর্ড রাইজিংহ্যামের ঘরে নিয়ে গেল।

তিনি তখন একা আগুনের সামনে বসে কি যেন ভাবছিলেন। ডিক যেতেই তিনি মুখ তুলে তাকিয়ে বললেন, 'দেখ আমি তোমার বাবাকে চিনতাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সৎ লোক। তাঁর কথা মনে করেই তোমার ওপর সদয় ব্যবহার করতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু বাপু, তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ; তুমি গিয়ে ডাকাতদের সঙ্গে মিশেছো।'

তাঁর কথায় বাধা দিয়ে ডিক বললো, 'আমি সব দোষই স্বীকার করছি; কিন্তু ভেবে দেখুন, জমিদার ডানিয়েল আমার সাথে কেমন ব্যবহার করেছেন। তিনি আমাকে প্রাণে পর্যন্ত...।'

'হ্যাঁ; সব খবরই আমি নিয়েছি। লোকটি কেমন তাও আমি জানি। কিন্তু তিনি আমাদের দলের লোক।'

'তাঁর ওপর আপনি বিশ্বাস রাখেন ? তিনি বরাবর নিজের সুবিধামতো দল ছেড়ে বিপক্ষের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। তারপরও আপনি তাঁকে বিশ্বাস করেন কিন্তু তিনি আপনার কি সর্বনাশ করতে চান এই চিঠিতেই বুঝতে পারবেন'—বলে, ডিক জামার ভেতর থেকে একটি চিঠি বার করলো।

চিঠিটি সে পেয়েছিল মোট-হাউস থেকে পালিয়ে যাবার সময় বনের মধ্যে সেই মৃত লোকটি যে গাছে ঝুলছিল, তার কাছে।

চিঠিটি নিয়ে পড়তে পড়তে লর্ড রাইজিংহ্যামের মুখের ভাব বদলে গেল। চিঠিটি জমিদার ডানিয়েল লিখেছিলেন লর্ড ওয়েন্‌স্‌লেডেলকে।

লর্ড রাইজিংহ্যাম সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন; আপনা থেকেই তাঁর হাত গিয়ে পড়ল তাঁর কোমরের ছোরায়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এ চিঠি পড়েছ ?'

'হ্যাঁ, স্যার ডানিয়েল আপনারই সম্পত্তি দিতে চাইছেন লর্ড ওয়েন্‌স্‌লেডেলকে।'

'হ্যাঁ, তাই। ওই ধূর্তটাকে এবারে চিনেছি। এই সংবাদটি দেবার জন্যে আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম। তুমি চলে যাও কিন্তু তোমার সঙ্গীটিকে ছাড়ব না। ওকে উপযুক্ত শাস্তি দেবই। ও বদমায়েশ, চোর, দস্যুদলের লোক। ওর এতদিনে ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল।'

'আমাকে ও ভালবাসে বলেই আমার সঙ্গে এখানে এসেছিল। ওকে আমি কি করে ছাড়ব ? দয়া করে ওকেও মুক্তি দিন। আমাকে আর একটু অনুগ্রহ দেখান।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন, 'আচ্ছা। তোমরা দু'জনে একসঙ্গেই যাও। খুব সাবধানে, খুব গোপনে শহর ছেড়ে চলে যাও। জমিদার ডানিয়েল তোমাদের রক্ত পান করবার জন্যে পাগলের মতো হয়ে উঠেছেন।'

দু'জনে তক্ষুণি সেখান থেকে বেরিয়ে পিছনের দরজা দিয়ে একটা গলিতে গিয়ে পড়ল। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, গলিতে আলোর অস্পষ্ট আভা এসে পড়েছে। দু'জনে বাড়িগুলোর প্রায় দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে গিয়ে পৌঁছল শহরের বাইরে।

সেখানে এক জায়গায় একটা পুরানো ভাঙা যাঁতা-কল ছিল। দু'জনে সেখানে গিয়ে লুকিয়ে রইল।

তারপর ক্রমে রাতে ঘনিয়ে এল; বরফ পড়তে শুরু করলো। একবার অনেক রাতে তাদের মনে হল, কারা যেন যাঁতা-কলটার চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করছে।

ডিক আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দেয়ালের ফাঁক দিয়ে দেখলো চাঁদ উঠেছে—বরফের ওপর জ্যোৎস্না পড়ে সব ঝক ঝক করছে; আর কয়েকজন তীরন্দাজ কল-বাড়িটার কাছ থেকে চলে যাচ্ছে।

তাদের কথা ডিকের কানে এল, একজন বলছে, 'তাহলে তুষারে তাদের পায়ের ছাপ থাকত।'

আর একজন বললো, 'যদি তারা সন্ধ্যার আগে এখানে এসে থাকে?'

'ধ্যেৎ! লর্ড রাইজিংহ্যামের বাড়ির ওপর আমরা যে কড়া নজর রেখেছিলাম। তারা গেছে সমুদ্রের ধারে। চল—চল।'

লোকগুলো চলে গেলে ডিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ললেশের পাশে এসে আবার শুয়ে পড়ল এবং ভোর না হতেই দু'জনে উঠল।

ললেশ চলল তার সেই বনের আস্তানার দিকে। আর ডিক চলল লর্ড ফক্সহ্যামের প্রাসাদের দিকে। কথা রইল, সেও যাবে ললেশের বাড়িতে।

সেখান থেকে কিছুদূরে সেই গোলাবাড়িটিতে ছিল তাদের একটি আড্ডা। দু'জনে সেখানে গিয়ে সঙ্গীদের জাগিয়ে পাদরীর পোশাক ছেড়ে অস্ত্র শস্ত্র নিল। এলিস্ তখন সেখানে ছিল না। তারা বন্ধুদের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে দু'জনে দুটি ভিন্ন পথ ধরে বনের দিকে চলতে লাগল।

চারদিকে তখন তুষার ঢেকে গেছে। ঠাণ্ডা পড়েছে প্রচণ্ড। বাতাস স্থির, শুষ্ক, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিক তুষারের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছে।

শহর ও বনের মাঝে অনেকটা জায়গা ফাঁকা। ডিক ফাঁকা জায়গাটার বেশির ভাগই পার হয়ে গেছে। সামনেই বন। আগের চেয়ে আলোও ফুটেছে বেশ। পথ দেখে চলতে কষ্ট হচ্ছে না।

এমন সময় ভোরের নিঃস্তব্ধতা ভেদ করে খুব জোরে ট্রামপেট বেজে উঠল। শব্দটা তার কাছে এমন স্পষ্ট, এমন তীক্ষ্ণ ও এমন জোরে লাগল যে, তার মনে হল ট্রামপেটের এমন শব্দ সে আগে কখনো শোনেনি। তারপরই আবার শোনা গেলো শব্দটা। ওরকম সময়ে, ওরকম জায়গায় ট্রামপেট বেজে ওঠবার কারণ কি, তা চিন্তা করবার আগেই তার কানে এলো অস্ত্রের ঝনৎকার!

সে তাড়াতাড়ি তলোয়ার কোষমুক্ত করে ছুটল সেই দিকে। এখান থেকে জায়গাটা ওপর দিকে ক্রমে উঁচু হয়ে গেছে। সে ওপরে উঠেই দেখে—সামনে পথের উপর তুমুল যুদ্ধ হচ্ছে। সাত-আট জনের বিরুদ্ধে লড়ছে মাত্র একজন। কিন্তু সেই একজনই এমন রণ-কৌশলী, এমন ক্ষিপ্র এবং এমন দক্ষতার সাথে তার শত্রুদের আক্রমণ করছে এবং পিচ্ছিল তুষারের ওপর দৃঢ়পদে চলাফেলা করছে যে, দেখে ডিক বিস্মিত হয়ে গেল।

লোকটিকে সাহায্য করবার আগেই সে তার একজন আততায়ীকে ধরাশায়ী ও আর একজনকে আহত করে অবশিষ্ট যারা ছিল, তাদের দিকে এগোতে লাগল। এ সময়ে তার যদি একটু ভুল হয়, সে যদি অস্ত্র-পরিচালনায় একটু দেরি করে ফেলে বা পা পিছলে পড়ে যায়, তাহলে তার মৃত্যু নিশ্চিত।

ডিক হাঁক দিয়ে এক লাফে লোকটির পাশে গিয়ে তার আততায়ীদের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করলো। তার একবারও মনে হল না যে, সে একা।

আততায়ীরা কিন্তু তাদের এই নবাগত শত্রুকে দেখে একটুও বিচলিত হল না; তার ওপর তৎক্ষণাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিকের বিরুদ্ধে লড়তে লাগল চারজন।

তলোয়ারে তলোয়ারে আঘাত লেগে স্ফুলিঙ্গ বার হতে লাগল। হঠাৎ ডিকের তলোয়ার একজনের দেহ বিদ্ধ করলো। লোকটি পড়ে গেল; অমনি ডিকেরও মাথায় লাগল প্রচণ্ড আঘাত। তার মাথায় লোহার আবরণ থাকায় তাতে মাথা কাটল না কিন্তু আঘাতের বেগ সহ্য করতে না পেরে সে পড়ে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল।

ইতিমধ্যে যার সাহায্যে ডিক এসেছিল, সে যুদ্ধের মাঝ থেকে এক লাফে সরে গিয়ে আবার জোরে ট্রামপেট বাজাল। পর মুহূর্তেই তার শত্রুরা আবার তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আবার সে দু'হাতে সমানে তলোয়ার ও ছোরা চালাতে লাগল। সে কখনো লাফ দিয়ে ওঠে, কখনো ছুটে যায়, কখনো পাশ ফেরে, কখনো সোজা হয়ে পাথরের মতো দাঁড়াল। তার অস্ত্রাঘাতে শত্রুরা ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগল।

এবার তুষারের ওপর দিয়ে কারও ছুটে আসবার শব্দ শোনা গেলো। তাদের দু'জনের চারদিকে শত্রুর তলোয়ার ঝক্ ঝক্ করছে; সে তার মধ্য দিয়েই দেখতে পেল দু'পাশ থেকে যেন বন্যার মতো অশ্বারোহী সৈন্যদল ছুটে আসছে। তাদের কারো কারো হাতে তীক্ষ্ণধার বর্শা, কারো হাতে বা খোলা তলোয়ার।

তারা শত্রুদের ঘিরে দাঁড়াতেই তাদের পিছনে এলো পদাতিক সৈন্যরা।

শত্রুরা দেখলো, তাদের পালাবার বা যুদ্ধে জয়লাভের আর আশা নেই। তারা আর যুদ্ধ না করে, বিনা বাক্যব্যয়ে হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

ডিক যার হয়ে লড়ছিল, সে বললো, 'ওদের বাঁধ।'

তার আদেশ অবিলম্বে পালিত হল।

লোকটি এবার ডিকের কাছে এসে তার মুখের দিকে তাকাল।

ডিক লোকটির চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল। বয়সে সে প্রায় তারই মতো হবে; কিন্তু তার দেহটি একটু বিকৃত; তার একটা কাঁধ আর একটার চেয়ে কিছু উঁচু। মুখটা বিবর্ণ বিশ্রী। তবে চোখ দুটি অত্যন্ত উজ্জ্বল আর দৃঢ়।

ডিক এই সময় উঠে দাঁড়াতেই সে বললো, 'তুমি ঠিক সময়ে এসেছিলে।'

'কিন্তু আপনি নিজেই এমন দক্ষতার সঙ্গে তলোয়ার চালাচ্ছিলেন যে, একাই ওদের পরাস্ত করতে পারতেন, আর আপনার লোকেরাও তো যথাসময়ে এসেছিল।'

'তুমি কি করে আমার পরিচয় জানলে?'

'আমি এখনও জানি না, কার সঙ্গে কথা বলছি।'

'তাই নাকি! তবুও তুমি এই যুদ্ধে আমার পক্ষ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে?'

'আমি দেখলাম, একজনের বিরুদ্ধে এতজন! কাজেই তার পক্ষে যোগ দেওয়া আমি কর্তব্য বলে মনে করেছি।'

যুবকটির মুখে বিদ্রূপ ফুটে উঠল। বললেন, 'কথাগুলো বীরের মতোই বটে।' তারপর তাঁর সৈন্যদের দিকে ফিরে বললেন, 'ওই লোকগুলোকে ফাঁসি দাও।'

শত্রুদের মধ্যে পাঁচজন তখনও বেঁচে ছিল। সৈন্যরা সেই পাঁচজনকে পাঁচটি মোটা গাছের তলায় নিয়ে গিয়ে তাদের গলায় দড়ির ফাঁস লাগিয়ে এক-একটি ডালে ঝুলিয়ে দিল।

যোদ্ধাটি তাঁর সৈন্যদের বললেন, 'এবার থেকে হুঁশিয়ার হয়ে থেকো। ডাকামাত্রই আসবে।'

একজন বললো, 'লর্ড ডিউক, মিনতি করি এখানে আর একা থাকবেন না। কয়েকজনকে আপনার কাছে রাখুন।'

'তোমরা কাজে গাফিলতি করেছ, তবুও তোমাদের আমি বকিনি। কাজেই, আমার কথার ওপর কথা বলো না। আমার হাত দু'খানা আর অস্ত্রের উপর আমি নির্ভর করে থাকি। আমি ট্রামপেট বাজালেও তোমরা ঠিক সময়ে আসতে পারনি; এখন পরামর্শ দিতে এসেছো? এই রকমই হয়; যুদ্ধের বেলায় আসো পরে, কিন্তু কথার বেলায় আগে। বরং এর উল্টোটা করতে চেষ্টা কর।'

তিনি হাত নেড়ে তাদের চলে যেতে ইঙ্গিত করলেন। লোকগুলো তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হল।

তখন বেশ রোদ উঠেছে। এবার দু'জনে পরস্পরের মুখ বেশ পরিষ্কার দেখতে পেল। সেই যুবকটি বললেন, 'আমার প্রতিহিংসার রূপ যে কি রকম, তা তো তুমি দেখলে। মনে করো না আমি অকৃতজ্ঞ। তুমি সাহস ও শক্তি নিয়ে আমাকে সাহায্য করতে এসেছিলে। আমার বিকৃত দেহ দেখে যদি তোমার ঘৃণা না হয়, তাহলে আমার আলিঙ্গন গ্রহণ কর'—বলে তিনি হাত দু'টি মেলে দিয়ে ডিককে আলিঙ্গন করলেন।

ডিকের মন তখন ভয় আর ঘৃণায় ভরে গিয়েছিল; তবুও সে লোকটিকে এড়াতে পারলো না।

তাঁর আলিঙ্গনমুক্ত হয়ে ডিক বললো, আপনিই কি গ্লসেস্টারের লর্ড ডিউক?'

'হ্যাঁ, গ্লসেস্টারের রিচার্ড আমি। তোমার নাম কি?'

'রিচার্ড ডিক শেলটন।'

'শেলটন। তুমি কোন দলে?'

'ইয়র্কের।'

'ভালই। দেখ শেলটন, ওই শোরবি শহরে রয়েছে আমার শত্রুরা—ল্যাংকাষ্টারের দল। ইংল্যান্ডের সিংহাসন তাদেরই হবে যাঁরা যুদ্ধে জয়লাভ করবে। আজ আমার শক্তি-পরীক্ষার দিন। আজই আমার ভাগ্যে মিলবে—জয় অথবা পরাজয়। ওদের সৈন্য পরিচালনা করবে দু'জন সুদক্ষ সেনাপতি—রাইজিংহ্যাম আর জমিদার ডানিয়েল। কিন্তু ওদের দু'দিকের পালাবার পথ বন্ধ; একদিকে রয়েছে বিশাল সমুদ্র, অপরদিকে নদী। এইখানেই ওদের ওপর হঠাৎ প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে।'

ডিক উত্তেজিত হয়ে উঠল; বললো, 'হ্যাঁ। আমার মনে হয়, ওদের এই মুহূর্তেই আক্রমণ করা উচিত। এখন সবে সকাল হয়েছে। ওরা তেমন সতর্কও নয়। রাতের প্রহরীরা বিশ্রাম করতে যাচ্ছে; দিনের প্রহরীরা খেতে বসেছে। এখনই আক্রমণের সঠিক সময়।'

'ওরা সংখ্যায় কত বলতে পার?'

'দু'হাজারও হবে না।'

'পিছনে এই বনের মধ্যে লুকিয়ে আছে আমার মাত্র সাতশ' সৈন্য। কেট্‌লে থেকে শীঘ্রই আসবে আরও সাতশ'। তাদের পিছন পিছন আসবে চারশ'। আর

হলিউড থেকে লর্ড ফক্সহ্যাম আনবেন পাঁচশ'। হলিউড এখান থেকে একবেলার পথ। আচ্ছা, আমরা ওদের এখনই আক্রমণ করব, না ঐ-সব সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করব? তুমি কি বল?'

'আপনি যখন ওই পাঁচটি লোককে ফাঁসি দেন, তখনই ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেছে। ওদের সঙ্গীরা ওদের ফিরতে না দেখলে ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। কাজেই, যদি অতর্কিতে আক্রমণ করতে চান, তাহলে তার উপযুক্ত সময় হল এটাই।'

'ঠিক বলেছ। আশা করি, আক্রমণ চালিয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই তুমিও জয় করবে। আমি এখনই সব দিকে দূত পাঠাচ্ছি।' বলেই রিচার্ড ট্রামপেট বাজালেন।

এবার কিন্তু অবিলম্বে তাঁর সৈন্যরা ছুটে এল।

রিচার্ড তাদের মধ্যে একজনকে কেট্‌লের পথে, একজনকে হলিউডে পাঠিয়ে, বনের মধ্য থেকে সাতশ' সৈন্যকে বার করে এনে তাদের পুরোভাগে রইলেন। ডিক রইল্ তাঁর পাশে।

দু'জনেই ঘোড়ায় উঠলেন। ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র সৈন্যরা তাদের পিছন পিছন চলতে আরম্ভ করল।

রিচার্ড বললেন, 'দেখ্ আমাদের দু'জনের নামই রিচার্ড। দু'জনের নামই লোকে আজ শুনবে। অস্ত্রের ঝনঝনানির চেয়ে আমাদের নামই লোকের কানে বাজবে বেশি করে। চল, এগিয়ে চল।'

তারা পাহাড়ের ওপর থেকে নামতে শুরু করল। আর তাদের পিছনে চলল দুর্ধর্ষ বাহিনী।

সিকি মাইল দূরে তুষারে ঢাকা শোরবি শহর তাদের সামনে এখন সুস্পষ্ট হল। তার ওপর ঊষার আলো এসে পড়েছে, প্রত্যেক বাড়ির চিম্‌নি থেকে কালো নিশানের মতো ধোঁয়া উঠে শূন্যে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

এক্ষুণি যে এই সুন্দর প্রকৃতির বুকের ওপর নেমে আসবে যুদ্ধের ভয়াবহ বীভৎসতা তা বোধহয় কেউ কল্পনাও করতে পারেনি।

আঠার

সিকি মাইল পথ আক্রমণকারী বাহিনীর পক্ষে বিশেষ কিছুই নয়। তারা গাছগুলোর আড়াল থেকে বার হয়ে কিছুদূরে যেতেই শুনতে পেল, শহরের দিক থেকে গোলমাল ভেসে আসছে। হঠাৎ ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজতে আরম্ভ করল। তারা বুঝল যে, শত্রুরা তাদের কথা জানতে পেরেছে।

রিচার্ড দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগলেন। তাঁর শত্রুরা প্রস্তুত হয়ে আছে। তারা আঘাত হানবার আগেই তিনি যদি নগরের এক অংশ দখল করে সেখানে ঘাঁটি না বসাতে পারেন, তাহলে তাঁর সাতশ' সৈন্যই যে এই ফাঁকা মাঠে মারা পড়বে।

ওদিকে কিন্তু ল্যাংকাস্টার দলের সৈন্যরা মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সেখানে দু'হাজার সৈন্য থাকলেও তাদের মধ্যে তাড়াতাড়ি প্রস্তুত ছিল জনা পঞ্চাশেক

অশ্বারোহী। ঘণ্টা শুনেই তারা তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে লাগল; আর নগরবাসী সকলে আতঙ্কে বাড়ি-ঘর ফেলে চারদিকে পালাতে আরম্ভ করল। কেউ কেউ দরজা-জানালা বন্ধ করে আত্মগোপন করে রইল।

রিচার্ড সসৈন্যে সামনের রাস্তাটিতে ঢুকতে যাবে এমন সময় একদল অশ্বারোহী সৈন্য একে তাঁকে বাধা দিল। কিন্তু তারা তাঁর আক্রমণের বেগ সহ্য করতে পারলো না; ঝড়ের মুখে শুক্‌নো পাতার মতো উড়ে গেল।

এই সময় ডিক রিচার্ডকে ইঙ্গিত করে হঠাৎ ডান দিকে ঘুরে যেতে পরামর্শ দিল। তাদের শত্রুরা এটা আশা করেনি। তারা মনে করেছিল, গ্লসেস্‌টারের সৈন্যদল সেই পথেই নগরে প্রবেশ করবে। কিন্তু হঠাৎ তাদের ঘুরতে দেখেই যে-কয়জন অবশিষ্ট ছিল, তারা ছুটে নগরের ভেতর চলে গেল।

এদিকে রিচার্ডও সদলবলে নগরের সেই অংশটি প্রায় বিনা বাধায় দখল করলেন। ফলে তাঁর হাতে পাঁচটি রাস্তা এল। পাঁচটি রাস্তা যেখানে মিশেছিল সেখানে ছিল একটা ভাঁটিখানা। তিনি সেখানেই তাঁর প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করলেন।

ডিককে তিনি বললেন, 'দেখ, আজ যদি আমি জয়লাভ করি, বড় হই, তাহলে তুমিও বড় হবে। যাও, একদল সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হও।

ডিক তৎক্ষণাৎ একদল তীরন্দাজ নিয়ে চলে গেল। সে নিজে গেল ঘোড়ায়।

সে চলে যেতেই রিচার্ড একজনকে ডেকে বললেন, 'যাও, শীগ্‌গির ওই ছোকরার পেছন পেছন যাও। যদি দেখ ও বিশ্বাসঘাতকতা করছে না, তাহলে ওকে রক্ষা করবে। ওকে যদি জীবিত অবস্থায় ফিরিয়ে না আনতে পার, তাহলে মনে রেখ তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। আর যদি বুঝতে পার ও বিশ্বাসঘাতক, আমার স্বার্থ দেখছে না, তাহলে পেছন থেকে ওর পিঠে ছোরা বসিয়ে দেবে।'

ইতিমধ্যে ডিক গিয়ে দাঁড়াল একটি রাস্তার মোড়ে। রাস্তাটি বিশেষ চওড়া নয়। তার দু'পাশে ঘর-বাড়ি, আর রাস্তাটির শেষেই বাজার। সেখানে তখন লোকের খুব ভিড়। কিন্তু তাদের মধ্যে শত্রু সৈন্য বলে কাউকেই ডিকের চোখে পড়ল না। ডিক এই সুযোগে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে লাগল। তার ধারণা, যুদ্ধের জয়-পরাজয় সেখানেই স্থির হবে।

এদিকে শহরে গোলমাল ও বিশৃঙ্খলা আরও বেড়ে গেছে। ঘণ্টা বাজছে, ট্রামপেট বাজছে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ হচ্ছে। স্ত্রীলোকেরা কাঁদছে, পুরুষেরা চিৎকার করছে। ক্রমে সেই হট্টগোল একটু একটু করে কমে যেতে লাগল। তারপরই দেখা গেল, বাজারে এসে জড় হয়েছে সশস্ত্র সৈন্য ও তীরন্দাজেরা। তাদের অধিকাংশের গায়েই লাল-নীল পোশাক। তাদের পরিচালনা করছেন একজন অশ্বারোহী। ডিক দেখলো, সে ব্যক্তিটিই হচ্ছেন জমিদার ডানিয়েল।

তাঁর আদেশে তাঁর সৈন্যরা নিমিষে ডিককে আক্রমণ করলো। রিচার্ড চারদিক থেকে আক্রান্ত হল। তীর চলতে লাগল; তলোয়ার, বর্শা ঝিলিক দিয়ে উঠল। ঘোড়ার পায়ের শব্দে, অস্ত্রের ঝনঝনানিতে, রণ-হুঙ্কারে, আহতের আর্তনাদে, রক্ত ও মৃতদেহে রণক্ষেত্রটি দেখতে-দেখতে ভরে গেল।

ডিক, রিচার্ড, ডানিয়েল, রাইজিংহ্যাম—চার সেনাপতির পরিচালনায় ও কৌশলে এক এক সময়ে মনে হয়, এই বুঝি রিচার্ডের পরাজয় হল। আর এক সময় মনে হয়, রাইজিংহ্যামের বুঝি আর আশা নেই।

যত বেলা বাড়ে, দু'পক্ষেই নতুন সৈন্য আসে, যুদ্ধ আরও ঘোরতর হয়ে ওঠে। হঠাৎ নগরের কয়েক জায়গায় আগুন জ্বলে উঠল। তখন অবস্থা হল আরও ভয়ঙ্কর। নগরবাসিরা একবারে পাগল হয়ে উঠল। সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। রাইজিংহ্যামের সৈন্য এত বেশি নষ্ট হল যে, তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না।

রিচার্ডের বিরুদ্ধে তিনি বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করছিলেন কিন্তু তিনি রণক্ষেত্রেই মারা গেলেন। তাঁর সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিল। বেলাও তখন প্রায় শেষ হয়ে আসছিল। গ্লসেস্টারের ডিউক—রিচার্ড, রাজা তৃতীয় রিচার্ড সেদিন তাঁর জীবনের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করলেন।

ডিক সে যুদ্ধে আহত হল, কিন্তু তার শৌর্য্য-বীর্য্য রিচার্ডকে মুগ্ধ করলো। আসলে তারই জন্য তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারলেন।

ডিককে নজরে রাখবার জন্য রিচার্ড যে লোকটিকে পাঠিয়েছিলেন, যুদ্ধ শেষে সে ডিউককে বললো, 'আপনি যুদ্ধ করেছেন বড় চমৎকার! আপনার মতো এত শীগ্‌গির কেউ ডিউকের মন জয় করতে পারেনি। তিনি আপনাকে চিনতেন না অথচ আপনার ওপর এমন একটা কাজের ভার দিয়েছেন। কিন্তু আপনিও সাবধান হবেন! আপনি যদি একটু এদিক-ওদিক করেন তাহলে আপনার মৃত্যু। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যদি আপনার মধ্যে সন্দেহের কিছু দেখি, তাহলে পেছন থেকে যেন আপনার পিঠে ছোরা বসাই।'

ডিক সবিস্ময়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'তোমাকে! আমার পিঠে ছোরা বসাতে!'

'হ্যাঁ। নির্দেশটা আমার ভাল লাগেনি, তাই আপনাকে বললাম। আমাদের কুঁজো ডিউকটি নিপুণ যোদ্ধা; কিন্তু উনি খোশমেজাজেই থাকুন আর মারমূর্তিই ধরুণ ওঁর কথামতো কাজ হওয়া চাই-ই। যদি কেউ তা না পারে বা তাতে বাধা দেয়, তাহলে সে মরবেই!'

'এই রকম প্রকৃতির একজনের নেতৃত্ব লোকে মানতে পছন্দ করে?'

'হ্যাঁ। কেননা, উনি শাস্তি দিতে যেমন তৎপর, পুরস্কারও দেন তেমনই মুক্তহস্তে।'

ডিক দেখলো, রিচার্ড তার দিকে আসছেন। তাঁর সারা দেহ রক্তাক্ত; হাতে রক্তমাখা খোলা তলোয়ার। তিনি এসেই ডিকের হাত ধরে আনন্দে সজোরে মর্দ্দন করে বললেন, 'স্যার রিচার্ড! এই রণস্থলেই আমি তোমাকে 'নাইট' উপাধি দিলাম।'

ডিকের মনে তখন উঠছে একটি মাত্র কথা—জমিদার ডানিয়েলের সঙ্গে তার তখনো হিসাব-নিকাশ হয়নি। জোয়ানা এখনও তাঁর কবলে রয়েছে।

সে রিচার্ডের কাছে জনকতক অশ্বারোহী সৈন্য চাইলো।

রিচার্ড জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন?'

ডিক সংক্ষেপে তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলো। রিচার্ড বললেন, 'আচ্ছা যাও; কিন্তু জমিদারের মাথা আনা চাই-ই।'

রিচার্ডের জন-পঞ্চাশেক অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সে তখনি জমিদার ডানিয়েলের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হল; কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল, তাদেরই দলের সৈন্যরা প্রাসাদ লুট করছে, জানালা দরজা ভাঙছে; একজন আবার তাতে আগুন লাগিয়ে দিলো।

ডিকের ধারণা হল, জোয়ানা আছে জমিদার ডানিয়েলের সঙ্গে। তিনি নিশ্চয়ই গেছেন টানসটালের পথে।

সে সসৈন্যে সেদিকে ছুটল।

উনিশ

তখন সন্ধ্যা হতে আর দেরি নেই। পথ-ঘাট তুষারে ঢেকে গেছে। তাদের যেতে হবে বনের ভিতর দিয়ে। তাতে বিপদ রয়েছে যথেষ্ট। তাছাড়া, তারা যদি জমিদার ডানিয়েলের নাগাল পায় তাহলে যুদ্ধও অবশ্যম্ভাবী। সে যুদ্ধের ফল জোয়ানাকে ভোগ করতে হবে। তবুও এছাড়া আর পথ নেই। জমিদার যদি একবার মোট-হাউসে গিয়ে ঢোকেন, তাহলে তাঁকে পরাস্ত করা কঠিন হবে।

তাই সে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চলল। পথে সে দেখতে পেল অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের দাগ। দাগ ধরে চলতে চলতে সে এসে পড়ল হলিউডের বড় রাস্তায়। সেখান থেকে দাগগুলো গেছে বনের মধ্যে। দাগ ধরে তারা একেবারে বনের মাঝখানে গিয়ে পড়ল। সেখানে এসে দেখল, দাগগুলো হঠাৎ এমন এলোমেলো হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে গেছে যে, কোনগুলো ধরে এগোবে তা বুঝতে পারলো না। ডিক সেখানে ঘোড়া থামিয়ে কি করবে, তাই ভাবতে লাগল।

একটু পরে সে বললো, 'আমাদের চোখে ওরা ধুলো দিয়েছে। ওরা কোন দিকে গেছে তা ধরা মুস্কিল। চল, হলিউডের দিকেই যাই; টানস্টাল থেকে সেটা কাছে হবে।'

তারা হলিউডের কাছাকাছি যেতে না যেতে সূর্য ডুবে গেল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামল।

অন্ধকার বন। ডিক বাধ্য হয়ে সেই বনের মধ্যে ছাউনি ফেলল। বরফ সরিয়ে পরিষ্কার করে সৈন্যরা আগুন জ্বেলে তার চারপাশে বসে সঙ্গে যে সামান্য খাদ্য ছিল তাই খেতে লাগল।

রাত গভীর হতে লাগল। ডিক যেখানে ছিল, সেখান থেকে গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। এ জায়গাটি ডিকের চেনা।

চাঁদ উঠেছে। নিস্তব্ধ বন। জ্যোৎস্নায় তুষারের রূপ হয়েছে অপরূপ। হঠাৎ ডিকের চোখে পড়ল, দূরে দক্ষিণে বনের ধারে এক জায়গায় আগুনের চিহ্ন। তার সন্দেহ হল।

সে মুহূর্তমাত্র সময় নষ্ট না করে সদলবলে চলল সেই আগুন লক্ষ্য করে। কোন রকম শব্দ যাতে না হয়, সেজন্য যথেষ্ট সতর্কতাও অবলম্বন করলো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চাঁদের আলোয় বরফের ওপর ঘোড়ার পায়ের দাগ তাদের চোখে পড়ল। অনেকগুলো দাগ দেখে বুঝল যে, অনেক সৈন্য সে পথে গেছে। আর সেই সঙ্গে দূরের আগুনটাও ক্রমে বড় হয়ে উঠতে লাগল। আরও কিছুদূর গিয়ে তার ধোঁয়া স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল।

ডিক তার সৈন্যদের গোপনে সেই জায়গাটি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলবার আদেশ দিয়ে নিজে ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে চলল আগুনটার দিকে। আরও কিছুদূর যেতেই সে এবার পরিষ্কার দেখতে পেল, আগুনের পাশে বসে আছেন জমিদারের স্ত্রী ও জোয়ানা। তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তীরন্দাজ বেনেট।

ডিক তার সৈন্যদের আক্রমণের আদেশ দেবে কিনা ভাবছে, এমন সময় তার সৈন্যদলই শিস দিয়ে জানিয়ে দিল, তারা প্রস্তুত।

তাদের শিস শুনেই তীরন্দাজ বেনেট চমকে উঠল। সে অস্ত্র ধরবার আগেই ডিক চিৎকার করে বললো, 'বেনেট, তুমি আমার পুরোনো বন্ধু। অযথা লোকের রক্তপাত করো না। ক্ষান্ত হও।'

'ডিক, আমি আত্মসমর্পণ করব? তোমার কতজন সৈন্য আছে?'

'পঞ্চাশ জন।'

'আমি যোদ্ধা। আত্মসমর্পণ করতে আমার বুক ভেঙে যাবে। সে আমি পারব না। আমার যা কর্তব্য, করবই' বলেই বেনেট ট্রামপেট বাজালো। ডিকও তার সৈন্যদের আক্রমণের আদেশ দিল।

গলার স্বর শুনেই জোয়ানা ডিককে চিনতে পেরেছিল। সে সোজা ছুটে এলো তার কাছে। বললো, 'ডিক, চল—শীগ্‌গির চল এখান থেকে, এখনি জমিদার ডানিয়েল আসবেন।'

জমিদার সেখান থেকে ডিকদের আস্তানায় আগুন দেখে ব্যাপার কি দেখতে সসৈন্যে গিয়েছিলেন। তিনিও তখন ফিরে আসছিলেন। তাঁর কানে গেল ট্রামপেটের আওয়াজ। তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছিলেন। ডিকের পিছন দিকে অনেকগুলো ঘোড়ার পায়ের শব্দ হচ্ছিল। ডিক দেখলো, তার পরাজয় নিশ্চিত; কিন্তু জোয়ানাকে তো পাওয়া গেছে। সে তাকে ঘোড়ার ওপর তুলে নিয়ে ছুটল বনের পারে লর্ড ফক্সহ্যামের প্রাসাদের দিকে। তিনি রিচার্ডের দলের লোক। তাঁর অধীনে তখনও সৈন্য ছিল অনেক।

ডিক সেখানে পৌঁছে দেখে, লর্ড ফক্সহ্যামের প্রাসাদে খুব ঘটা করে উৎসব হচ্ছে। সে জানতে পারল, বিজয়ী রিচার্ড সেখানে তখন বিশ্রাম করতে এসেছেন। তাঁরই জন্য এই উৎসব।

ডিককে তখুনি ডিউকের সামনে নিয়ে যাওয়া হল। রিচার্ড তাকে দেখেই বললেন, 'তুমি জমিদার ডানিয়েলের মাথা এনেছ?'

'না, সৈন্যদেরও আমি সঙ্গে আনতে পারিনি। তাদের ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছি।'

রিচার্ড তার দিকে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি করে তাকালেন।

'আমি তোমাকে পঞ্চাশজন অশ্বারোহী সৈন্য দিয়েছিলাম!'

'ঠিকই বলেছেন। যুদ্ধের উপযোগী সৈন্য আমার ছিল না, তাই দিয়েছিলেন।'

'যাও, যুদ্ধ শেষ করে এসো।'

কিন্তু লর্ড ফক্সহ্যাম তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'দাঁড়াও, আমি তোমাকে যে কাজের ভার দিয়েছিলাম, তা করেছ কি? সেই মেয়েটিকে এনেছ?'

'হ্যাঁ, সে এই বাড়িতেই আছে। তাকে অক্ষতভাবে উদ্ধার করবার জন্যই আমাকে এভাবে চলে আসতে হয়েছে। এখন আমি তাদের কাছে যেতে প্রস্তুত।'

রিচার্ড বললেন, 'দেখুন, ও নির্ভিক, নিপুণ যোদ্ধা; কিন্তু ওর হৃদয় বড় কোমল। ও উন্নতি করতে পারবে না।'

এমন সময় একটা লোক ছুটতে ছুটতে এসে ডিউকের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে উঠল, 'জয়! জয়! আমাদের জয়। জমিদার ডানিয়েল পরাস্ত হয়েছেন।'

ডিক খুশিমনে চলে গেল। ফক্সহ্যাম ডিকের জন্য একটা ঘর ঠিক করে দিয়েছিলেন। সে সেখানে গিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

পরদিন সকালে একটু রোদ উঠলো। ডিক একা বনের মধ্যে বেড়াতে গেল। তার মনে আজ বড় আনন্দ।

হাঁটতে হাঁটতে সে অনেক দূর এসে পড়ল। তারপর বাড়ি ফিরে যাবে, এমন সময় একটা গাছের আড়ালে দীর্ঘাকৃতি একজন মানুষ তার চোখে পড়ল।

ডিক গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি—উত্তর দাও।'

মূর্তিটি সেখান থেকে বেরিয়ে এসে বাকশক্তিহীনের মতো শুধু হাত নাড়লো। তীর্থযাত্রীদের পোশাকে লোকটির সর্বাঙ্গ আবৃত। ডিক নিমিষে তাকে চিনতে পেরে বলে উঠল, 'জমিদার ডানিয়েল?'

সঙ্গে সঙ্গে ডিক তলোয়ার খুলে তাঁর দিকে এগিয়ে গেল। স্যার ডানিয়েল তাঁর বুকের ভেতর হাত ঢুকিয়ে যেন গোপন অস্ত্র বার করছেন এমনিভাবে তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলেন।

ডিক তাঁর কাছে যেতেই তিনি আর্তস্বরে বললেন, 'যে পরাজিত সর্বস্বান্ত, যার কিছু নেই, তার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করবে?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জমিদার ডানিয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে ডিক বললো, 'আমি তো আপনাকে প্রাণে মারতে চাইনি। যতদিন না আপনি আমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন, ততদিন আমি ছিলাম আপনার একান্ত বাধ্য ও অনুগত। কিন্তু আপনি আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি করেননি।'

জমিদার বললেন, 'সে কেবল আত্মরক্ষার জন্যে। কিন্তু বাবা, এখন আমি একেবারে ভেঙ্গে পড়েছি। যুদ্ধে আমাদের হার হয়েছে, সেই কুঁজো শয়তানটা এসে আড্ডা গেড়েছে আমারই এলাকায়। আমি এখন হলিউডের গির্জায় যাচ্ছি। সেখান থেকে চলে যাব ফ্রান্সের কোন মিশনে।'

'কিন্তু হলিউডে আপনি যেতে পারবেন না।'

'কেন ?'

মুখটা গম্ভীর করে ডিক বললো, 'তাহলে শুনুন—আমার ইচ্ছা নয় যে, কোন গুপ্তচর সেখানে যায়। আমি যখন একবার আপনাকে ক্ষমা করেছি, তখন আর হত্যা করব না; কিন্তু যদি ওদিকে যাবার চেষ্টা করেন তাহলে এখনই সৈন্যদের ডাকব। আপনি এখনই এখান থেকে চলে যান। আজ যদি যুদ্ধে আমার পরাজয় হত, তাহলে এতক্ষণে আমার ফাঁসি হয়ে যেত। তা জেনেও আমি আপনাকে ক্ষমা করলাম।'

'আচ্ছা, আমি চলে যাচ্ছি।'—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলে জমিদার চলে গেলেন। কিন্তু হাত কয়েক না যেতেই সামনের ঝোপ থেকে টং করে একটা শব্দ উঠল, সঙ্গে সঙ্গে শিস দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা তীর। ডানিয়েল হাত দু'টি শূন্যে তুলে অস্ফুট একটা আর্তনাদ করেই সেখানে লুটিয়ে পড়লেন।

ডিক ছুটে গিয়ে তাঁকে তুলে ধরতেই যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করতে করতে স্যার ডানিয়েল শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'তীরটা কি কালো ?'

ডিক বললো, 'হ্যাঁ, কালো।—কালো তীর।'

জমিদার আর কথা বলতে পারলেন না। পরক্ষণেই তাঁর মৃত্যু হল।

ডিক তাঁকে আস্তে আস্তে তুষারের ওপর শুইয়ে দিয়ে তাঁর পাশে হাঁটু গেড়ে বসে নীরবে প্রার্থনা করতে লাগল।

সে যখন উঠল তখন দেখল, তার পাশে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে একটি লোক—সে এলিস্ ডাকওয়ার্থ।

এলিস্ বললো, 'ডিক্, তুমি ওকে ক্ষমা করেছ; কিন্তু আমি করিনি। প্রাণহীন দেহ আমার শত্রুর। তুমি আমার জন্যেও প্রার্থনা করো।'

দৃঢ়স্বরে ডিক বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই করব। কিন্তু আপনি এঁকে কেন ক্ষমা করলেন না ? শুনলাম, তীরন্দাজ বেনেটও কাল মারা গেছে। তারও বুকে বিঁধেছিল কালো তীর। বেঁচে আছে কেবল সেই পাদরিটা ? মিনতি করি, তাকে ক্ষমা করুন।'

এলিসের চোখ দু'টো জ্বলে উঠল; মুখখানা শক্ত করে বললো, 'না। আমার ভেতরের শয়তানটা এখনও প্রতিশোধের জন্য অস্থির। তবে কালো তীরের দলটা ভেঙে দিয়েছি। তুমি আমার কথা আর ভেব না। তারও দিন শেষ হয়েছে। বিদায়!'

ডিক আস্তে আস্তে ফিরে চলল প্রাসাদের দিকে।

তারপর সেই দিনই একটু বেলা করে জোয়ানার সঙ্গে তার বিয়ে হয়ে গেল। তার হারানো সম্পত্তি, তার বাড়ি-ঘর আবার ফিরে পেল সে। প্রজারা সবাই মিলে মহা আনন্দে ডিককে অভ্যর্থনা জানাল।

❑